US under fire for meddling in MMS scandal

Our Political Bureau
NEW DELHI 20 DECEMBER

THE political class got together to attack the US for interfering with the investigations into the MMS sex scandal. Parliamentarians said reports about US national security advisor Condoleezza Rice's defence of Baazee.com chief Avinash Bajaj's arrest, arrested on charges of trading sleaze, amounted to interference in the process of law.

BJP MP Lakshman Singh, who raised the issue in the Lok Sabha, wondered whether the US would have appreciated such interference had the episode happened in that country. Mr Singh found support from Congress MP Tejaswini Ramesh. A US-based NRI, Mr Bajaj was picked up after the Delhi police found out that the portal had put out the sex clip, showing two Delhi Public School students in an indecent act. The BJP MP asked the government to give a statement in the House on the case. The Delhi High Court, meanwhile, deferred for 24 hours Mr Bajaj's bail application, who pleaded innocence in the sex scandal.

Vacation judge Justice Vikramjit Sen issued notice to the Delhi police on the portal chief's contention that no case was made out against them under the Information Technology Act and the Indian Penal Code.

Senior advocates Arun Jaitley and A.S. Chandihok questioned police charges on the grounds that Baazee.com did not post the alleged obscene material on its website. Otherwise too, as soon as the portal came to know of it from a private party, the clip was removed from the website, Mr Jaitley claimed.

Mr Bajaj was cooperating in the investigation and even flew from Mumbai to assist the police, they said.

The portal chief was arrested on Friday with the police claiming that Baazee.com listed the clip on its site under the title "DPS Girl Having Fun" for sale on November 24 and that he did not make any effort to remove it until prodded.

A day later, the trial court remanded him to judicial custody.

The minor DPS boy, who allegedly captured live the sexual act he performed with his classmate, was remanded to a day in police custody by a Juvenile Justice Board.

The minor boy, having his face covered, was produced before principal magistrate Santosh Snehi Mann amidst tight security and media presence.

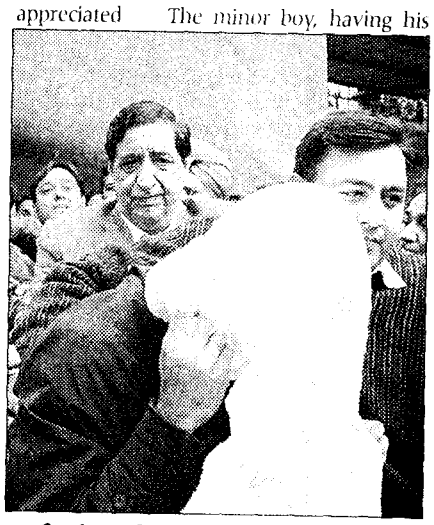

SEX, LIES & CELL PHONES: The boy who was involved in the cell sex scandal being brought to a juvenile court in New Delhi on Monday. – PTI

The court while barred reporters presence inside the courtroom.

Police sources said they are going to question the DPS student on a few vital aspects of investigation, including the alleged tampering of evidence.

It is learnt that around two minute video film was prepared in a bedroom of his residence through his mobile.

But after the case became public knowledge, the interiors and other settings were allegedly changed, which tantamount to tampering of evidence, sources said.

He would also be grilled on the refusal to cooperate with the police. Instead of making himself present for questioning, he fled to Nepal.

The boy will be required to explain on how the MMS travelled from his mobile to that of his classmates and finally to the IIT Kharagpur student, who has also been arrested by the police on charges of putting the clip on Baazee.com.

21 DEC 2004

The Economic Times

উদ্বিগ্ন বুশ, ভারতের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ওয়াশিংটন ও স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: অবশেষে জামিন পেলেন অবনীশ বাজাজ। বাজি ডট কমের কর্ণধারকে দিল্লি হাইকোর্ট মঙ্গলবার জামিনে মুক্তি দেওয়ার আগেই অবশ্য বাজাজের গ্রেফতারের খবর পৌঁছে গিয়েছিল খোদ হোয়াইট হাউসেই।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এই গ্রেফতারের ঘটনার কথা শুনেছেন। এবং এই ঘটনায় তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। বাজি ডট কমের মূল মার্কিন সংস্থা ই-বের কর্ণধার মেগ হুইটম্যান বুশের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মার্কিন শিল্পমহলে প্রভাবশালী এই মহিলাই যে এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষোভ প্রেসিডেন্টের গোচরে এনেছেন, বিদেশ দফতরের মুখপাত্র রিচার্ড বাউচার সোমবার পরোক্ষে তা মেনেও নিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তিনি বলেন, "এই ঘটনায় মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষতম স্তর উদ্বিগ্ন।" এবং শীর্ষতম স্তর বলতে মার্কিন প্রেসিডেন্টকেই বোঝায়। ঘটনাটি নিয়ে উদ্বিগ্ন বিদেশ সচিব কলিন পাওয়েলও। বাউচারের ভাষায়, "আজ দফতরে সকালের বৈঠকে পাওয়েল প্রসঙ্গটি উত্থাপনও করেন। এই ঘটনার উপর আমরা নজর রাখছি।"

অবশেষে জামিন অবনীশের

এই গ্রেফতার নিয়ে দু' দেশের কূটনৈতিক স্তরে টানাপোড়েন শুরু হওয়ার আগেই দিল্লি হাইকোর্টে জামিন পান বাজাজ। তবে বিচারপতি বিক্রমজিৎ সেনের নির্দেশ অনুযায়ী বাজাজকে তাঁর পাসপোর্টটি জমা রাখতে হবে। বিনা অনুমতিতে এখন ভারত ছাড়তেও পারবেন না তিনি। অবনীশকে জামিন দিয়ে আদালত বলে, যে তথ্যপ্রমাণ মিলেছে, তাতে ইঙ্গিত অশ্লীল ছবি বিপণনের জন্য বাজাজের অজান্তেই ওয়েবসাইটে পেশ করা হয়েছিল। বাজাজ নন, আসল অপরাধী অন্য কেউ। বাজাজের জামিনের প্রার্থনা করে কৌঁসুলি অরুণ জেটলি বলেন, এই ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণের ধরন এমনই যে, তাঁর মক্কেলের পক্ষে তা লোপাট করা সম্ভব নয়।

অবনীশ আপাতত জামিন পেলেও তিহার জেলে তাঁর তিন দিনের বন্দিজীবনই কিন্তু ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প-স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হ্যারিস মিলার ওয়াশিংটনে ভারতের শিল্পমহলের প্রতিনিধিদের কাছে বাজাজের গ্রেফতার নিয়ে তাঁর 'তীব্র উৎকণ্ঠার' কথা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ভারত থেকে আউটসোর্সিং (শস্তায় কাজ করিয়ে নেওয়া) নিয়ে যখন আমেরিকায় বিতর্ক চরমে উঠেছিল, ওই সংগঠনও হ্যারিসই তখন ভারতের পক্ষেই যুক্তি সাজিয়েছিলেন। অবনীশের গ্রেফতার যে এই ভারত বন্ধুদেরও চটিয়েছে, তা গোপন করেননি মিলার। পাশাপাশি, ই-বের এক কৌঁসুলি বলেছিলেন তাঁর সংস্থা ভারতে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে পারে। এই হুমকির কথা ওয়াশিংটনে ভারতের শিল্পমহলের প্রতিনিধিদের কাছে জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল।

এর পর সাতের পাতায়

ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

প্রথম দিন থেকেই অবশ্য মার্কিন শিল্পমহলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাজের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মহল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অরুণ শৌরী থেকে শুরু করে ইনফোসিস-কর্তা নারায়ন মূর্তি, সকলেই দিল্লি পুলিশের কড়া সমালোচনা করেছেন। শৌরীর বক্তব্য, বাজাজের গ্রেফতার আইনের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তাঁর ভাষায়, "এটা তথ্যপ্রযুক্তি আইনের অদ্ভুত ব্যাখ্যার ফল। আইনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার প্রয়োগের সামঞ্জস্য থাকা উচিত।" এরপর তাঁর প্রশ্ন, "মনে করুন, কেউ বিএসএনএল ও ভারতীর নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে ১০ হাজার অশ্লীল বার্তা পাঠাল। তার জন্য কি ওই দুই সংস্থার কর্ণধারকে গ্রেফতার করা হবে?"

শৌরির সঙ্গে সুর মিলিয়ে অবনীশ বাজাজের সমর্থনে এ দিন এগিয়ে এসেছেন ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সবচেয়ে পরিচিত ব্যক্তি এন আর নারায়ন মূর্তি। তাঁর মতে, "বাজাজের গ্রেফতার অতিরিক্ত কঠোর এক পদক্ষেপ।" মূর্তির যুক্তি, কম্পিউটার-নির্ভর নিলাম এক নতুন যুগের ব্যবসা। যা সবে গড়ে উঠছে। ফলে এর জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বাঙ্গালোরে স্ট্যানফোর্ড-ইন্ডিয়া উন্নয়ন সম্মেলনে যোগ দিতে এসে মঙ্গলবার ইনফোসিস চেয়ারম্যান বলেন, "এই ধরণের নিলামের জন্য উপযুক্ত আইন তৈরি করতে আরও বেশি সময় দেওয়া উচিত। সব দিক বিচার করে আইন তৈরি না করলে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো যাবে না।"

বিদেশি বিনিয়োগ টানতে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পরিণত বিচার ব্যবস্থাকে তুলে ধরা হয়। কিন্তু ওয়েবসাইটে অশ্লীলতা বিপণনের অভিযোগে যে ভাবে অবনীশকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা কতটা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসা করার অনুকূল, সোমবার তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন ন্যাসকমের সভাপতি কিরণ কার্নিক। দিল্লি আদালতের মঙ্গলবারের সিদ্ধান্ত যদি দেশের ভাবমূর্তি একটুও উজ্জ্বল করতে পারে, তা হলে সবচেয়ে খুশি হবেন দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের কর্তারাই। বিদেশে পরিষেবা বিক্রি করেই যাঁরা নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি, বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'মেড ইন ইন্ডিয়া' ব্র্যান্ডও। গত তিন দিন যে ব্র্যান্ড অবনীশ বাজাজের সঙ্গে তিহার জেলে বন্দি ছিল।

22 DEC 2004 ANADABAZAR PATRIKA

US slips in word for web boss

Avnish Bajaj being produced in court on Saturday. (PTI)

OUR BUREAU

New Delhi, Dec. 18: The school sex-clip scandal appears to have found its way into Indo-US relations.

National security adviser and secretary of state-designate Condoleezza Rice has urged Delhi to look into the safety of Avnish Bajaj, the arrested CEO of Baazee that runs the online auction site on which video discs of the sexual escapade were sold.

The India-born US citizen was today sent to judicial custody for seven days by a Delhi court, but not before a flip-flop by the prosecution over seeking remand or "conceding" to grant of bail.

Rice conveyed her concern through David Mulford, the US ambassador in Delhi. Highly-placed sources in the government said South Block has taken note of her request but informed her through the ambassador that the case is "sub judice" and the law of the land must be respected.

Late this evening, the US embassy in a statement said it was following the developments "very closely and there is high level of interest in Washington regarding the case". It added that "consistent with normal US consular practices, the hearing today was attended by a US consular officer".

The arrest of the Baazee CEO, who has been based in Mumbai for the past four-and-a-half years, has perplexed many in the Indian establishment as Bajaj has responded to summons to help the investigators probing the case. "He, as well as *baazee.com*, had been cooperating in the investigations. The arrest has come totally out of the blue," said a representative of the portal present in the court.

In Mumbai, the Baazee office appeared deserted except for a few key people. "We are outraged that the police have objected to the release of Mr Avnish Bajaj, the country manager of *baazee.com* — an eBay company — in connection with the sale of an MMS clip by a third party on the website," said spokesperson Deepa Thomas.

Yesterday, Meg Whitman, CEO of eBay — the America-based online auctioneer which acquired Baazee for $50 million in June this year — called up from the US to reassure Baazee staff.

Condoleezza Rice: Concerned

The police produced Bajaj in the court of metropolitan magistrate Nivedita Anil Sharma around 2.30 this afternoon. Bajaj's counsel Dinesh Mathur pleaded that his client had at no point attempted to evade the police. Moreover, with the site having more than 75 lakh listings, it was impossible to scan each and every item being traded, he said.

Mathur said the video clip — featuring the sexual act between two students of Delhi Public School, R.K. Puram — was taken off the site after it was brought to the notice of Baazee officials that it was violating a user agreement (an electronic document). He said the agreement required persons using the website's services to avoid obscene and pornographic material.

"Thereafter, if the user violates it, we have no control," Mathur said. "The moment we know of it, such material is removed."

The magistrate, however, said the user agreement did not stand as it was not "signed" and was just a photocopy of a document. The court dismissed the bail plea, saying investigations were still incomplete and the offences alleged did not warrant grant of bail.

However, what came as a surprise was the prosecution's flip-flop. Though the police had moved an application for custody, additional public prosecutor Inder Kumar told the court the police had no objection to Bajaj being released on bail. Investigating officer S.D. Mishra agreed with Kumar but added that Bajaj would have to surrender his passport and cooperate with the probe.

About half an hour later, another additional public prosecutor, Pankaj Bhatia, told the court the prosecution had not "conceded" to the grant of bail to Bajaj. "We are seeking his judicial custody," he said.

DPS today moved an application seeking an in-camera trial of the case. "All those guilty and responsible for any offences must be dealt with sternly," DPS counsel Puneet Mittal said. "However, we are concerned that the name and reputation of DPS are being dragged in the court."

19 DEC 2004 THE TELEGRAPH

India caucus against F-16 sale

Gary Ackerman plans petition to move Bush

S. Rajagopalan
Washington, December 13

AMID GROWING suspicion that the Bush administration may decide to sell F-16s to Pakistan, the India Caucus is spearheading a campaign within US Congress against any such move.

Gary Ackerman, the caucus's Democratic co-chair, and Ilena Ros-Lehtinen, who is tipped to be the Republican co-chair, have called upon fellow lawmakers to sign a joint petition, urging President Bush not to go ahead with such a sale.

The draft petition warns that a sale of the advanced fighter jets with capability to deliver nuclear weapons will send out the grim message that the US's true strategic partner in South Asia is Pakistan, not India.

Top guns of the administration, including outgoing Secretary of State Colin Powell and his designated successor Condoleezza Rice, have in recent weeks stated categorically that no decision has been taken on F-16s.

But the lawmakers referred to "persistent media reports" that the administration is considering the sale. The Jane's Defence Weekly, quoting Pakistani sources, has spoken of the possibility of a deal by mid-2005 for the purchase of 18 to 25 F-16s.

Marshalling arguments against any such deal, the India Caucus's draft cautions that the supply of F-16s "will squander an opportunity to continue building the strong relationship that the US needs with India".

It also seeks to remind the Bush administration that its own National Security Strategy of 2002 describes India as "a growing world power with which we have common strategic interests," adding that "US interests require a strong relationship with India". Under the circumstances, selling F-16s to Pakistan will "undermine our long-term strategic interests in South Asia".

The caucus has also opposed the administration's $ 300 million military assistance to Pakistan for fiscal 2005 and the $1.2 billion arms sale. While economic assistance to Pakistan is necessary, the arms sale has "moved further and further from the requirements of the war on terror".

"Since neither Al Qaida nor the remnants of the Taliban have submarines, armoured fighting vehicles or airplanes, we are seriously concerned that the systems being provided to Pakistan are intended to be used against Indian capabilities," say the caucus members.

Talks on nuclear CBMs will be held in December 14-15 while parleys on conventional CBMs will be held on December 15-16. This is the first time that the two sides will be holding talks on conventional CBMs. Joint secretary of Indian external affairs ministry Mira Shankar would be heading the Indian delegation. Her Pakistani counterpart Tariq Usman Haider would be leading his country's delegation. The two sides will discuss follow-up measures to a MoU reached in June to start hotline contacts between the foreign Secretaries and other measures. The Indian delegation would call on Pakistan Foreign Minister, Khurshid M Kasuri, Khan said.

FROM US WITH LOVE

Arms Islamabad received over the years

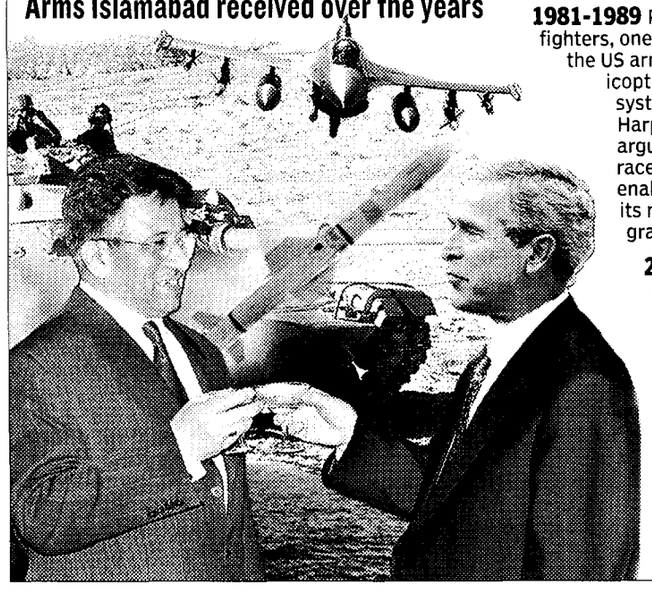

1954-1965 Was the most extensive arms transfer. Pakistan got Patton tanks, self-propelled artillery, F-86 fighters and a submarine on lease — all more advanced than were available on the subcontinent till then. It led to such cockiness in Islamabad, that it launched Operation Gibraltar, a covert operation to grab Kashmir in August 1965, and later Operation Grand Slam, an open attack to cut the Jammu-Srinagar road.

1981-1989 Principal supply was of F-16 fighters, one of the most advanced in the US armoury, as well as attack helicopters, TOW2 missiles, naval systems such as P3C Orions and Harpoon missiles. The supply arguably triggered off an arms race in the subcontinent and enabled Pakistan to complete its nuclear weapons programme without any problem.

2004 The third phase of arms transfer has just begun. So far promised are more P3Cs and TOW 2 missiles, some Phalanx anti-ship missile systems and C-130 transports. No F-16s yet, but Pakistan has been given the Major Non-Nato Ally status which means it can pick up other stuff as well.

Imaging: SANJAY KAPOOR

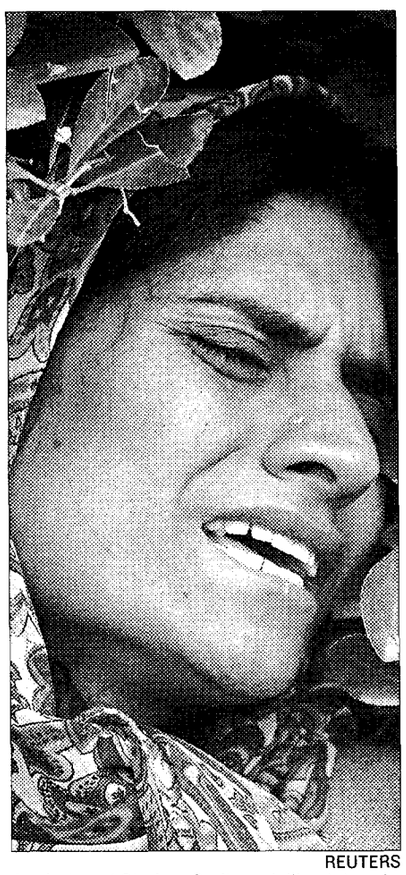

REUTERS

A relative of Ghulam Qadir, a civilian injured in a landmine explosion, weeps in Pattan, near Srinagar, on Monday.

Delhi paranoid, says Islamabad

Press Trust of India
Islamabad, December 13

PAKISTAN TODAY accused India of being "paranoid" over its efforts to secure F-16 fighter aircraft and other weaponry from US but said this would not have any bearing on nuclear and conventional confidence building measure talks between the two neighbours beginning here tomorrow.

Pakistan is "disturbed" by the statements of Indian defence minister Pranab Mukherjee and external affairs minister K. Natwar Singh that the US sale of F-16s and other military equipment to Islamabad would affect the ongoing peace process, foreign office spokesman Masood Khan said.

The two Indian ministers talked about F-16 "sounding paranoid deliberately" by saying that it will have an impact on the on going peace process, Khan said adding, "the premise is wrong. By saying that, they are misleading Indian public opinion and misinforming international community," he alleged, but said "we have assurance from highest level" to continue with the peace process. Accusing the Indian leadership of lacking in "objectivity," Khan said India resorted to very ambitious weapons acquisition programme by buying the Israeli Phalcon radars and Russian Sui-30 aircraft. He said India plans to buy $95 billion worth of weapons in the next 15 years.

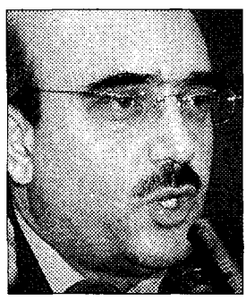

Masood Khan

India, Pak to hold missile tests talks

Agence France-Presse
Islamabad, December 13

NUCLEAR-ARMED Pakistan and India are due to meet in Islamabad next week to discuss a possible agreement on giving advance notice to each other before conducting missile tests, foreign ministry spokesman said.

The expert-level talks on confidence building measures (CBMs) will see Pakistani and Indian officials discussing setting up a hotline between top foreign ministry civil servants to avoid the possibility of nuclear conflict because of any mishap or misunderstanding, Khan said.

They already have a hotline between senior military commanders, who have conversations scheduled once a week.

Pakistan and India held nuclear tests two weeks apart in 1998 and have since come close to war twice in their dispute over Kashmir.

The two sides have been conducting periodic missile tests throughout a peace dialogue, which has been underway since January.

Though an informal agreement about prior notification of missile tests exists between the two South Asian neighbours, the meeting is expected to finalise the draft of a formal agreement, Khan said.

Khan said the meeting would help improve communications between the two sides. The talks are aimed at establishing "strategic stability" in the region that constitutes nuclear and missile restraint, conventional balance and conflict resolution, Khan said.

"We covered some ground in June this year in New Delhi and we want to build on this momentum and elaborate some concrete CBMs," Khan said. The first round of talks on nuclear issues was held in New Delhi in June where both reiterated a 1999 agreement that neither country would conduct another nuclear test "unless, in exercise of national sovereignty, it decides that extraordinary events have jeopardised its supreme interests."

US wants to be bigger supplier of arms to India

'India an aspiring world power, unlike Pakistan'

Agencies
New Delhi, December 13

SEEKING TO play down India's concern over supply of arms to Pakistan, the US today said it would like to be a "bigger supplier" of weaponry to New Delhi.

It also dismissed New Delhi's apprehension that the US move would have a negative impact on bilateral ties, as well as on the Indo-Pak dialogue process.

"The US Administration is deeply sensitive to India's views on these matters", US Ambassador David Mulford told a group of reporters here when asked about New Delhi's concerns over the defence supplies that could adversely affect the positive sentiments for the US in India.

The US, he said, hoped that a "bigger relationship" with India could be created. "We'd like to be a bigger supplier of military equipment and weapons to India", he said.

India had said the US move could have a negative impact on the composite dialogue with Pakistan and cautioned that it could set off an arms race in the region. "I don't see why it should have a negative impact on the dialogue", Mulford said, observing, "None of these things is particularly significant in the overall military relationship between the two countries". The US envoy was, however, non-committal on supporting India's candidacy for a permanent membership of an enlarged UN Security Council.

Washington was reflecting on the report of the committee set up by UN Secretary-General Kofi Annan on UN reforms and was awaiting a refined report from the UN chief by March, he said, contending it was a "very complex area" and that the US would be "extremely careful" in enunciating its policy.

Emphasising that no decision had been taken on the supply of F-16 fighter aircraft to Pakistan, Mulford termed as "purely hypothetical" speculation in this respect. Referring to the recent visit here of US Defence Secretary Donald Rumsfeld, he said it reflected the importance the US and President George W. Bush attached to strategic relations with India.

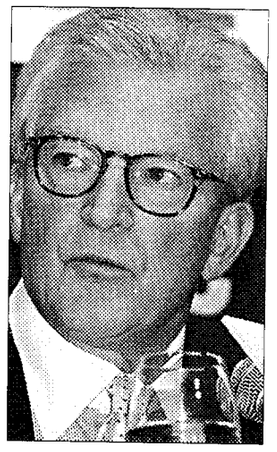

David Mulford
Fine balance

Describing India as an "emerging power, a regional power and a world power with which we want a growing relationship", he said, "We have a free-standing bilateral relationship with India, which has its own vision of the future. This is a very, very important relationship".

Mulford said that, with Pakistan, there was a different vision since it did not fall in the same category of a regional and aspiring world power. "It's important to view these relationships each in their own context. It's important for the two countries not at all times to view developments through the prism of the other relationship", he said, emphasising, "We're sensitive to those sensitivites. It's very important to de-hyphenate the relationship".

Costs and the issue of reliability were factors that were coming in the way of stepping up a Indo-US defence relationship, he indicated, explaining that the 1998 US sanctions had led to concerns apprehensions over America being a reliable supplier. While the US Administration has a policy, the American Congress can, on its own, take decisions like imposing sanctions. He, however, felt that such concerns were "greatly overblown".

Pranab blasts Rumsfeld for Pak arms connection

Our Political Bureau
NEW DELHI 12 DECEMBER

NOTWITHSTANDING US bid to pacify New Delhi's concerns on supply of $1.2 billion worth of weapons systems to Pakistan, India has squarely said it was unconvinced of Washington's argument that the equipment is to tackle the al-Qaeda and other terrorist groups. According to agency reports, defence minister Pranab Mukherjee rubbished the American reasoning on Sunday that was given to him by the US defence secretary Donald Rumsfeld here last week. "The argument given is that weapons are being given to contain terrorist groups like al-Qaeda and Taliban but it does not stand," he told reporters in Bhubneshwar, where he had gone to dedicate a martyr's memorial.

The open disapproval expressed by New Delhi clearly means that Mr Rumsfeld's damage control visit last week has failed to cut any ice with the Indian leadership. It obviously views the Pentagon notification on November 16 to provide Pakistan with eight P3C Orion surveillance aircraft, Phalanx close-in weapons systems and TOW-2A anti-armour guided missiles in the context of upsetting the balance arms in the subcontinent.

"Nobody uses F-16 planes an other weapons meant for big wa to fight terrorists," Mr Mukherje said, adding that he along wit Prime Minister Manmohan Sing and external affairs minister K Natwar Singh had impressed upo the US defence secretary tha weapons should not be given t Pakistan at this juncture whe Indo-Pak talks were at a delicat stage. The Indian stand was als made evident in Parliament a da before Mr Rumsfeld's visit whe Mr Natwar Singh told the Lok Sab ha that India would take steps t bolster its preparedness if US went ahead with its proposed supply o F-16 planes to Pakistan.

13 DEC 2004 The Economic Times

রামসফেল্ডকেও তথ্য দিল দিল্লি

নাশকতার চেষ্টা বাড়াচ্ছে আইএসআই

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

১২ ডিসেম্বর: এক দিকে যখন বিভিন্ন স্তরে ঘন ঘন ভারত-পাক শান্তি-আলোচনা চলছে, তখনই কাশ্মীর-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই নাশকতার চেষ্টা বাড়িয়ে চলছে বলে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের কাছে অভিযোগ জানাল ভারত। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের হাতে এসেছে ভারতীয় গোয়েন্দাবাহিনীর বিশদ রিপোর্ট। সেখানে এই নাশকতার ছকের কথা সবিস্তার বলা হয়েছে। এই খবরই পেয়ে নয়াদিল্লির তরফে রামসফেল্ডের কাছে পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী তৎপরতার বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, পাকিস্তানের মাটিতে সক্রিয় ভারত-বিরোধী জেহাদিদের দমনের ব্যাপারে আমেরিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের আর্জিও জানানো হয়েছে।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অমৃতসরে ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জে এন দীক্ষিত ও পাকিস্তানের নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক আজিজের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দু'জনের 'ট্র্যাক টু' কূটনীতিতে যথেষ্ট আস্থা রেখেও গোয়েন্দা-রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরে দিল্লি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখনই এই বৈঠক হবে না। তবে পরমাণু ও প্রচলিত অস্ত্র নিয়ে তিন দিনের আস্থাবর্ধক বৈঠক মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে।

আই এস আইয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশ্য গোয়েন্দারা প্রাত্যহিক রিপোর্ট শুধু প্রধানমন্ত্রীকেই নয়, প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলকেও দিচ্ছেন। লালকৃষ্ণ আডবাণী যখন উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখনও গোয়েন্দা কর্তা কে পি সিংহ এই কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট দিতেন। বর্তমান গোয়েন্দা-প্রধান অজিত দোভালের রিপোর্টও বলছে, মনমোহন জমানার প্রথম ছ'মাস কেটে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে, ছবিটা শুধু বদলায়নি তাই নয়, উল্টে ছ'মাসে ভারত সরকারের কঠোর ও 'ধীরে চলো' নীতির জন্য এই কার্যকলাপ আরও প্রসারিত হয়েছে। তবে তখন আডবাণী আই এস আই কার্যকলাপ নিয়ে সরব ছিলেন, এমনকী শ্বেতপত্র প্রকাশের কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু মনমোহন-প্রণব-নটবর সমস্ত তথ্য গোয়েন্দাস্তরের মাধ্যমেই আমেরিকার কানে পৌঁছে দিচ্ছেন। তবে প্রকাশ্যে তাঁরা এ ব্যাপারে মুখ খুলছেন না।

করমর্দনের সঙ্গে রয়েছে প্রত্যাশাও। রামসফেল্ড ও মনমোহন।

প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আগামী বছর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ ভারত-সফরে আসতে পারেন। তখন তিনি ইসলামাবাদও যাবেন। কূটনীতিক শিবিরের আশা, এই সফরে ভারত-পাক জটিলতার জট ছাড়ানো কিছুটা হলেও সম্ভব হতে পারে।

সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব রামসফেল্ডকে মনমোহন সরকার বেশ কিছু তথ্য জানিয়ে দিয়েছে। এগুলি হল—

● আমেরিকা পাকিস্তানকে নানা বিষয়ে সমর্থন জানালেও ভারতের তাতে আপত্তি নেই। পাকিস্তানের 'জিও-স্ট্র্যাটেজিক' গুরুত্ব ভারতের কাছে খুবই স্পষ্ট। আল কায়দা-বিরোধী অভিযানে পাকিস্তানকে কাজে লাগাতে তৎপর আমেরিকা। এই জন্য পাকিস্তানের উপর থেকে আর্থিক নিষেধাজ্ঞাগুলিও প্রত্যাহার করছে ওয়াশিংটন। এ নিয়েও দিল্লির কোনও আপত্তি নেই। যদিও পাকিস্তানে আমেরিকার এফ-১৬ বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত অসন্তোষ গোপন করেনি। রবিবার ভুবনেশ্বরে প্রণববাবু আবার বলেন, আল কায়দা ও তালিবান দমনের জন্য এফ-১৬ বিমানের প্রয়োজন, এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। আমেরিকা যদি পাকিস্তানকে এফ-১৬ যুদ্ধ বিমান দেয় তা হলে ভারত-পাক শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রণববাবু বলেন, "এফ-১৬-র মতো উঁচু মানের যুদ্ধ বিমান কেউ জঙ্গি দমনের কাজে ব্যবহার করে না। রামসফেল্ড যখন দিল্লি এসেছিলেন তখন আমি, প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ প্রত্যেকেই তাঁকে বলেছি, এই অবস্থায় পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়া উচিত হবে না।"

● কিন্তু ভারত যখন শান্তি-প্রক্রিয়ায় আন্তরিক, শীঘ্রই বিদেশসচিব স্তরে আলোচনা শুরু হচ্ছে, তখন পাকিস্তান কেন ভারত-বিরোধী নাশকতা চালাচ্ছে? শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আমেরিকার উচিত অবিলম্বে এ ব্যাপারে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী আডবাণীও ওই একই দাবি আমেরিকার কাছে পেশ করেছিলেন।

● ভারতে পাক-নাশকতা দমনে নিরাপত্তা বাহিনী যথোচিত ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানে ভারত-বিরোধী জেহাদিদের দমন করার কাজটি পারভেজ মুশারফকেই করতে হবে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্টেও বলা হচ্ছে যে আজ এই সব জেহাদি গোষ্ঠীর উপর পারভেজ মুশারফেরও যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই ভারত আমেরিকার উপর চাপ দিয়ে এ ব্যাপারে পাকিস্তানকে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করতে চাইছে। মার্কিন কমান্ডোবাহিনী যদি আল কায়দাকে দমন করার অভিযানে সক্রিয় হয়, তবে ভারত-বিরোধী জৈশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার বিরুদ্ধেও তারা সক্রিয় হতে পারে পাকিস্তানে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন ফেব্রুয়ারি বা মার্চে। সেখানেও এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত কথা হবে। এর আগেও আমেরিকা প্রণববাবুকে আহ্বান জানিয়েছিল সৌদি আরব সংলগ্ন আরব সাগরে রাখা মার্কিন যুদ্ধজাহাজে। রামসফেল্ড সেই যুদ্ধজাহাজে বৈঠক করতে চান প্রণববাবুর সঙ্গে। সে প্রস্তাব প্রণববাবু খারিজ করে দেন। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ ছিল। আর সে সময় প্রণববাবু ছিলেন ইন্দিরা গাঁধীর মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয় ব্যক্তি। এখন তাই আমেরিকা সম্পর্কে কখনও উচ্ছ্বসিত হন না, এমন নেতা প্রণববাবুকে আমেরিকা নিয়ে গিয়ে বোঝাতে বুশ প্রশাসন উৎসাহী।

নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট বৈঠকে মনমোহন-নটবর-প্রণব-শিবরাজ-দীক্ষিত ও নারায়ণন এক জোট হয়ে পাকিস্তান ও আমেরিকা সম্পর্কে এক ঐকমত্য গড়ে তুলেছেন। বিগত বাজপেয়ী জমানায় শীর্ষস্তরে এই ঐকমত্য ছিল না। শীর্ষ স্তরে মতপার্থক্য না থাকায় আমেরিকার সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি। দিল্লিও এখন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পাকিস্তান নিয়ে আমেরিকার উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে।

13 DEC 2004 ANADABAZAR PATRIKA

এফ-১৬ নিয়ে দিল্লির উদ্বেগকে গুরুত্ব দিচ্ছেন রামসফেল্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: ইসলামাবাদকে এফ-১৬-সহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ভারত-পাক শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে বলে আমেরিকার কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করল নয়াদিল্লি।

সফররত মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ডের সঙ্গে বৈঠকের পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "আমি ওঁকে বলেছি, শান্তি-আলোচনার সময়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ ভুল সঙ্কেত পাঠাতে পারে।" প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, ভারতের যাবতীয় উদ্বেগ ওয়াশিংটন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে বলে রামসফেল্ড আশ্বাস দিয়েছেন।

নবনির্বাচিত মার্কিন সরকারের শীর্ষ স্তরের কোনও প্রতিনিধির এটাই প্রথম ভারত সফর। প্রথম সুযোগে মনমোহন সিংহের নতুন সরকারও মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 'সাহায্যের প্রতিদানে' পাকিস্তানকে ঢালাও অস্ত্রসাহায্য কোনও মতেই মেনে নেবে না ভারত। কারণ, ভারত-পাক শান্তি-আলোচনা এখন 'স্পর্শকাতর স্তরে' রয়েছে এবং তার পরিবেশও ঠিক রয়েছে। আজ সকালে রামসফেল্ডের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, "আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা নতুন বুশ প্রশাসনের সঙ্গে পরিচয় সেরে নিলাম।" রামসফেল্ডও বলেছেন, "খুব ভাল আলোচনা হয়েছে। আগামী দিনে আমরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্ত করে বাঁধতে চাই।"

কেন্দ্র মূলত দু'টি যুক্তি দেখিয়ে পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র বিক্রির বিরোধিতা করেছে। প্রণববাবুর বক্তব্য:

● ভারত ও পাকিস্তান শান্তি-আলোচনা চালাচ্ছে, জম্মু কাশ্মীর থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হয়েছে, সীমান্তে সংঘর্ষ-বিরতি চলছে। এই অবস্থায় পাকিস্তানকে অত্যাধুনিক অস্ত্র দিলে শান্তির প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। ● পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। কিন্তু আমেরিকা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাকিস্তানকে সহযোগী বলে মনে করে। তবুও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তে তো এত আধুনিক অস্ত্র লাগে না। এই সব অস্ত্র ব্যবহার হয় প্রথাগত যুদ্ধে।

সুতরাং দিল্লির কাছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের 'পুরস্কার' হিসাবে এফ-১৬ বা পি-৩-সি অরিয়ন যুদ্ধবিমান দেওয়ার অর্থ পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী প্রস্তুতিকেই সমৃদ্ধ করা। ভারতের উদ্বেগ, এর ফলে উপমহাদেশে অস্ত্র-দৌড় আরম্ভ হতে পারে। তা ছাড়া, প্যাট্রিয়ট, 'ডিপ সি রেসকিউ ভেহিকল' প্রভৃতি বেশ কয়েকটি আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের আলোচনা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অথচ পাকিস্তান সামরিক সরঞ্জাম পেয়ে যাচ্ছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, "দু'পক্ষই পাকিস্তানের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছে। প্রেসিডেন্ট বুশের আমল থেকে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে এবং এখন ভারত আমেরিকাকে কৌশলগত সহযোগী বলে মনে করে।"

প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জে এন দীক্ষিতের সঙ্গেও বৈঠক হয় রামসফেল্ডের। আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে ভারতের ভূমিকা নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন রামসফেল্ড।

DEC 2001
ANADABAZAR PATRIKA

ARMS SUPPLIES TO PAKISTAN

India conveys concern to U.S.

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, DEC. 9. India today expressed "concern" to the visiting United States Defence Secretary, Donald Rumsfeld, about the "repercussions" of U.S. arms supplies to Pakistan on the ongoing dialogue between New Delhi and Islamabad.

Mr. Rumsfeld, in turn, said that the U.S. understood Indian "sensitivities" in this regard and would remain continually in touch. The U.S. did not envisage relations with India and Pakistan as a zero-sum game and it wanted to have good relations with both the countries, he added.

Briefing the media on the meetings Mr. Rumsfeld had with the Prime Minister, Manmohan Singh, the External Affairs Minster, Natwar Singh, and the Defence Minister, Pranab Mukherjee, the Government said: "These arms sales could impact on the positive sentiment and goodwill for the U.S. in India."

The Pentagon notified the U.S. Congress on November 16 of its intention to provide Pakistan eight P-3C surveillance aircraft, Phalanx Close-in Weapons Systems and TOW-2A anti-armour guided missiles in all worth $1.2 billion.

Sharing perspectives on "their respective ties" with Pakistan, the External Affairs Ministry spokesman stressed that "it was noted that India-U.S. relations had seen significant transformation during President Bush's first term and that U.S. was now perceived as a strategic partner."

Significant impetus

"We attach importance to the visit of Secretary Rumsfeld. This is the first visit at the Cabinet level after the re-election of President George Bush. As you know, defence cooperation has imparted a significant impetus to the emerging Indo-U.S. strategic partnership.

"The role played by the Department of Defence in the growth of our bilateral ties was recognised during the discussions today. It was also noted that India cherishes its relations that are based on our shared belief in democracy. During the discussions, considerable emphasis was also laid on the maintenance of the strategic focus of our bilateral relationship," he said.

Another report on Page 11

THE HINDU 10 DEC 2004

রামসফেল্ডকে এফ-১৬ নিয়ে আপত্তি স্পষ্টই জানাবে দিল্লি

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় ছাপিয়ে এফ-১৬ নিয়েই মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ডের সঙ্গে আলোচনা চালাবে ভারত। আজই ভারত সফরে দিল্লি এসে পৌঁছেছেন রামসফেল্ড। পাকিস্তানকে আমেরিকা যে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ফক্সট্রট-১৬ বেচতে চায়, সে ব্যাপারে দিল্লির আপত্তি স্পষ্ট ভাবে রামসফেল্ডকে জানিয়ে দেওয়া হবে আগামী কালের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলিতে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় আজ বলেছেন, "এফ-১৬ নিয়ে কথা না-ওঠার তো কোনও কারণ নেই। আমরা অবশ্যই পাকিস্তানকে এই বিমান বিক্রির বিরোধিতা করছি।' রামসফেল্ড দিল্লিতে নামার কয়েক ঘণ্টা আগে লোকসভায় বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহও বলেন, "নয়াদিল্লি ইতিমধ্যেই মার্কিন প্রশাসনকে জানিয়েছে, যখন ভারত-পাক আলোচনা স্পর্শকাতর জায়গায় রয়েছে, তখন ইসলামাবাদকে অস্ত্র সরবরাহ ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নতুন বরাতের এফ-১৬ পরমাণু ক্ষেপনাস্ত্র বহন করতে পারে বলে এখন ভারত আরও উদ্বিগ্ন।

এফ-১৬ নিয়ে বিতণ্ডা থাকলেও দিল্লি রামসফেল্ডের এই সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে। নবনির্বাচিত মার্কিন সরকারের শীর্ষ স্তরের প্রতিনিধি হিসাবে প্রথম ভারতে এলেন রামসফেল্ড। কাল তিনি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ প্রমুখের সঙ্গে বৈঠক করবেন। প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রতিনিধি স্তরের বৈঠকও হবে দু'দেশের মধ্যে। উন্নত মানের পি এ সি-৩ সংস্করণের প্যাট্রিয়ট পাওয়ার জন্য জোরালো দাবি তুলবে ভারত। 'ডিপ সি রেসকিউ ভেহিকল'ও আলোচ্যসূচিতে থাকছে, তবে সম্ভবত এখনই চূড়ান্ত ফয়সালা হবে না। প্রণববাবু বলেছেন, "এগুলি নিয়ে আরও কথা হবে।"

এফ-১৬ সংক্রান্ত আপত্তি প্রসঙ্গে প্রণববাবুর বক্তব্য, "পাকিস্তান বেশি অস্ত্র পেলে আমাদেরও অস্ত্র বাড়াতে হবে। কিন্তু এটাও প্রশ্ন যে, আমরা কি অস্ত্র-দৌড়ই চালিয়ে যাব? না কি ওই টাকা উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করব?" নটবরও বলেছেন, "পাকিস্তানকে আমেরিকা অস্ত্র সরবরাহ করলে ভারতও উপযুক্ত প্রস্তুতি নেবে।"

09 DEC 2004 ANADABAZAR PATRIKA

Rumsfeld coming today

Statesman News Service

NEW DELHI, Dec. 7. — The United States' Defence Secretary Mr Donald Rumsfeld arrives here tomorrow on a brief visit, on his way back from Kabul, where he attended the swearing-in ceremony of President Hamid Karzai. It will be the UPA government's first high-level interaction with the second (George W) Bush administration since the American elections last month.

During his stay in New Delhi, Mr Rumsfeld will meet the Prime Minister, Dr Manmohan Singh, the defence minister, Mr Pranab Mukherjee, and external affairs minister, Mr Natwar Singh. President Bush has been keen to visit India early in his second term and Mr Rumsfeld's visit could pave the way for this. The situation in Iraq and Afghanistan, Indo-Pak issues, including the recent reports about the USA transferring weaponry to Pakistan could figure in the talks.

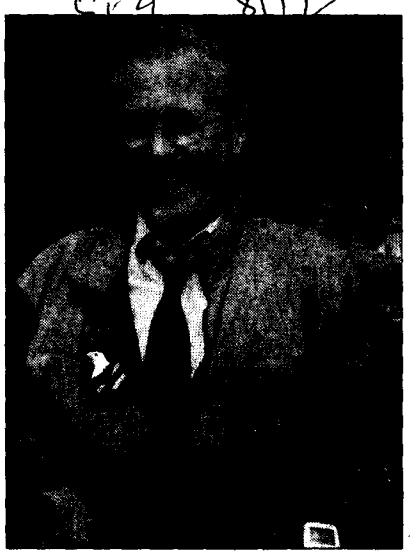

Mr Rumsfeld is the first top Bush administration official to visit India after the 2 November re-election. The Defence Secretary, under flak in the USA for reportedly misjudging the situation in Iraq, will be given a guard of honour before the meetings. His visit comes at a time when the two countries are negotiating on Phase 2 of the Next Steps in Strategic Partnership (NSSP), an initiative aimed at enhancing cooperation in the fields of civilian space and civilian nuclear energy, high-technology trade and missile defence. Mr Rumsfeld has expressed "great satisfaction" at the progress in the military-to-military cooperation between the two countries, and hoped that Indo-US cooperation in defence would be strengthened in the coming days. Describing the relationship between India and the USA as "an important one", he has also hoped that the cooperation in the anti-terror campaign would be further strengthened.

08 DEC 2004 THE STATESMAN

After Putin, Rumsfeld

Vishal Thapar
New Delhi, December 6

US DEFENCE Secretary Donald Rumsfeld will reach New Delhi on December 8 on a very special mission. Although there's no official word on his agenda, he is expected to explain to the Indian leadership Washington's recent decision to supply military equipment worth over a billion dollars to Pakistan, senior officials said.

The US view on the resumption of military supplies to Pakistan is that the equipment being made available was "defensive" in nature and would not in any way endanger India's security. Also, Washington will try to impress upon New Delhi that Pakistan would need these military hardware in its war against terrorism.

The US package for Pakistan includes eight *P3C Orion* long-range maritime reconnaisance aircraft.

Indian Navy chief Admiral Arun Prakash has publicly expressed his opposition to this deal, arguing that it will disturb the balance of power in favour of Pakistan in the region. The *Orions* have the capability of firing *Harpoon* missiles and targetting submarines. So far, the Indian Navy is widely believed to have a clear edge over its Pakistani counterpart.

The Indian side is also expecting Iraq and Afghanistan to feature in the talks with Rumsfeld.

07 DEC 2004 THE HINDUSTAN TIMES

ব্যর্থ ভারত-লবিকে সরিয়ে দিল দিল্লি

সীমা সিরোহি ● ওয়াশিংটন

২১ নভেম্বর: জর্জ বুশ হোয়াইট হাউসে ফিরতে না-ফিরতেই ভারতের জন্য খারাপ খবর। পাকিস্তানের সঙ্গে 'বিশেষ' সম্পর্কের স্বীকৃতি হিসাবে পেন্টাগন ইসলামাবাদকে ৯৭ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করতে চলেছে। চুক্তি এখনও অনুমোদিত নয়, কিন্তু অনুমোদন লাভ স্রেফ সময়ের অপেক্ষা বলেই জানাচ্ছে বুশ প্রশাসন। ইতিমধ্যে ভারতের হয়ে তদ্বির (ভারত-লবি) করতে ব্যর্থতার জন্য 'একিন গাম্প' নামক সংস্থাটিকে সরিয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি।

শুধুমাত্র তদ্বিরকারী সংস্থাকে সরিয়ে দিয়েই অবশ্য থেমে থাকেনি দিল্লি। ভারতের বিদেশসচিব শ্যাম সারন স্বয়ং এসে পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রিতে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে গিয়েছেন। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসাবে সদ্য দায়িত্ব নেওয়া কন্ডোলিজা রাইসের সঙ্গে বৈঠকে সারন বলেছেন, অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত ভারত-মার্কিন সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র নভতেজ সারনা জানিয়েছেন যে, এই ধরনের অস্ত্র বিক্রির ঘটনার ছায়া ভারত-পাক সম্পর্কেও পড়বে বলে শ্যাম সারন মার্কিন কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। নভতেজের কথায়, "বুশের প্রথম দফার শাসনকালে ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ মোড় এসেছে। আমেরিকা ভারতকে তার কৌশলগত মিত্র ঘোষণা করেছে।" অন্য দিকে আমেরিকার তরফ থেকে বলা হয়েছে, তারা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই দেখে।

ভারতের হয়ে তদ্বির করার দায়িত্ব থেকে একিন গাম্পকে এখন অব্যাহতি দেওয়া হলেও তাদের উপরে ক্ষোভ বাড়ছিল বেশ কিছু দিন ধরে। বিশেষ করে, পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার একের পর এক অস্ত্র চুক্তি আটকাতে না-পারায় তাদের উপরে ক্ষুব্ধ এখানকার ভারতীয় দূতাবাস। হাউস অব রিপ্রেজেন্টিটভস্-এ যে পাকিস্তানের লবি তৈরি হচ্ছে, সেই ব্যাপারেও ভারতীয় কূটনীতিকদের আগাম অবহিত করতে পারেনি তারা। কূটনৈতিক সূত্রের খবর, ক্যাপিটল হিলে একিন গাম্পের উপস্থিতি প্রায় চোখেই পড়ত না। এবং এই সূত্র মনে করছে, ছ'মাস আগেই একিন গাম্পকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত ছিল। তা হলে ভারতেরই প্রতি মাসে অন্তত ৫০ হাজার ডলার খরচ বাঁচত।

তদ্বিরকারী সংস্থার উপরে দিল্লি খড়্গহস্ত হয়েছে পাকিস্তানের জন্য সাম্প্রতিকতম অস্ত্র চুক্তির পথ পরিষ্কার হওয়ায়। পাকিস্তানকে এফ-১৬ বিমান দেওয়া হয়েছিল যে-চুক্তির মাধ্যমে, তার বাইরে এই নতুন 'প্যাকেজ'-এর সুবাদে ইসলামাবাদ পাবে আটটি পি-৩সি ওরিয়ন নজরদারি বিমান। এই বিমানের জন্য দিল্লিও ওয়াশিংটনের কাছে তদ্বির করছে। পেন্টাগন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্যাকেজের আওতায় থাকছে পাক নৌবাহিনীর জন্য 'ফ্যালাঙ্কস' র‍্যাপিড ফায়ার গান এবং পাক সেনার জন্য দু'হাজারেরও বেশি 'টাও-২এ' ক্ষেপণাস্ত্র। ৩০ দিনের মধ্যে মার্কিন কংগ্রেস এই প্রস্তাবিত অস্ত্র চুক্তিতে আপত্তি বা সম্মতি জানাতে পারে। তবে কংগ্রেস সূত্রের খবর, হাউস ও সেনেট দুই কক্ষেই যে হেতু এখন রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা, তাই চুক্তি পাশ হতে কোনও অসুবিধা হবে না।

22 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

Weapons supply to Pak to affect ties, India tells USA

Statesman News Service

NEW DELHI, Nov. 19. — The first "act" of the second Bush administration, that of selling sophisticated arms worth $1.2 billion to Pakistan, will adversely affect not only India's relations with the United States, but also the ongoing peace process with Pakistan. India's foreign secretary Mr Shyam Saran, who is in Washington at the moment for a meeting of the India-USA hi-tech group, has conveyed New Delhi's "strong concerns" and "reservations" to the American administration, saying it would "inevitably impact" India-USA relations.

"The decision to supply sophisticated weapons to Pakistan will inevitably impact the positive sentiments and goodwill that have come to characterise Indo-US relations," the external affairs ministry spokesman, Mr Navtej Sarna, said, when asked how the government viewed the massive arms sales. The repercussions of such sales on the ongoing India-Pakistan dialogue, currently poised at "a sensitive juncture", were conveyed to Washington, he said.

Other than going ahead with and agreeing to sell eight Orion surveillance aircraft and related equipment worth $970 million, the USA will supply anti-tank missiles to Pakistan. During the first term of President George Walker Bush's administration, India's relations with the USA saw a significant and positive transformation, with the United States increasingly being perceived in this country as a strategic partner, particularly in terms of shared democratic values, the spokesman said.

Asked about Washington's response to India's concerns, the spokesman said American officials had conveyed that the USA valued its relationship with India and recalled President Bush's personal commitment to taking it forward.

As far as India-Pakistan relations were concerned, while the USA had an arms supply relationship with Pakistan, it was supportive of the Indo-Pak dialogue, they said. Mr Saran conveyed New Delhi's concerns during his meetings with the National Security Adviser and Secretary of State-designate, Dr Condolezza Rice.

George on Pak troops

In Gulbarga, former defence minister Mr George Fernandes today said that Pakistan should reciprocate India's gesture of reducing troops in Jammu and Kashmir by reducing its troops on the border with India. "No purpose will be served if India alone reduces troops," he said.

20 NOV 2004 THE STATESMAN

India and the US need each other more than many would think or prefer

Democracies attract

BY K. SUBRAHMANYAM

GEORGE BUSH has been elected for his second term with the highest number of votes polled in US history. While he may have been the most unpopular US president outside his country, his mandate from the American people is stunning. Even as the rest of the world has to learn to adjust itself to another four years of his presidency, India's prime minister, in his congratulatory message to him, has said, "Our shared vision and common values provide an enduring base for our relations. India and the United States together and in partnership based on trust and mutual confidence can make a positive difference on issues of global significance in this century."

This sentiment would indicate that after his meeting with President Bush in New York in September and through his dealing with the Bush administration for nearly six months, Manmohan Singh has concluded that Indo-US cooperation will not only be mutually beneficial but will also contribute to a positive difference on issues of global significance in this century. Since this view is likely to be disputed by significant sections of public opinion, the PM would do well to educate the political class of this country and particularly his own bureaucracy.

An analysis of the history of the last 60 years since the end of World War II would tend to support the stand the PM has adopted *vis-a-vis* the US. In the first 25 years after World War II, the US concentrated on rebuilding Western Europe and Japan in its own strategic interests. In the next 25 years, the US, again in its own strategic interests, focused on developing the economies of China and East Asian countries. Manmohan Singh is pointing out to the US that its present strategic interests — spreading democracy in greater West Asia and sustaining itself as the pre-eminent technological power, developments which will contribute to a positive difference on issues of global significance — would need much closer Indo-US cooperation than obtained in the last 60 years.

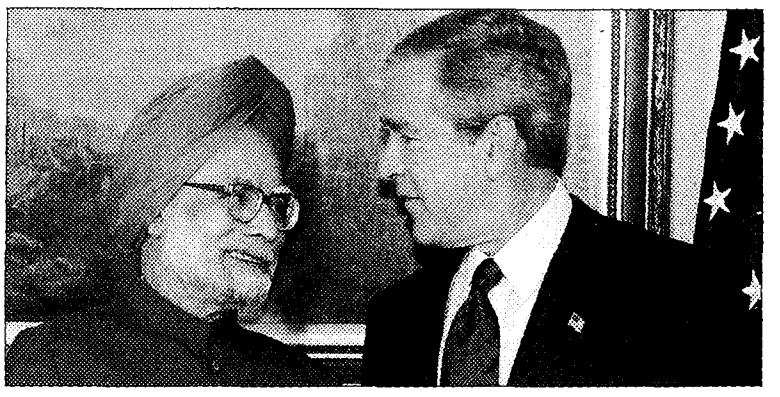

SHARING A GLOBAL PLATFORM: Manmohan Singh with George W. Bush

India and the US are partners in the war against global terrorism. Though it was not appreciated by the Clinton administration at that time, intelligence available in the last three years make clear the linkages between al-Qaeda, the Taliban, Pakistan's ISI and terrorism in Kashmir. This region has been the epicentre of the biggest nuclear proliferation efforts. This region has also been one of the ideological centres for Islamic extremist thought. Yet democratic India, with the second-largest Muslim population, has been free of the al-Qaeda infection.

Though there are major differences between the US and India on the war initiated against Iraq and the way the US has pursued its non-proliferation efforts, there can be no doubt that a major military setback to the US in Iraq or its non-proliferation effort is not in the Indian interests. Irrespective of blunders committed by the US, stabilisation of Iraq and its rejoining the international mainstream as a democratic nation are in India's national interest. So the PM has indicated that India would be ready to contribute to the electoral process early next year.

It is in the interest of the US to have India's market expand, for India to be a readily available outsourcing entity, and for India to be an alternative manufacturing hub to China. The future is not likely to see military conflicts among the major powers, such as the US, the EU, China, Japan, Russia and India, but mostly economic and technological rivalries. India provides opportunities for investment, enhancement of US competitiveness through outsourcing and expansion of market. Given the nature and source of terrorism and WMD proliferation, India is an ideal partner for the US irrespective of current tactical compulsions on the US in respect of Pakistan.

In helping to rebuild Western Europe and Japan and to industrialise China, these countries have not become colonies of US multinationals. In the Eighties, there was fear of Japan emerging as a challenger to the US. Today an expanding EU means that the euro is posing a challenge to the dollar. China, absorbing more and more FDI, hopes to overtake the US economy in overall size by the middle of the century. Those who express fears about India coming under US domination because of accelerating economic cooperation are victims of outdated concepts of a bygone era.

George Bush and his neo-conservatives, by invading Iraq, have proved to the world the limitations of US military power. The superpower is having difficulties in effectively occupying and stabilising a middle-sized country like Iraq. Therefore, there is need to re-evaluate the capability and utility of US military power. There are real limitations on what the US neo-cons can do. Already there is a lot of rethinking in the US on the cost of the Iraq war and its consequences for the US economy. Even if stabilisation of Iraq is achieved, elections are held and a Shia majority government takes over power in Baghdad, it will not be the end of the war against terrorism or proliferation of WMD in West Asia. It is quite likely that at that stage the US would have to seek the help of the EU, Russia and India in tasks not involving the direct use of military force. India gets its oil from that region and millions of Indians are employed there. So India just cannot walk away.

In his address to the Hindustan Times Leadership Initiative conference, the prime minister referred to help rendered by many developed economies to the so-called economies in transition (former Soviet bloc countries) to make the transition from centrally planned economies to open market economies. He said the experience of a democracy like ours can be of some help in enabling 'societies in transition' to evolve into open, inclusive, plural, democratic societies. One wonders whether he had in mind West Asian societies and was offering to cooperate with the US and the EU in helping those nations waiting to be transformed into democracies.

Jawaharlal Nehru propagated his ideas through debates in Parliament, addresses to public gatherings and through his letters to the chief ministers. Unfortunately, our Parliament does not function these days in the dignified manner it used to in the Fifties. Security considerations and increased workload have imposed severe restrictions on the time the PM can spend on public meetings. Still, the PM has to devise new ways and means of conveying his world view to carry the political class and bureaucracy with him.

15 NOV 2004 THE HINDUSTAN TIMES

পাওয়েলের মন্তব্যে বিপাকে বিজেপি, আক্রমণ যশোবন্তের

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর: এতদিনের অবস্থান পাল্টে আজ আমেরিকাকে প্রবল আক্রমণ করল বিজেপি। দলের নেতাদের মধ্যে যিনি সব সময় আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার পক্ষে সেই প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহই আজ আমেরিকাকে তুলোধোনা করলেন। মার্কিন বিদেশসচিবকে মিথ্যাবাদী বলা থেকে শুরু করে বুশ প্রশাসনকে অকর্মণ্য পর্যন্ত বলেছেন যশোবন্ত।

বিজেপি-র এই আমেরিকা-বিরোধী মনোভাব নেওয়ার পিছনে রয়েছে কলিন পাওয়েলের সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার। সেখানে তিনি দাবি করেছেন, আমেরিকার মধ্যস্থতাতেই পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপ্রয়াস শুরু করে ভারত। তিনিই অটলবিহারী বাজপেয়ী ও মির জাফারুল্লা খান জামালির মধ্যে ফোনে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেন। বাজপেয়ীর সঙ্গে এ নিয়ে ফোনে কথাও হয় বলে জানিয়েছেন পাওয়েল। তাঁর এই মন্তব্যে এনডিএ সরকার আমেরিকার কথামতোই চলেছে বলে মনে হতে পারে। আর তাতেই ক্ষুব্ধ বিজেপি যশোবন্তকে দিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে আমেরিকার বিরুদ্ধে।

আজ যশোবন্তের পাল্টা দাবি, "পাওয়েল যা বলেছেন তা বানানো। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বাজপেয়ীর সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়নি। সাড়ে চার বছর বিদেশমন্ত্রী থাকার সুবাদে জানি কী হয়েছে আর কী হয়নি। ইরাকের কাছে পরমাণু অস্ত্র থাকার বিষয়ে আমেরিকার দাবি যেমন মনগড়া ছিল, বাজপেয়ীর সঙ্গে পাওয়েলের টেলিফোন সংলাপও ঠিক সে রকমই মনগড়া। আমি জানতাম না, বিদেশনীতি রচনা করা ছাড়া মার্কিন বিদেশ দফতর এখন একটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে পরিণত হয়েছে।" ক্ষমতায় থাকার সময় আমেরিকার কাছাকাছি আসার নীতি নিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু এখনই ফের ক্ষমতায় ফিরে আসা আর সম্ভব নয় দেখেই বিজেপি এই ভাবে আমেরিকার সমালোচনা করছে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের। বিজেপি নেতারাই বলছেন, পাঁচ বছর বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকার প্রস্তুতি দল নিয়ে ফেলেছে। বিরোধী আসনে থেকেই এই ধরনের সমালোচনা সম্ভব।

আমেরিকার মধ্যস্থতার দাবি উড়িয়ে দিয়ে যশোবন্ত বলেন, "এন ডি এ সরকার ভেবেচিন্তে পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপ্রয়াস শুরু করেছিল। তাতে আমেরিকার ভূমিকা ছিল না।" পাওয়েলের দ্বিতীয় দাবিটি হল, দু'বছর আগে আমেরিকাই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হতে দেয়নি। কারণ, তা পরমাণু যুদ্ধের চেহারা নিতে পারত। যশোবন্তের জবাব, ২০০১-এর ডিসেম্বরে সংসদ আক্রান্ত হয়। তার পরে সীমান্তে সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। ২০০২ সালের অক্টোবরে তা প্রত্যাহার করা হয়। পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা পাওয়েলের কল্পনাপ্রসূত।

পাওয়েলের সাক্ষাৎকার প্রথমে প্রকাশিত হয় মার্কিন পত্রিকায়। পরে তা দেশের কিছু পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপি যখন জাতীয়তাবাদকেই প্রচারের প্রধান হাতিয়ার করার কথা ভাবছে ঠিক তখনই পাওয়েলের উক্তি বিজেপি-কে বেশ বেকায়দায় ফেলেছে। আমেরিকার সমালোচনার পাশাপাশি ইউ পি এ-রও কড়া সমালোচনা করেন যশোবন্ত। এই সরকার জাতীয় স্বার্থ দেখছে না বলে অভিযোগ করে তাঁর প্রশ্ন, মনমোহন সরকার কেন এত তড়িঘড়ি কৌশলগত অংশীদারীর চুক্তি সই করল।

27 OCT 2004

Vajpayee, who?

The man who put India in US poll map

Campaigning during the 2000 US presidential elections, George Bush couldn't quite remember who India's Prime Minister was. He also called the people of Greece Grecians. English is still Greek sometimes to President Bush but India is no longer a strange country to him. Or to John Kerry. One of the significant aspects of 2004's campaign, from India's point of view, is that whoever sits in the Oval Office next January will do so without the luxury of remaining ignorant of the world's second most populous nation and one of the fastest growing economies. Much of the credit for that goes to the Prime Minister whose name Bush couldn't recall. Atal Behari Vajpayee transformed US-India relations and did this despite authorising India's second nuclear test. Partly because in the world of realpolitik, Pokhran-II made the West take India seriously. And partly because he put Jaswant Singh on a mission to explain India's rationale to America. The Jaswant Singh-Strobe Talbott talks were the foundations on which President Bill Clinton's interest in this country was built. It survived the Bush administration's monomania with the "war or terror", in which India was denied the role it deserved, having been a victim of terrorism itself. Cleverly, the Vajpayee administration stayed away from the Iraq controversy. But neither did Vajpayee give in on the question of sending troops to Iraq. Most notably, however, Vajpayee's administration sold India's economic potential with a sleekness not found in any previous government. By the time Vajpayee lost power, he had put India on America's world map. Which is why Kerry, in a recent interview, sounded as if he has been briefed by India's foreign ministry. The Democratic challenger criticised the Bush White House for treating India and Pakistan as equals, for, thereby, not advancing Indo-US relations, for not making a clearer case that India is a victim of terrorism. It had been conventional wisdom in India that a Kerry administration will be problematic because Democrats tend to be more preachy on issues like non-proliferation. But Kerry may not prove to be an irritant after all.

The question is will India's new government be? Manmohan Singh's US visit went off rather well. But nothing much was at stake in the visit. When big ticket issues — trade, terrorism cooperation, help in Iraq at some future date — come up, the Congress will have to be pragmatic and not prickly and it will have to tell the Left to take a hike. There's a big question mark on whether this can be achieved. If it's not, American presidential candidates will still remember India's Prime Minister's name — but for the wrong reasons.

STATESMAN 19 OCT 2004

America offers India Patriot missile shield

Saurabh Shukla
New Delhi, October 15

IN FURTHER indication that the Indo-US strategic partnership is flowering, Washington has offered Delhi the Patriot advanced-capability missile defence system, also known as PAC III. US officials made the offer during talks on the sidelines of the UN General Assembly, sources revealed.

The sale, however, may be linked to New Delhi getting on board the American National Missile Defence (NMD) system as the PAC III can be integrated into a broader NMD framework.

The missile system, each priced at $90 million, is manufactured by the Raytheon Corporation of the US and was given to Israel in 2003. The system was used during Operation Desert Storm and deployed by Israel and Saudi Arabia, though with limited success.

PAC III can give India a deterrent against Pakistani and Chinese attack aircraft and ballistic missiles. It can also beat off an accidentally launched missile.

India is not averse to installing such a system but has not yet made a firm decision on the US offer. One reason for this is: New Delhi is also considering the Israeli-made Arrow anti-ballistic system. "Buying a weapons system is a long procedure. We are still talking to them. But they have made a sale offer," a senior official said.

Also, though the US side has made its presentations to the Indian armed forces, an actual sale will need a US congressional nod. Any sale of US defence equipment worth over $14 million requires Congress approval. While Congress can clear it without a discussion, it may call for a hearing on the deal.

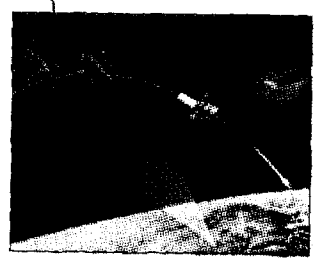

Buffer in the sky

Use The $90m Patriot is an air defence system that can defeat both attack aircraft and missiles

Track record Given to Israel in 2003. Earlier used with mixed success in the 1991 Gulf war, deployed by Israel and Saudi Arabia

Components A phased array radar, an engagement control station and up to 8 launchers each of which holds 4 ready-to-fire missiles

Deal sealed? No. India is also considering the Israeli Arrow anti-ballistic system

If the sale goes through, PAC III will vastly enhance India's air defence capabilities, especially relating to missiles, including nuclear-capable ballistic missiles.

Apart from PAC III, the US has also offered Perry-class frigates and Sea Hawk choppers to the Indian Navy. Last year, it gave India two fire-finder battery radars out of the 12 it had promised.

The Patriot offer comes with an assurance that the US would like an all-weather defence relationship with India and that the next step in the strategic partnership, to be unveiled by January, would put defence co-operation on a firmer footing.

THE HINDUSTAN TIMES 16 OCT 2004

বিমা, টেলিকম, বিমানে বিদেশি লগ্নি বাড়াতে বুদ্ধেরই দ্বারস্থ মার্কিন সংস্থা

স্টাফ রিপোর্টার: বিমা, টেলিকম এবং বিমান পরিবহণে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মাত্রা বাড়ানোর জন্য এ বার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাহায্য চাইলেন মার্কিন লগ্নিকারীদের ভারতীয় প্রতিনিধিরা।

এই প্রশ্নে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বুদ্ধবাবুকে মঙ্গলবার মহাকরণে এক বৈঠকে মার্কিন সংস্থাগুলির সংগঠন অ্যামচ্যামের কর্তারা যে-অনুরোধ করেছেন, তা সি পি এমের রাজনৈতিক অবস্থানের ঠিক বিপরীত। নিজের দল যার বিরুদ্ধে সরব, সেই দাবি রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে না-পারলেও মার্কিন বিনিয়োগকে খোলা মনে স্বাগত জানাতে অন্তত তিনি এবং তাঁর রাজ্য যে তৈরি, সংগঠনের সদস্যদের তা পরিষ্কার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ দিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, বাইরে সাংবাদিকদের কাছে তার পুনরাবৃত্তি করে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন বলেন, জাতীয় স্তরে বিদেশি লগ্নি নিয়ে বিতর্ক চালু থাকলেও রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। বামপন্থীদের সংস্কার-দর্শন অধ্যয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি অব কমার্স কেনেথ জাস্টারের সফরের এক দিন আগে বুদ্ধবাবুর এই বার্তা তাঁর নিজের সংস্কারপন্থী ভাবমূর্তিই উজ্জ্বলতর করবে বলে ধারণা অ্যামচ্যামের সদস্যদের।

এ দিন ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠকের পরে অ্যামচ্যামের চেয়ারম্যান সুনীল মেটা ও কলকাতায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল জর্জ সিবলি এক সুরে জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের মাটি যে মার্কিন লগ্নির জন্য উন্মুক্ত, বুদ্ধবাবু সেই ব্যাপারে তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি যে মুক্তমনা, জাস্টারের সফরের এক দিন আগে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে অ্যামচ্যামের মঞ্চটি ব্যবহার করেছেন বুদ্ধবাবু।

সুনীল মেটা এ দিন মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে ঘিরে (সি পি এমের মনে) যে-ধারণা তৈরি হয়েছে, তা ভ্রান্ত। আর তার অবসান ঘটাতে তাঁর এবং কেন্দ্রে অন্য (বামপন্থী) সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা চান তাঁরা। বৈঠকের আগাগোড়াই এই সুর ধরে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ নিয়ে জোর সওয়াল করেন মার্কিন বিমা বহুজাতিক এ আই জি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেটা।

কোনও রাখঢাক না-করেই মেটা বলেন, "অ্যামচ্যাম মনে করে, বাজেটে টেলিকম, বিমান পরিবহণ ও বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া ঠিক সিদ্ধান্ত। এর ফলে বিদেশি লগ্নির নতুন পথ খুলে যাবে, যার ফলে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বাড়বে বাজারের গভীরতাও। ...আমরা আশাবাদী যে, এই সংস্কার প্রক্রিয়া মসৃণ করতে আপনার দল ইউ পি এ সরকারকে সমর্থন করবে।"

বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের কাছে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের উপরে জোর দেন অ্যামচ্যামের সদস্যেরা। মেটা বলেন, "এ রাজ্যের ভাবমূর্তির একটা সমস্যা ছিলই। তবে সেই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।" পাশাপাশি তাঁরা বুদ্ধবাবু এবং তাঁর সরকারের লগ্নি আকর্ষণের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অ্যামচ্যামের সদস্যেরা ২০১০ সালের মধ্যে ভারতে মার্কিন প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ বছরে দু'কোটি ডলারে নিয়ে যেতে চান। এ দিনের বৈঠকে যে-সব মার্কিন সংস্থার কর্তারা এসেছিলেন, সেগুলির প্রতিটিই অত্যন্ত প্রভাবশালী বহুজাতিক— সিটি ব্যাঙ্ক, এ আই জি, ফোর্ড, অর‍্যাকল, ইউ পি এস। সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর পাশাপাশি ছিলেন মুখ্যসচিব, শিল্পসচিব ও শিল্পোন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আগামী বছর অ্যামচ্যাম কলকাতায় তাদের দফতর খুলবে বলে বুদ্ধবাবুকে জানান মেটা। মার্কিন বিনিয়োগ টানতে এই সংগঠন যে সরকারকে সাহায্য করতে পারে, তা-ও জানিয়েছেন তিনি।

এ দিকে, দিল্লিতে কংগ্রেস নেতৃত্বে জোট সরকার যে-বামপন্থীদের সমর্থনে টিকে রয়েছে, সেই বামপন্থীদের সংস্কারমনস্কতা বুঝতে দেড় দিনের সফরে আজ, বুধবার কলকাতায় আসছেন কেনেথ জাস্টার। ভারত-মার্কিন উচ্চপ্রযুক্তি সহযোগিতা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান জাস্টার বুশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী স্তরের প্রশাসক। ব্যুরো অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সিকিওরিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত জাস্টার দেখাশোনা করেন মার্কিন নীতির সেই অংশ, যেখানে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা, বিদেশনীতি ও আর্থিক স্বার্থ মিশে গিয়েছে।

সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের সফল বৈঠকের পরেই জাস্টারের এই কলকাতা সফর বিশেষ মাত্রা পেয়েছে বলে মনে করছে কলকাতার শিল্প-মহল। এই সফরে বামফ্রন্ট সরকারের দুই সংস্কারপন্থী মুখ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও নিরুপম সেনের সঙ্গে বৈঠক করবেন জাস্টার। এ ছাড়া আলোচনা রয়েছে সি আই আই এবং ইন্দো-আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের সদস্যদের সঙ্গেও।

ANADABAZAR PATRIKA 13 OCT 2004

THE HINDU
12 OCT 2004

India, U.S. not to disclose details of missile defence talks

By Our Diplomatic Correspondent

NEW DELHI, OCT. 11. The Indian and American governments have chosen to keep the details of the talks on missile defence to themselves, the visiting U.S. Under-Secretary of State for Commerce, Kenneth Juster, told presspersons this evening.

Asked to comment on published remarks of the U.S. Ambassador to India, David Mulford, that the two countries had already discussed technology and systems, Mr. Juster said he had not seen the quote and would not go beyond what he had said.

Missile defence, along with civilian space, civilian nuclear and high technology exports form a cluster of issues that have been discussed by India and the United States for some time now. The visiting U.S. official did not see many changes between the previous BJP-led government and current one led by the Congress on these issues.

Mr. Juster, who met the Foreign Secretary, Shyam Saran, the National Security Adviser, J.N. Dixit, and the Defence Research & Development Organisation (DRDO) chief, M. Natarajan, today, claimed that "penalties" and not "sanctions" had been imposed by the U.S. against two retired Indian scientists, Y.S.R. Prasad and C. Surendar.

Asked what the U.S. response was to the Indian request to review and withdraw the move against the two scientists, the official said Washington had been engaged in discussions with New Delhi. This was an "ongoing" issue and there would be more discussions.

Giving details of high technology American exports to India, he said the value of such trade in the U.S. fiscal year (ending September 30) 2001 was $27 million. At the end of fiscal 2004, the figure had risen to $90 million.

According to him, the U.S. was working with India to improve export controls and this would continue throughout the Next Steps in Strategic Partnership (NSSP), currently under discussion between the two countries.

Technology group meets

The External Affairs Ministry spokesman said a meeting of the High-Technology Cooperation Group (HTCG) between India and the U.S., co-chaired by Mr. Juster and Mr. Shyam Saran, was held today. The two countries agreed that the U.S. Assistant Secretary of State for South Asia, Christina Rocca, would be in the capital from October 20 to discuss the implementation of the first phase of the NSSP, which the two countries had agreed to recently.

Ms. Rocca and her Indian counterpart, S. Jaishankar, Joint Secretary in the External Affairs Ministry, would also prepare the ground for phase two negotiations under the NSSP.

Asked if the U.S. had responded to the Indian request to lift the restrictions against two of its scientists, the spokesman replied: "Well, I do not have a readout from today's meeting, whether we have a response on that. As I have said, we have already communicated this [the Indian concern]..."

Engaged, not estranged

Indo-US ties need convergence of mindsets on crucial concerns

■ JASJIT SINGH

US ambassador Dennis Kux, in the title of his book, *Estranged Democracies*, had encapsulated the nature of relations between the world's largest democracy and the most powerful, over the period which coincided with the Cold War — 1947-91. By the time history crossed the last chapter of the book, estrangement had started to move on to engagement. And like in all engagements, there are moments of euphoria, of great expectations often far above what is possible or probable, and worries about actions that look different from different perspectives half way across the world and from an asymmetrical power equation.

Given the emerging constellation of global power and international equations, the shift from estrangement to engagement was almost inevitable. It is therefore but natural that the Bush-Manmohan meeting would have produced reinforced optimism in spite of a new government in New Delhi and a lame duck administration in Washington under siege for its Iraq War.

It is against this background that we need to see the important issues that come under the long-winded title 'Next Steps in Strategic Partnership' (NSSP). Compared to the period of Kux's definition of "estrangement", the period of engagement has clearly placed both countries on the path of convergence in a whole range of issues even though there are miles to go. For example, nuclear non-proliferation is an important issue for the US; but one wonders whether the fact that it is so for India, too, is understood and factored into policy? And how far is each country willing to admit to change? While views on the progress of NSSP would differ in the two countries as seen in recent writings in our media — and its total absence in US media — there is a need to look beyond its specifics.

The core conceptual issue is whether building future India-US relations, or "next steps" in that process, are to be along a linear path or along multiple parallel paths where each individual path may or may not be necessarily conditioned by linearity. Obviously, NSSP issues are very important. But they cannot, and must not, be allowed to become the central touchstone of bilateral relations. It is also clear that at every step in this process, Americans are likely to feel that they are moving rapidly and Indians would feel the progress too slow and cumbersome. But if we look at the overall relationship in terms of parallel paths, the report card is far more positive than is generally realised. Look at the points of convergence: economic trade and technology issues (with US companies outsourcing R&D to India), US investments in the Indian economy, transnational terrorism, energy security on which depends India's human development (and America's quality of life), defence co-operation (which seems to lag in spite of high-profile military to military contacts and exercises), and so on.

The core issue is whether building future India-US ties, or 'next steps' in that process, are to be along a linear path or along multiple parallel paths

It is in this context that we come back to one issue in the NSSP: nuclear power — and no-proliferation. Both President Bush and Senator John Kerry have named nuclear proliferation as "the single most serious threat to the national security of the United States". Given the past record and the non-proliferation hawks in the US, this has been, and is likely to remain, a major stumbling block in our bilateral relations. But it is surprising that the much admired US strategic culture fails to recognise that US policies only lead to retarding India's capability to remove poverty and improve human lives without in any way affecting the object of the US non-proliferation target: our nuclear weapons capability.

The trouble is that strategic thinking in the US — which has generally been admired — has been stuck in the groove of linearity of global nuclear non-proliferation although official policy in practice is driven much more by country-specific interests. Take Pakistan, for example — the world's most recent and biggest nuclear proliferator — being made a major non-NATO ally! Or the way Washington happily abandoned its non-proliferation policy to allow Pakistan to build its nuclear weapons capability in the '80s while creating the Mujahideen that ultimately undertook the Islamic jihad that the US is now fighting! Or the recent study, *Universal Compliance*, led by George Perkovich, vice-president of Carnegie Endowment for International Peace, that lists eight policy recommendations which require action by India without pointing to a single incentive for it to do so!

The challenge for both India and the US is to reconcile non-proliferation policies with the imperatives of nuclear power for India. China, accused by the US for decades as the largest proliferator, is adding 40,000 MW of nuclear power to its existing 6,500MW (from nine reactors) capacity by 2020 — mostly with foreign assistance. India, which can at best hope to achieve its target of 20,000 MW by that time (from the present level of 2,500 MW produced by 14 reactors), is denied assistance to enlarge its civilian capacity even under international safeguards.

Strobe Talbott, former under secretary of state in the Clinton administration, has argued for adopting a '5+2' formula whereby "India and Pakistan would earn a degree of leniency in exchange for their yielding to international arms control measures and non-proliferation safeguards". In a way this can be achieved most effectively through adding a protocol to the NPT, as suggested by Thomas Graham and Anver Cohen in the *Bulletin of Atomic Scientists* a few months ago. This idea needs further exploration in spite of long-held beliefs about the NPT on both sides. The major problem for non-proliferation is to control the nuclear materials.

The menu of parallel steps, therefore, would include other measures like a treaty to stop future production of weapon grade material, a treaty cosponsored by India and the US in '93. Now that the US has shown willingness to start negotiations on this treaty, we should give it an additional momentum. But tangible progress in opening up cooperation in nuclear power would be necessary if a stronger stimulus for working together on non-proliferation is to be provided.

'NDIAN EXPRESS 1? OCT 2004

বাম-বিরোধিতাকে আমল দিচ্ছে না কেন্দ্র

মার্কিন প্রস্তাবে দিল্লির সাড়া

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: বামেদের প্রবল চাপ সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি-সন্ত্রাস মোকাবিলায় মার্কিন সহায়তার প্রস্তাব খারিজ করে দিতে রাজি নয় ভারত।

আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল দ্ব্যর্থহীন ভাবে জানিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের মোকাবিলা সমস্ত দেশের মিলে মিশে করার প্রক্রিয়াই এখন চলছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বক্তব্য, 'আজকাল সন্ত্রাসবাদের কোনও ভৌগোলিক সীমারেখা থাকছে না। তাই সন্ত্রাস দমনে পারস্পরিক সহযোগিতা জরুরি হয়ে পড়ছে।' শিবরাজ আজ জানান, "শেষপর্যন্ত অবশ্য এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে বিদেশ মন্ত্রকই।" পাশাপাশি বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে আজ জানানো হয়েছে, এখনই এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। তবে আমেরিকার প্রস্তাব ফিরিয়ে না ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র এই দাবিও করছে যে নাশকতার তদন্ত করার ক্ষমতা ভারতের নিজেরই রয়েছে।

সরকারের সমর্থক বামশিবির বিষয়টি নিয়ে অবশ্য আজও সরব হয়েছে। সি পি এম পলিটব্যুরোর পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, আমেরিকার এই সাহায্য প্রস্তাব 'ঘোরতর নিয়ম-বিরোধী, দেশের অন্তর্বর্তী বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ। অসম-বিস্ফোরণের ঘটনায় এন ডি এফ বি এবং আলফা দায়ী। এই নিয়ে কোনও রহস্য নেই। এখানে এফ বি আই-এর তদন্ত করারও কোনও প্রয়োজন নেই।' পাশাপাশি সি পি আই-এর ডি রাজা মন্তব্য করেছেন, "মার্কিন সহায়তার প্রস্তাব এক রকম নাক গলানোরই সামিল।" বি জে পি-র পক্ষ থেকেও মার্কিন সহায়তা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক কাল রাতেই একটি বিবৃতি দিয়ে জানায়, আমেরিকার এই প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। সরকারি সূত্রের খবর, এই প্রস্তাবটি আসার পর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ তা নিয়ে আলোচনা করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহের সঙ্গে। সিদ্ধান্ত হয়, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দেওয়া এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলে তা হবে ভুল কূটনৈতিক চাল। বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে, যেখানে বাংলাদেশের সঙ্গে জঙ্গিশিবির প্রশ্নে কূটনৈতিক দরকষাকষি চালাচ্ছে ভারত। এখন মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বাংলাদেশই সুবিধা পেয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মাটিতে ভারত-বিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপের পিছনে আমেরিকার হাত আছে বলে সি পি এমের অভিযোগ। এই অবস্থায় মার্কিন গোয়েন্দাদের সাহায্য নিয়েই বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করা অনেক সহজ এবং কূটনৈতিক দিক থেকে যথোচিত হবে বলে মনে করছে বিদেশ মন্ত্রক। তাই আপাতত স্থির হয়েছে, যৌথ অভিযান না করা হলেও, গোয়েন্দা পর্যায়ে আমেরিকার সঙ্গে সার্বিক সমন্বয় রেখেই চলবে ভারত।

আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন সাহায্য প্রস্তাবের বিষয়ে বলেছেন, "মার্কিন রাষ্ট্রদূত আমাদের বিপর্যয়ের দুঃখে শরিক হয়ে একটি চিঠি লিখেছেন। মার্কিন এই মনোভাব অত্যন্ত মূল্যবান। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের মোকাবিলা সমস্ত দেশ মিলে মিশে করবে, সেটাই এখন দস্তুর। এর পর বাকিটা আমরা বিদেশমন্ত্রকের হাতে ছেড়ে দিয়েছি।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উত্তরপূর্বাঞ্চল বিষয়ক বিশেষ সচিব অনিল চৌধুরি বলেন, "আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস বন্ধ করার প্রশ্নে আমরা আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। আমরা নিজেরাও এই সন্ত্রাস মোকাবিলা করার ক্ষমতা ধরি। তা সত্ত্বেও আমরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি না।" বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন স্তরে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সন্ত্রাস-বিরোধিতা নিয়ে আলোচনা হয়। তার নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নিজে তদন্তের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখুক। তারপর যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন দেখা যাবে।

কেন্দ্রকে না জানিয়ে সরাসরি রাজ্যের হাতে প্রস্তাব পাঠানো আইন বর্হিভূত কি না, তা নিয়ে অবশ্য আনুষ্ঠানিক ভাবে মুখ খুলতে চায়নি বিদেশ মন্ত্রক। তবে ঘরোয়া ভাবে জানানো হয়েছে বিষয়টি কিছুটা অস্বাভাবিক। অবশ্য এই 'অস্বাভাবিকতা'কে বিদেশ মন্ত্রক বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কেউই যে খুব বড় করে দেখছে না, তা আজ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে এই বিষয়টি নিয়ে আজও ঝড় তুলেছে সি পি এম। দলীয়

এর পর ছয়ের পাতায়

মার্কিন প্রস্তাবে দিল্লির সাড়া

প্রথম পাতার পর

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য এই মার্কিন প্রস্তাব এক কথায় নাকচ করে দেওয়া। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঠেকাতে কেন্দ্রের উচিত অবিলম্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা।"

অসমের মুখ্যমন্ত্রীকেও একহাত নিয়ে সি পি এমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "মার্কিন রাষ্ট্রদূতের চিঠির প্রতিক্রিয়ায় অসমের মুখ্যমন্ত্রীও ইতিবাচক সংকেত দিয়েছেন। বিষয়টি অত্যন্ত নিন্দ্যনীয়। দেশের সার্বভৌমত্বের মৌলিক ধারণাটুকুও তরুণ গগৈ-এর নেই।"

সরকারি পদক্ষেপ

ইতিমধ্যে অসম ও নাগাল্যান্ডের বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু ব্যবস্থা 'যত দ্রুত সম্ভব' নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেগুলি হল—

- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাস মোকাবিলায় 'ইউনিফায়েড কম্যান্ড' শীঘ্রই কাজ শুরু করবে। ৮ অক্টোবর অসমের বিষয় নিয়ে প্রথম বৈঠক হবে। উপদ্রুত রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবেরা ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।
- কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে বলা হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধকের ভূমিকা পালন করতে। সেই সঙ্গে কিছু 'স্মল ট্যাকটিকাল গ্রুপ' তৈরি করা হয়েছে।
- রেলপথ এবং তেলের পাইপলাইনে অতিরিক্ত নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রেল সুরক্ষা বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করা হবে।
- পর্যায়ক্রমে অতিরিক্ত ২০ কোম্পানি সি আর পি এফ এবং বি এস এফ উপদ্রুত রাজ্যগুলিতে পাঠানো হবে। মহারাষ্ট্র নির্বাচনের পর তা আরও বাড়ানো হবে বলে জানানো হয়েছে।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের প্রতিটিতে একজন করে নোডাল অফিসার পাঠানো হবে।
- ১৪ ও ১৫ অক্টোবর উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যের ডি জি (পুলিশ), গোয়েন্দা বাহিনী, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত অফিসাররা জঙ্গি মোকাবিলা বিষয়ে একটি বৈঠকে বসবেন।

ANADABAZAR PATRIKA 7 OCT 2004

FBI HELP OFFERED IN NORTH-EAST

MEA livid with US envoy

Statesman News Service

NEW DELHI/GUWAHATI, Oct. 5. — The Union government is livid with the American ambassador, Mr David C Mulford, who has offered the services of the Federal Bureau of Investigation (FBI) to fight terrorism in Assam and Nagaland.

In identical letters to the two chief ministers and Union home minister Mr Shivraj Patil, Mr Mulford said: "The United States has considerable expertise in investigative techniques, including, for example, such areas as forensic analysis of explosive residues. Should you find it helpful, the FBI would be pleased to provide technical support for your investigation."

Assam chief minister Mr Tarun Gogoi told a press conference in Guwahati that he was ready to accept the offer if the Centre gave the clearance and did not compromise on national security.

The Centre is outraged over the fact that the ambassador has written directly to the two chief ministers, senior officials said tonight. In a curt statement, the MEA said: "The US Ambassador in India has made an offer of FBI assistance for investigation of the recent bomb blasts which have taken place in Assam and Nagaland, in terms of the ongoing cooperation between our two countries on counter-terrorism. The offer will be considered in terms of the existing guidelines of the Government of India."

The offer is being viewed as another act of "big brotherliness that we can do without". It has come as a setback after the recent high-profile visit of the Prime Minister to the United States, during which he met President Bush.

"This is something they do with Pakistan all the time," a senior official said, terming the act "unusual". "This blatant interference is unprecedented." The official said: "We'll do much better than them (in tracking down those responsible for the blasts). Our CBI is much better."

Bandh cripples North-east: page 4

Ultras kill 10 more

GUWAHATI, Oct. 5. — Suspected NDFB militants gunned down 10 people in Dhubri district this evening. Several others were injured. The militants fired indiscriminately at the Jalabeel market near Mahamaya Reserve Forest, about eight km from NH-31. Four of the critically injured have been admitted to Dhubri civil hospital. — SNS

THE STATESMAN 6 OCT 2004

বিতর্ক, চটেছেন ইয়েচুরি, বিমান

জঙ্গি মোকাবিলায় মার্কিন সাহায্যের চিঠি গগৈকে

জয়ন্ত ঘোষাল ও অশোক সেনগুপ্ত ● নয়াদিল্লি ও গুয়াহাটি

৫ অক্টোবর: উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাস মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে অসম সরকারকে চিঠি দেওয়ায় বিতর্ক শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড সি মালফোর্ড অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকে ওই চিঠিটি লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, তদন্তের ব্যাপারে 'ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (এফবিআই)-এর যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে, তারা অসমের তদন্তে 'টেকনিক্যাল' সাহায্য করতে পারে। সাহায্য বলতে তিনি উল্লেখ করেছেন বিস্ফোরকের চরিত্র জানার জন্য ফরেন্সিক পরীক্ষার কথাও। চিঠিতে বলা হয়েছে, "যদি আপনি দরকার মনে করেন, তবে এফবিআই তদন্তের কাজে সাহায্য করতে পারে।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলকেও যে তিনি এই সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন, সে কথা মার্কিন রাষ্ট্রদূত মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। চলতি পর্যায়ে জঙ্গি আক্রমণে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আত্মীয়পরিজনকে সহানুভূতি জানিয়ে তিনি লিখেছেন, অসম সরকারের তদন্তে তাঁরা সাফল্যের আশা করছেন।

এই চিঠির ব্যাপারে বেজায় চটেছেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি এবং বিমান বসু। সীতারাম এটিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমোরিকার 'নাক গলানো' বলেই মনে করছেন। বিমানবাবুর কথায়, "আমোরিকার কাজই হচ্ছে গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলা আর চোরকে চুরি করতে বলা। বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী কাজকে আমেরিকাই মদত দেয়।" যাঁকে মালফোর্ড চিঠিটি লিখেছেন, সেই তরুণ গগৈ কিন্তু কোনও কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। তিনি বলেন, মার্কিন প্রস্তাবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের। জাতীয় নিরাপত্তার অন্তরায় না হলে এই ব্যাপারে অসম সরকারের আপত্তি নেই। তবে, দিল্লির সম্মতিই এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্রের কথায়, "বিদেশের কোনও রাষ্ট্রই রাজ্যের সঙ্গে সরাসরি কোনও চুক্তি করতে পারে না। তবে কেন্দ্রকে এমন চিঠি দেওয়া যেতে পারে। তবে আমরা এ ব্যাপারে কিছু জানি না। সুতরাং কোনও মন্তব্য করব না।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মুখপাত্রের মতে, এই চিঠি গ্রহণ করতে আপত্তি নেই। তবে, বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যাওয়ায় এখন এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন শিবরাজ পাটিল। কাল তিনি নয়াদিল্লি ফিরলে তখনই বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে। রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অবশ্য ব্যাখ্যা দিয়ে এক বিবৃতি দেয়। তাতে বলা হয়েছে, "সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সঙ্গে তাল রেখেই এই (মার্কিন) প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের বর্তমান নির্দেশিকাকে মেনেই প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হবে।"

কিন্তু সিপিএম বিষয়টিকে এত নরম করে দেখতে রাজি নয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের চিঠি প্রসঙ্গে সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি কার্যকলাপ উদ্বেগজনক। কিন্তু ভারত সরকার রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারে হঠাৎ আমেরিকা নাক গলাচ্ছে কেন? সর্রাসরি রাজ্যকে ওরা কোন অধিকারে এ ব্যাপারে সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়? এটি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ভারতের সংবিধানের প্রতি ওদের আস্থা রেখে চলা উচিত। আমেরিকা এ ব্যাপারে এত কেন উৎসাহিত হয়ে পড়েছে সেটাই প্রশ্ন।

মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র ডেভিড কেনেডি অবশ্য ওই অভিযোগ মানতে নারাজ। তিনি বলেন, "আমরা ভারতের সংবিধানের প্রতি আস্থা রাখি। দেশের ভিতর যে জঙ্গি কার্যকলাপ চলছে, তা মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করতে চাইছে। এটি নতুন কোনও ঘটনা নয়। কেন্দ্রকে এড়িয়ে রাজ্যকে কোনও চিঠি দেওয়া হয়েছে এমন নয়। আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। আবার রাজ্যকে একই চিঠি দেওয়া হয়েছে। কারণ, সমস্যাটা সংশ্লিষ্ট রাজ্যে। কেন্দ্র এবং রাজ্যকে দেওয়া চিঠির বিষয়বস্তুও এক। কাজেই এটি মূলত পারস্পরিক সমন্বয় এবং সহযোগিতার নিদর্শন।"

এর আগে রাষ্ট্রপুঞ্জও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ঘটনাবলীতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গতকাল রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব কোফি আন্নান জঙ্গি আক্রমণে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে এবং নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অসম সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছেন। সম্প্রতি ঢাকায় আওয়ামি লিগের জনসভায় বিস্ফোরণের পরে সন্ত্রাসবাদ দমনে কঠোর এবং কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওয়াশিংটন থেকে ঢাকাকে কড়া ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উত্তর পূর্ব ভারতের কিছু অংশে বিস্ফোরণের সঙ্গে ঢাকার ওই বিস্ফোরণের মিল থাকার নেপথ্যে গোয়েন্দারা 'জেহাদি' জঙ্গিদের নাশকতার আশঙ্কা করছেন।

বিলেতফেরত শিক্ষাবিদ তথা হাইলাকান্দির বিজেপি নেতা প্রতুল দেবের অপহরণকাণ্ডের তদন্তে সাহায্য করতে চেয়ে কিছুকাল আগে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রী সেটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়ে দেন। দিল্লি থেকে সেই ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কিন্তু তা নিয়ে কোনও বিতর্ক হয়নি।

এ বারের চিঠি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় বিদেশ মন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে অবশ্য সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক কোনও সিদ্ধান্ত না হলেও ইতিমধ্যেই মার্কিন ও ভারতীয় গোয়েন্দারা সমন্বয় রক্ষা করে উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিষয়ে কাজ করছেন। অতীতেও সংসদ আক্রমণের ঘটনার পরে রবার্ট ব্ল্যাকউইল লালকৃষ্ণ আডবাণীকে এই ধরনের চিঠি দিয়েছিলেন এবং আডবাণী সেই চিঠি গ্রহণ করেছিলেন। বাজপেয়ী জমানায় আর একটি সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

সেটি হল, দু'জন মার্কিন গোয়েন্দা অফিসার (এফবিআই) দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত থাকার ছাড়পত্র পাবেন। একই ভাবে আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাসে দু'জন ভারতীয় গোয়েন্দা অফিসারকে থাকার অনুমতি দেবে আমেরিকা। সেই প্রথা এখনও কার্যকর রয়েছে। তবে, এফবিআই দিল্লিতে তাদের একটি পৃথক অফিস করতে চেয়েছিল। সে ব্যাপারে কিন্তু আডবাণী তখন অনুমতি দেননি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ভারত-মার্কিন গোয়েন্দারা দেশের ভিতর কোনও যুগ্ম অপারেশন করতে পারবে না। কিন্তু সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে তথ্যবিনিময়ের ব্যবস্থাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হতে পারে।

ANADABAZAR PATRIKA 6 OCT 2004

America lifts N-sanctions against India

Washington: The United States has lifted some of the sanctions against Indian space and nuclear entities, taking forward the next steps in strategic partnership between the two countries.

The US commerce department's decision to lift sanctions against Indian Space Research Organisation's (ISRO) subordinate entities and the department of Atomic energy (DAE) entities will ease export of some high-tech items to India. The department also said that it had now corrected some "mistakes" in an earlier announcement by the Bureau of Industry and Security. It said, for some items, there was a case-by-case review and for others, there was a presumption of approval. PTI

THE TIMES OF INDIA 1 OCT 2004

India, U.S. & trade in technology

By R. Ramachandran

The just-concluded India-U.S. agreement on high-technology trade contains only cosmetic changes to the policy on dual-use items.

THERE HAS been unwarranted hype about the India-United States talks on high-technology trade following the signing of an agreement by the External Affairs Secretary, Shyam Saran, and the U.S. Under Secretary of Commerce, Kenneth Juster, on September 17. Actually, no substantive movement forward has occurred. The agreement is said to mark the conclusion of Phase I of the Next Steps in Strategic Partnership (NSSP) Initiative. Media reports have tended to greatly exaggerate its impact, terming it a diplomatic triumph that would result in increased flow of dual-use goods into Indian civilian space and nuclear activities.

The NSSP was announced by the U.S. President, George W. Bush, in January 2004 as a follow-up to the Bush-Vajpayee agreement of November 2001 for cooperation in civilian nuclear and space programmes and high-technology trade. They had also agreed to "expand the dialogue on missile defense." A series of "reciprocal steps" are envisaged for progress in these areas of cooperation. India may have even yielded something without gaining anything substantial in return.

A major India-U.S. space conference in June followed the NSSP announcement. As it became clear at the conference, U.S. export control laws have severely limited such cooperation and trade. These laws include controls that follow from the U.S. commitment to multilateral agreements, such as the Nuclear Suppliers Group (NSG) and the Missile Technology Control Regime (MTCR), as well as those it imposed unilaterally. In particular, export of 'dual-use' goods is controlled by stringent Export Administration Regulations (EAR) of the U.S. Department of Commerce (DoC). In addition, several units of the Indian Space Research Organisation (ISRO), the Department of Atomic Energy (DAE) and the Defence Research and Development Organisation (DRDO) remained on the DoC's Entity List (EL) following post-Pokhran sanctions.

One of the 'guiding principles' of the Bush-Vajpayee agreement is that such strategic partnership will be *consistent with U.S. domestic laws and national security and foreign policy objectives, including compliance with international commitments.* This already greatly constrains the extent to which cooperation and high-tech trade can occur. The partnership initiative will, therefore, have significance for India only if the U.S. is willing to exploit the flexibility in its domestic laws to expand space and nuclear cooperation and trade in dual-use goods. This flexibility lies in how the U.S. wishes to define its "national security and foreign policy objectives." Progress in this regard has been negligible; the latest development does not significantly alter that situation.

The high-point of the Saran-Juster statement is supposed to be the "modifications to U.S. export licensing policies that will foster cooperation in commercial space programs and permit certain exports to power plants at safeguarded nuclear facilities." A closer analysis, however, reveals that the announced changes are merely cosmetic. More pertinently, these are in reciprocation for India's "implementation of measures to address proliferation concerns and to ensure compliance with U.S. export controls." The Ministry of External Affairs (MEA) has not informed the nation about the measures taken for compliance with *U.S. export control laws.* Do they compromise Indian sovereignty?

The EAR control export of dual-use goods for a variety of reasons — nuclear proliferation, missile technology, chemical and biological weapons, national security, foreign policy, anti-terrorism — through what is called the Commerce Control List (CCL). Each item has a specific Export Control Classification Number (ECCN) along with specified one or more reasons for control. Every ECCN has five characters XXXXX, where the second character is one of the alphabets A to E and the rest are digits 0 to 9. The set 'XX999' of items comprises low-tech goods that normally do not require a licence but are unilaterally controlled by the U.S. mainly for anti-terrorism reasons and are thus embargoed for countries such as Iraq, North Korea, Sudan and Syria.

There is also a basket of even lower level goods, called EAR99 items, controlled for non-specific contextual reasons but otherwise not requiring a licence. These do not figure in the CCL or have an ECCN or have specified reasons for control, but the DoC reserves the right to control their export. Post-Pokhran, an export licence was required for sending EAR-controlled goods, including EAR99 items, to the sanctioned entities in the EL, with a *presumption of denial.* After the October 2001 revision, licence was still required for all controlled items, but there was a *presumption of approval* only for EAR99 items.

The [illegible]

export control policies following the September 17 agreement were first stated in a DoC press release. The corresponding amendments to the EAR were made through a U.S. Federal Register Notification dated September 22. There are glaring inconsistencies, within the Notification as well as with the earlier press release, as regards the nuclear-related changes. The U.S. Embassy in New Delhi could not clarify matters either. According to MEA sources, however, the intended changes are correctly reflected in the summary statement in the Notification. They are:

Removing ISRO Headquarters, Bangalore, from the EL;

Removing licensing requirement for dual-use items classified as EAR99 and XX999 for export to the seven ISRO subordinate entities that remain on the EL;

A "presumption of approval" policy for all dual-use items *not* controlled for nuclear proliferation reasons, if intended for the "balance-of-plant" or non-nuclear, back-end, part — turbines, generators, controllers and power distribution — of the nuclear plants TAPS 1&2 and RAPS 1&2, which are under International Atomic Energy Agency safeguards.

What does each one of these imply for Indo-U.S. high-tech trade? ISRO's headquarters is mainly an administrative wing. It is not directly engaged in any satellite or launch vehicle projects. At best, it coordinates certain science-based multi-institutional projects involving universities and other institutions. So, import of high-tech goods by ISRO's headquarters is minimal. Removing it from the EL is, therefore, of little consequence. If sanctions against all the subordinate units too had been lifted, it would have constituted a significant first step in the NSSP initiative.

Removal of licensing requirement for the two sets — XX999 and EAR99 — of low-level dual-use items for the other ISRO units is also no big deal. For, being low-tech goods, they do not contribute to the expanded high-tech trade being talked about. In any case, there was a presumption of approval for EAR99 items after October 2001. Only the bureaucratic process of licence approval has now been dispensed with. However, DAE and DRDO units on the EL still require licence for EAR99 items, though there is a presumption of approval.

The third modification pertains to [illegible] nuclear goods and technologies, corresponding to NSG's Trigger List, is governed by the U.S. Nuclear Proliferation Prevention Act, 1978 and controlled by the Nuclear Regulatory Commission. Not being an NPT signatory, these items are out of bounds for India.

Nuclear-related dual-use goods, on the other hand, form part of the CCL and are controlled by EAR for nuclear proliferation reasons. There are in all 115 such items. Of these 12 are unilaterally controlled by the U.S. These include goods that would find use in the reactor part or the balance-of-plant, and could be of interest to India. Since even the NSG allows these to be exported to safeguarded facilities of a non-NPT signatory — not necessarily under a full-scope regime — the U.S. could have always exported these to Indian facilities like TAPS 1&2 and RAPS 1&2. But, given its paranoid proliferation concerns, these are embargoed.

What the present relaxation amounts to is a "presumption of approval" for dual-use items *not* controlled for proliferation reasons. That too only for balance-of-plant operations of TAPS 1&2 and RAPS 1&2. That is, the 115-odd proliferation-controlled items, which are actually significant to nuclear plant operations, are totally excluded. From the remaining controlled goods on the CCL, there is little that may be of direct relevance to balance-of-plant operations, which Indian industry cannot supply. According to Nuclear Power Corporation sources, the company has never in recent years sought to import any U.S. item for balance-of-plant operations. Even in this inconsequential nuclear-related modification, the upcoming Koodankulam plant, though under safeguards, has been excluded.

Coming back to space cooperation, the more important issue with regard to the export of U.S. satellites, subsystems and components — controlled by the U.S. State Department — does not seem to have been addressed at all. With U.S.-made systems dominating the satellite market, this has prevented ISRO from entering the launch services market despite low launch costs. Launch from India would require a licence for re-export by the customer, which is usually denied. This policy has also prevented interested companies such as Boeing from partnering ISRO to fabricate satellites. Boeing required a licence even to exchange data with ISRO. Some discussions have taken place and Boeing has shown interest in some of ISRO's satellite structures for mounting its payloads. If this has to fructify, more concrete policy measures from the U.S. are necessary than [illegible]metic chan[illegible]

বাম চাপ উপেক্ষা করে দৃঢ় সম্পর্কের উদ্যোগ

আমেরিকার অনুগত নয়, বন্ধু হতে চান মনমোহন

সীমা সিরোহি ● নিউ ইয়র্ক

২৫ সেপ্টেম্বর: আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও বিদেশি বিনিয়োগ টানার চেষ্টার জন্য তাঁকে যত সমালোচনাই শুনতে হোক না কেন, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ তা অগ্রাহ্য করে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি 'সত্যিকারের পার্টনারশিপ' গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি এটাও বলেছেন, "আমরা (ভারত ও আমেরিকা) একই পক্ষে রয়েছি।" পূর্বতন বাজপেয়ী সরকারের আমলে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে যে ঘনিষ্ঠতা দেখা দিয়েছিল, তা থেকে পিছিয়ে আসার জন্য বামপন্থীরা প্রকাশ্যেই চাপ দিচ্ছেন। তবুও পিছিয়ে আসার কোনও ইঙ্গিত না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, তিনি আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার পক্ষপাতী, এবং তা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আটকে না রেখে বিশ্বজুড়ে কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার সম্পর্কে পরিণত করতে আগ্রহী।

আমেরিকাকে ঘিরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনা তিনি ব্যাখ্যা করেন এখানে কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস আয়োজিত সভায়। মার্কিন বিদেশনীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি এই কাউন্সিল মার্কিন বিদেশনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় যথেষ্ট মর্যাদা পেয়ে থাকে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে প্রস্তাব দেন, 'বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থে' দুই দেশের মধ্যে একটি সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা হোক। তিনি বলেন, "আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এখন অনেক পরিণত। ফলে, আমরা এখন নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্যকে বাস্তবোচিত ও যুক্তিযুক্ত উপায়ে মোকাবিলা করতে সক্ষম। এক কথায় আমি এটাই বলতে চাই: আমরা একই দিকে রয়েছি। দু'দেশের সম্পর্কের সবচেয়ে ভাল ব্যাপার এখনও ঘটা বাকি।"

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অটলবিহারী বাজপেয়ী ২০০০ সালে এখানে এসে প্রথমবার দু'দেশকে 'স্বাভাবিক মিত্র' হিসাবে দেখার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তার পরে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় অনেক পটপরিবর্তন হয়েছে। ৯/১১-এর পরে আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের মতামতকে অগ্রাহ্য করে ইরাক আক্রমণ করেছে, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ করেছে। কিন্তু এত সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরেও ভারত কিন্তু আমেরিকার ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছা ছাড়েনি। মনমোহন নিজে বাস্তববাদী, তাই তিনি বলছেন যে দু'দেশের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিরোধের কারণগুলি পাশে সরিয়ে রেখে যে সব ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করা যায়, সে দিকে মনোনিবেশ করা হোক। তাঁর বিশ্বাস, তা হলেই ভারত এই দ্রুত পরিবর্তনীয় আন্তর্জাতিক চিত্রে নিজের উপযুক্ত ভূমিকা ও গুরুত্ব পেতে পারবে।

দু'দেশের সম্পর্কে 'পার্টনারশিপ' কথাটি আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দিতে চান যে, আমেরিকার সঙ্গে ভারত সমান মর্যাদায় হাত মেলাতে আগ্রহী, উর্ধতন ও অধস্তনের সম্পর্কে যেতে আগ্রহী নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে মনমোহন তাই ইরাকে আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। তবে আমেরিকার নাম না-করেই। তিনি বোঝেন যে, আমেরিকার আপত্তি এড়িয়ে ভারত কিছুতেই নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হতে পারবে না, বা পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত বৈষম্যমূলক চুক্তির ফলে পরমাণু শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পাবে না। তাই এই সতর্ক পদক্ষেপ— আমেরিকার বন্ধু হব, কিন্তু অনুগামী হব না।

ইরাকের ভোটে সাহায্য। আগামী বছর ইরাকে সাধারণ নির্বাচন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। ইরাক আক্রমণের ব্যাপারে ভারত কড়া আপত্তি জানালেও সেই ইরাকের আসন্ন নির্বাচনে আমেরিকাকে সাহায্য করতে ভারতের আপত্তি নেই বলে ঐক্যমত্য হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বুশ ও রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব কোফি আন্নানের একান্ত সাক্ষাৎকারে এই ঐক্যমত্য হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইরাকের নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় নজর রাখতে ভারত প্রতিনিধি পাঠাবে বলেও মনমোহন আশ্বাস দিয়েছেন বুশকে।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যাখ্যা। ভারত-পাক যৌথ বিবৃতিতে সীমান্ত-সন্ত্রাসের প্রসঙ্গটির উল্লেখ না থাকলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ মনে করিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তান তার দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেবে না বলে আগেই আশ্বাস দেওয়ার ফলে পারভেজ মুশারফের সঙ্গে তাঁর বৈঠকটি হতে পেরেছে। বিষয়টি বাদ দিয়ে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনাই হয় না। আজ সাংবাদিক বৈঠকে মনমোহন

এর পর সাতের পাতায়

সম্পর্কের ক্ষতে প্রলেপ পড়ছে, বললেন মুফতি

স্টাফ রিপোর্টার: ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ সহাস্য মুখে হাত মেলাচ্ছেন পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফের সঙ্গে, এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদও বললেন, কাশ্মীরের মানুষ এই ঘটনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

গত পনেরো বছরে সন্ত্রাসবাদের ছায়ায় বিপর্যস্ত জম্মু-কাশ্মীর পর্যটন। এতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কাশ্মীরের মানুষ। সেই কথা উল্লেখ করে মুফতি মহম্মদ আজ বলেন, "ভারত-পাকিস্তানের মধ্যেকার সঙ্কটে জেরবার হয়েছেন দুই দেশের মানুষ। তবে সবথেকে বেশি দাম দিতে হয়েছে কাশ্মীরকে।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মৈত্রীতে কাশ্মীরের মানুষ হিসেবে তাই তিনিও ব্যক্তিগত ভাবে দারুণ খুশি। ভারত-পাক জটিল সম্পর্ক নিয়ে মুফতির মন্তব্য: "বুলেট কখনওই কোনও সমাধান নয়। আলোচনা, সমঝোতাই সঠিক পথ।" আর সেই পথে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যে ভাবে এগোচ্ছেন, তাতে কাশ্মীরের জনগণ যথেষ্ট আশাবাদী বলে জানান মুফতি। একটা ক্ষত তৈরি হয়ে বসে আছে। মুফতির ভাষায়, ভারত আর পাকিস্তানের সম্পর্কের সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার উদ্যোগ ইতিমধ্যেই উপত্যকায় কার্যকর হতে শুরু করে দিয়েছে। কাশ্মীরিরা বুঝতে পারছেন, নিজেদের স্বার্থেই তাঁদের রাজ্যে শান্তি ফেরানো দরকার। এই কাজে তাঁরা তাই সবরকম সাহায্যে প্রস্তুত। ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে কাশ্মীর এখন আবার তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে চলেছে, দাবি করেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী। আর এতে অনুঘটকের কাজ করছে মনমোহন-পারভেজের শান্তি প্রক্রিয়া।

৫৩ তম তাই (ট্র্যাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া) কংগ্রেসে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছেন মুফতি মহম্মদ। শনিবার শহরের একটি হোটেলে কাশ্মীর পর্যটন বিষয়ে কথা বললেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পর্যটকদের কাশ্মীরে টানতে কয়েকটি সরকারি প্যাকেজের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। মনে করিয়ে দেন যে কাশ্মীর পর্যটনের উন্নতিকল্পে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এ বার কলকাতা-শ্রীনগর বিমান ভাড়ায় 'অ্যাপেক্স' বা বিশেষ ছাড়ের কথা ঘোষণা করছে।

ANADABAZAR PATRIKA 26 SEP 2004

Poll outcome will not affect India-U.S. relations: Talbott

By Our Special Correspondent

MUMBAI, SEPT. 24. The outcome of the U.S. Presidential elections will not affect India-U.S. relations, the president of the Brookings Institution (a U.S. think-tank) and former Deputy Secretary of State in the Clinton administration, Strobe Talbott, has said. Mr. Talbott was speaking at a round table discussion on 'Geopolitics of South Asia and U.S. Foreign Policy' organised by the Observer Research Foundation.

"If elections are held today, polls suggest that President Bush will be re-elected," Mr. Talbott said. "But I have a high degree of confidence that the India-U.S. relations are not election dependent. They are on a firm enough footing and it does not matter if a Democrat or Republican occupies the While House or which party controls Congress."

Relations between the two countries, he said, hinged on two factors: "the historically conflicted relations between India and Pakistan and the somewhat fraught relations between India and China." The challenge before the U.S. policy, he said was "to break through this zero sum triangle."

Nuclear issue

The nuclear issue, Mr. Talbott said, was the "core of the story" of the India-U.S. relations and he had dealt with this extensively in his recently released book, *Engaging India*. The issue was not whether the U.S. accepted India as a nuclear weapons state. "India is a nuclear weapons state. In the State Department, we get it." The question, he said, was "whether India is ready to make itself part of the solution instead of the problem." The problem, he suggested, was proliferation and that India could be part of the solution if it became an "active force" for a global ban on testing nuclear weapons and discouraging the production of fissile material.

THE HINDU 25 SEP 2004

A small step in response to India's big leap

By Siddharth Varadarajan

NEW DELHI, SEPT. 22. Tuesday's joint statement by the Prime Minister, Manmohan Singh, and the U.S. President, George W. Bush, and the agreement on Phase I of the Next Steps in Strategic Partnership (NSSP) which preceded it on September 17 are being presented by U.S. and Indian officials as the "beginning of a new era of cooperation and trust." But a closer examination of the decisions of the past few days suggests the change under way is incremental rather than paradigmatic — India might well have taken a long stride but all the U.S. appears to have done in exchange is take a short step.

The two concessions made by the U.S. are (1) removing the Indian Space Research Organisation (ISRO) headquarters from the 'Entities List' maintained by the U.S. Commerce Department for purposes of export control of dual-use items and (2) promising modifications to its export licensing policies that will "permit certain exports to power plants at safeguarded nuclear facilities." In return, apart from implementing unspecified measures "to address proliferation concerns and to ensure compliance with U.S. export controls," India has "recognised the importance of working closely together" with the U.S. to combat proliferation of weapons of mass destruction and their delivery systems." Whether this is just a rhetorical promise — or a commitment to support some of Washington's more controversial counter-proliferation initiatives — will become clear as time goes by.

Many curbs remain

What is unambiguous, however, is that seven subordinate bodies of the ISRO will continue to remain on the U.S. Entities List — along with Bharat Dynamics and a number of DAE and DRDO outfits — with all export licenses to be granted on a case-by-case basis with a presumption of denial for high-end products. These include the ISRO Telemetry, Tracking and Command Network (ISTRAC), and the Sriharikota and Sarabhai Space Centres. "The bulk of our key imports is by ISRO's constituent units," said a senior space official. Terming the U.S. announcement "cosmetic," he said: "The technical units have to be taken off the entities list. Removing the ISRO HQ alone is absolutely not material to us."

Acknowledging that the sanctions relaxation was limited, U.S. officials told *The Hindu* that further changes could be in the pipeline. But the Indian scientific establishment is not convinced. "So far, all I see is lots of optics. I suspect there is not too much substance," said one science administrator. The space official said, "There is a long list of things which we are currently being denied," adding that the U.S. had even put pressure on German and British suppliers to make sure they did not sell certain components to ISRO entities. As for U.S. exports to safeguarded nuclear facilities, this will cover only a very narrow range of dual-use items for Tarapur and RAPS such as control valves. Major cooperation in the civilian nuclear field is still blocked by U.S. legislation, particularly the 1978 Nuclear Non-proliferation Act, which stipulates that a country must accept full-scope IAEA safeguards as a condition for the supply of major nuclear technology and equipment.

More denials

At the India-U.S. space conference in Bangalore in June, the U.S. Under Secretary for Commerce and Washington's interlocutor with India in the High Technology Cooperation Group, Kenneth Juster, painted a rosy picture of space cooperation saying that 93 per cent of license applications for the export of dual-use items to ISRO and its subordinates have been approved since 2001.

However, most of these are for relatively low-end products. The value of licences approved by the U.S. Department of Commerce may be growing fast — from $27 millions in 2002 to $57 millions in 2003 — but licence denials for India in 2003 added up to $15 millions, or 20 per cent of applications processed.

Even this does not tell the full story of ISRO's woes. Under the U.S. International Traffic in Arms Regulations (ITAR), satellites and their components and technologies are part of the U.S. munitions List (USML) and subject to a separate and tough licensing process administered by the State Department's Bureau of Political-Military Affairs. So far, the NSSP process has not touched this aspect of de facto U.S. sanctions at all.

Manmohan, Bush hold 'strategic discussion'

By Sridhar Krishnaswami

NEW YORK, SEPT. 22. The Prime Minister, Manmohan Singh, and the United States President, George W. Bush, had "a very strategic discussion, stressing bilateral issues, regional issues and economic issues principally," a senior administration official has said.

"This meeting between President Bush and Prime Minister Singh comes soon after the United States and the Government of India signed and completed Phase One of what we call strategic partnership, sometimes called the Next Steps in Strategic Partnership or NSSP, which is a series of steps that we take together with India to reduce barriers to high-tech and commercial space cooperation and to strengthen cooperation in non-proliferation," the official said. "This is an important accomplishment and now sets up the two Governments to work on Phase Two of NSSP."

South Asia was just one aspect of the wide-ranging discussion, the official said. "Of course, the President is always interested in hearing how things are going in the composite dialogue between India and Pakistan... We continue to encourage both parties to move forward with positive steps and indeed they have started talking, and about a range of confidence-building measures. We have offered our assistance but ultimately this requires goodwill and hard work of the leaders in both Islamabad and Delhi, and all evidence is that they are committed to the process despite the fact that there are many tough areas still to be resolved," he said.

THE HINDU 23 SEP 2004

Manmohan seeks $150 billion U.S. investment

By Harish Khare

NEW DELHI, SEPT. 22. Invoking his reputation as a reformer, the Prime Minister, Manmohan Singh, today invited the American financial aristocracy to invest as much as $150 billion in the infrastructure sector in India.

He told the American industry leaders that India was a success story, that his Government remained committed to an open and reformed economy and that he personally headed a Committee on Infrastructure, meant to eliminate policy bottlenecks.

Dr. Singh was speaking at a luncheon meeting with the American Chief Executive Officers at the New York Stock Exchange Board Room. Among those present included some of the most powerful bankers and investors, like Charles O. Prince and Robert E. Rubin of the Citigroup, Inc., Maurice R. Greenberg, Chairman of American International Group, inc., Henry M. Paulson, Jr., CEO of The Goldman Sachs Groups, Inc., Harold McGraw III, Chairman, President and CEO of the McGraw-Hill Companies, William B. Harrison, Jr. of JP Morgan Chase & Co, Sy Sternberg of New York Life Insurance Company, John Rutherfurd of Moody's Corporation, Kenneth Chaenault of American Express Company, Peter R. Kahn of Dow Jones, and John Thair, CEO of the New York Stock Exchange.

By one estimate, the CEOs gathered over the luncheon accounted for over a trillion U.S. dollars of assets.

Earlier, the Prime Minister gave an interview to the editors of the *Wall Street Journal*, America's most influential financial newspaper. The two interactions saw Dr. Singh at his best, articulating competently and even passionately the strategy of economic reforms and growth in a democratic India.

The Prime Minister made his sales pitch for American investment, as a complement to a politically important partnership between India and the U.S. He also sought to dispel doubts about his Government's capacity to stay the economic reforms course, notwithstanding the political constraints of the coalition Government. Dr. Singh told his interlocutors that there was maximum political consensus on investment in the infrastructure sector. He even cited the National Common Minimum Programme to that effect.

'A success story'

He made a good case for American investment. India, as he put it, was an English-speaking, open society with a highly developed rule of law system; there was an excellent potential for research and development base, India had the one of the largest pools of trained technical manpower, a large domestic market, and low operational costs. The economy itself was vibrant, demand was strong and growing, and that the Government had set a target of 7-8 per cent growth.

The manufacturing sector was emerging out its protected shell and joining the global competition. Calling it the "hidden success story happening in India," Dr. Singh noted that the manufacturing had shown excellent capabilities in automobiles, auto components, engineering goods, steel and metals, etc.

The bottom line of his sales pitch was that every international business must necessarily have an Indian strategy. "There is an India story which must be a part of every company's story," he concluded.

THE HINDU 23 SEP 2004

How Manmohan Singh charmed George W. Bush

The best is yet to come

DIPLOMACY

K.P. NAYAR

Only Manmohan Singh could have done it in a United Progressive Alliance government, which has no shortage of Cold Warriors. He charmed George W. Bush. During the brief media interaction at the breakfast which the American president hosted for the Indian prime minister on Tuesday, Bush deferentially addressed Singh twice in one minute as "Sir". According to those who can vouch for the conversation at the breakfast meeting, Bush did so more than once after the media had withdrawn from the presidential suite at the Waldorf Astoria Hotel in New York. Bush used to treat Atal Bihari Vajpayee with similar respect, repeatedly calling him "Sir". But according to White House insiders, such treatment of foreign leaders has been rare.

Bush is either black or white: he has no shades of grey. He either likes people or dislikes them. His sourness has put off Canada's former prime minister, Jean Chretien, and the French president, Jacques Chirac. By Bush's own admission, Malaysia's former prime minister, Mahathir Mohamed, has been at the receiving end of his disdain. The British prime minister, Tony Blair, and Russia's Vladimir Putin are of his generation, and he likes both men. So Blair is "Tony" and Putin is "Vladimir". Bush is also fond of giving nicknames to people: his defence secretary, Donald Rumsfeld, is "Rumstud" in private moments of levity, and Putin is "Puty-put".

It was not expected that Bush would be so deferential to Singh. To start with, their meeting was preceded by four sceptical months in Washington when, somehow, an impression gained ground that the UPA government would no longer consider ties with the US as the most important relationship for the country in the way that the NDA government used to look at bilateral engagement with Washington.

When S. Jaishankar, South Block's primary interlocutor with the United States of America, arrived in Washington last month, shortly after being appointed to the job, this scepticism prompted officials of the Bush administration to plainly tell him exactly where India stood in the American scheme of things, especially on the number-one issue in their bilateral relations: the next steps in strategic partnership.

Among those in this US administration who fervently believe that Washington and New Delhi have much in common, some have gone out on a limb to advance the cause of deeper engagement between the two countries. In the process, they made enemies of their own peers — in particular, many powerful men and women in the US for whom nuclear non-proliferation and the spread of other weapons of mass destruction are nothing short of an obsession.

It is these friends of India — Ken Juster, the under-secretary for commerce, to name one — who went about the near-impossible task of modifying America's export control regulations to facilitate the export of high technology and dual civilian-military items to India. They were responsible for the one American action which will be cited for years to argue that Singh's meeting with Bush has been a success: the US decision to take Indian Space Research Organization off the entity list of organizations that dangerously promote weapons of mass destruction and their delivery systems. So Jaishankar went back to New Delhi with the message that India had to take it or leave it. The message was so stark also because of the US presidential elections. If John Kerry became president, his first priority was certainly not going to be the NSSP. He may well be sceptical of the initiative, exactly in the same way as the UPA government was seen in Washington.

Even if Bush won a second term in November, officials like Juster may not remain in their present jobs. They may be rewarded by Bush for their work in his first term with different, if better, jobs. The national security adviser, Condoleezza Rice, who has repeatedly intervened in India's favour, may not remain in the White House and may join the cabinet instead. And if Kerry is elected, no one among these friends of India will even be in the new administration.

By the time the foreign secretary, Shyam Saran, concluded two days of marathon talks with key players in Washington last week, confidence had been restored within the Bush administration that contradictions built into the UPA's composition would not, after all, come in the way of strengthening the Indo-US equation under this coalition's watch in New Delhi. All the same, there was anxiety on both sides about how the first meeting between Bush and Singh would actually turn out. Last week, as a prelude to the summit, protocol officials in the White House ensured that Ronen Sen, the new Indian ambassador to the US, presented his credentials to Bush in time for this meeting. The exchange between Bush and Sen at the credentials ceremony did not help in setting at rest this anxiety, according to American sources. While no one doubts Sen's intellectual strength or his diplomatic skills, it was clear during the presentation of credentials that Sen lacked the social graces of his immediate predecessor, Lalit Mansingh, and the earthy charm of Naresh Chandra, Mansingh's predecessor.

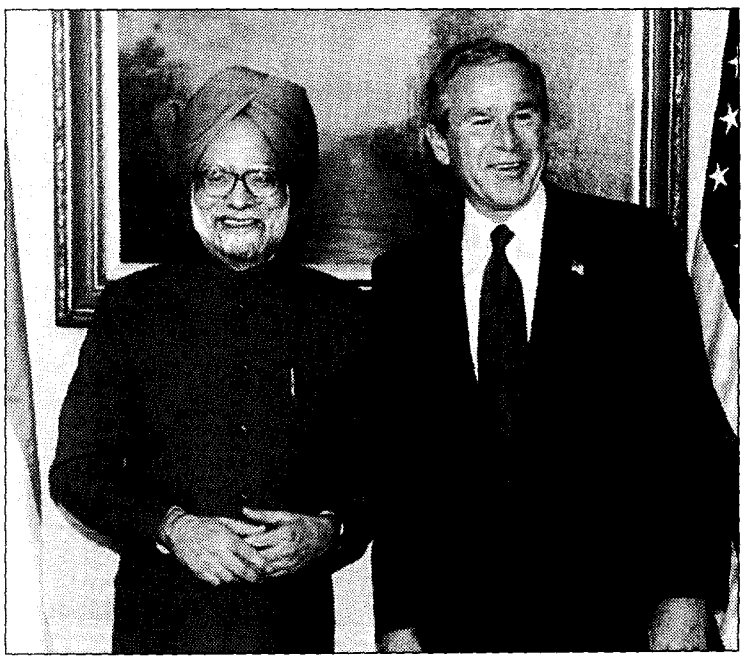

"It is important that there was good chemistry between Bush and Singh"

The conversation between Sen and Bush was matter-of-fact. To some it even appeared that things did not augur well for Tuesday's breakfast. But when Bush and Singh actually met, everything changed. Singh began his meeting with Bush with the words, "Under your distinguished leadership, our two countries' relations have grown in diverse ways, but I do believe that the best is yet to come."

It was a clincher. Acutely deficient in qualities that have made history's great leaders, Bush is a sucker for praise, and is also acutely conscious of his pedigree in American politics. In 2001, three months after becoming president, another Singh — the then external affairs minister, Jaswant — swept Bush off the grounds of the White House Rose Garden when he told the president that his father had taken the early steps to change America's relations with India for the better, and that the son of George Herbert Walker Bush now had the historic opportunity to take his father's initiative forward.

And this White House did just that. By the time L.K. Advani, then the Union home minister, met Bush, the president had grown so comfortable with the idea that India is a friend that he compared himself to Advani. "I am known as the Toxic Texan. I speak my mind. I am told you are like me," Bush said to Advani at their first meeting.

It is important, therefore, that there was good chemistry between Bush and Singh at their first meeting on Tuesday. The rest will fall in place. Bush is not given to deep dissection of policies or global affairs. His impressions are formed by what he is told by trusted aides like Condoleezza Rice, or in the case of India, big fund-raisers like Florida's Indian-American multi-millionaire doctor and family friend, Zach Zachariah — a Bush "Ranger", the term used for those who have raised at least $ 200,000 for the president's re-election effort.

For Bush, Singh's reputation came ahead of Singh. The prime minister represented everything Bush touts: liberal economics, faith in democracy, a willingness to work with the West, but most of all, a lack of intellectual arrogance or self-righteousness. There are few others in the UPA cabinet who could have charmed Bush. Most others, including the external affairs minister, Natwar Singh, who accompanied the prime minister to the breakfast summit, have an ideological baggage that would have stuck out like a sore thumb with Bush. Someone like the finance minister, P. Chidambaram, would show complexes that would have immediately put Bush off. (Perhaps, the only exception would have been Pranab Mukherjee.) But what matters now is that Singh has ensured that should Bush be re-elected in November, the best in Indo-US relations is "yet to come".

THE TELEGRAPH 23 SEP 2004

'Not there yet', but Bush-Singh summit brightens possibility of hardware sales

US arms blip on Delhi radar

K.P. NAYAR

New York, Sept. 21: In the first summit-level interaction between the UPA government and the US administration, Prime Minister Manmohan Singh and President George W. Bush agreed here today that the best is yet to come in Indo-US relations.

An hour-long breakfast meeting between the two leaders dispelled misgivings in the Bush administration about continuity in Indo-US relations under a Congress-led, communist-supported government in New Delhi.

Foreign secretary Shyam Saran said after the summit that India "may get military hardware" from the US. If that happens, it will be the very first time that India will seek and the US will agree to sell military hardware to India.

Previous US military sales to India have been only in the form of components: the most recent sales were of equipment for protecting aircraft used by the Prime Minister and the President against missiles and other similar threats and of weapon-locating radars for the Indian Army.

Saran added a rider on the purchase of US military hardware that "we have not got there yet", but said the progress made in the Next Steps in Strategic Partnership (NSSP) between India and the US opened the way to such sales by the Americans.

ELSEWHERE

● Will the PM celebrate his birthday?

"I don't remember my birthday and I don't celebrate it," Manmohan Singh told reporters en route to New York. On September 26, the date of birth shown in his school records, the Prime Minister will be in mid-air on his way back. But his aides said a cake would be cut on board the special aircraft, Tanjore

A joint statement issued after the breakfast was effusive on the NSSP. Bush and Singh hailed the removal of the Indian Space Research Organisation (Isro) from the US government's Entity List of organisations subject to sanctions as "the beginning of a new era of cooperation and trust".

They said Indo-US relations have "never been as close as they were at present", adding that "expanded defence cooperation was perceived as an integral aspect of the expanding ties".

Saran said the atmosphere at the breakfast was "warm and friendly" and described both leaders as "relaxed". From the Indian side, Singh was assisted during the talks by Saran, national security adviser J.N. Dixit, external affairs minister Natwar Singh and ambassador Ronen Sen.

Present on the American side were secretary of state Colin Powell, Dixit's US counterpart Condoleezza Rice and former US ambassador to India Robert Blackwill, who is now the chief aide to Bush on Iraq in the National Security Council.

In brief comments to the media as Singh was being received at the presidential suite at the Waldorf Astoria Hotel, Bush described Singh as "the leader of a great country and the leader of a friend of the US". He said he has "really been looking forward to meeting the Prime Minister". Bush then turned to Singh and said: "And I am proud you are here, Sir".

The meeting began with Singh expressing condolences over the beheading of American hostage Eugene Armstrong in Iraq. This set off a discussion on terrorism with Singh emphasising that India has long been at the receiving end of terror.

Saran said there was appreciation by the Americans about the Indian view of the sources of terror in South Asia notwithstanding the treatment befitting an ally that the Americans — Bush included — are extending to Pervez Musharraf this week.

Bush recalled his meeting with the parents of Kalpana Chawla, the Indian American astronaut who was killed in a space shuttle disaster. He said Chawla was a reminder that India had come of age in technological prowess.

Manmohan Singh with George W. Bush at the Waldorf Astoria Hotel in New York on Tuesday. Picture by Jay Mandal/ On Assignment

THE TELEGRAPH 22 SEP 2004

President's nod for ordinance to repeal POTA

By J. Venkatesan

NEW DELHI, SEPT. 21. The President, A.P.J. Abdul Kalam, tonight promulgated an ordinance to repeal the controversial Prevention of Terrorism Act (POTA), just a month before it was to lapse.

The POTA came into force from October 24, 2001 and was to have remained in force for three years.

The President promulgated another ordinance to amend the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) to effectively deal with terrorists, terrorist outfits and other facets of terrorism.

It bans 32 terrorist organisations that were banned under POTA. The Central POTA Review Committee has been given one year to review all the pending cases and take a decision whether any prima facie case exists for proceeding under the POTA.

If necessary, more such committees would be constituted to ensure that all cases were disposed of within one year. These committees have been vested with powers of civil courts to enable them to summon records and documents from State Governments to review the cases.

In the last three years of its existence, 217 cases were being investigated under POTA and 116 of them were being tried by POTA special courts. Now the special courts have been dispensed with

The review committees will henceforth review all such cases.

See also Page 11

'India, U.S. ties never been as close as now'

● Musharraf must keep his word, Manmohan tells Bush

By Harish Khare

NEW YORK, SEPT. 21. India said today that it had re-designed its relationship with the United States as an "evolving partnership, based on mutual confidence and concern."

After the Prime Minister, Manmohan Singh's hour-long breakfast meeting with the United States President, George W. Bush, Indian officials claimed that the relationship with Washington has been re-configured as a partnership between two equal and serious international players.

The breakfast meeting ended on a note of satisfaction. Dr. Singh was accompanied by the External Affairs Minister, Natwar Singh, the National Security Adviser, J.N.Dixit, the Indian Ambassador to the U.S., Ronen Sen, and the Foreign Secretary, Shyam Saran.

Mr. Bush was assisted by the Secretary of State, Colin Powell, the National Security Adviser, Condeleezza Rice, and the former American Ambassador in New Delhi and now a senior White House aide, Robert Blackwill.

The breakfast meeting took place a couple of hours before Mr. Bush travelled a few blocks away to address the annual session of the United Nations General Assembly.

Prime Minister Manmohan Singh with U.S. President George W. Bush in New York on Tuesday. — Reuters

Close ties

After the meeting, the two sides issued a statement — "United States-India Partnership: Cooperation and Trust." It said the bilateral relationship "had never been as close as now" and hailed the recent implementation of Phase One of the Next Steps in Strategic Partnership (NSSP) "as the beginning of a new era of cooperation and trust."

(A few days ago, the U.S. had removed Indian Space Research Organisation from the Commerce Department's list of proscribed organisations. However, licensing will still be subject to a case-by-case review of India's request for high technology).

Mr. Saran was keen on making the point that implementation of the NSSP ought not to be seen as a "reward" for some kind of good behaviour on New Delhi's part, but rather as an expression of a relationship based on a commonality of interests and concerns between two democracies in the areas of nuclear non-proliferation, as also an extension of the growing defence cooperation.

'Pakistan not the focus'

There was a discussion of the situation in South Asia, but the Indian side was again keen on stressing that "Pakistan was not the focus" of the Manmohan Singh-Bush meeting.

The Indian side apprised the American hosts of the progress on the dialogue with Pakistan.

Dr. Singh told Mr. Bush — just as he had conveyed to the British Prime Minister, Tony Blair — that if public opinion was to be built in favour of the India-Pakistan talks, it was very important that the "assurances" that the Pakistan President, Pervez Musharraf, had made be kept. Dr. Singh is reported to have listed the elimination of the terrorist training camps and launching pads as necessary conditions.

'Combat terrorism'

Mr. Bush and his advisers are believed to have asserted that terrorism of "any kind, anywhere" must be combated and they expressed "understanding and appreciation" of the Indian views in the matter of cross-border terrorism in Jammu and Kashmir.

2004

ওভাল অফিসে আমন্ত্রণ

সুসম্পর্কের ফায়দা তুলতে চান মনমোহন

সীমা সিরোহি ● নিউ ইয়র্ক

২১ সেপ্টেম্বর: ভারত-মার্কিন সম্পর্ক এত মধুর কখনও ছিল না ঠিকই। তাই বলে এই সম্পর্ক মধুরতর হওয়ার সুযোগও এখনই শেষ হয়ে যায়নি। এই সম্পর্কের খাতিরে দু'দেশেরই পরস্পরের কাছ থেকে ভবিষ্যতে অনেক কিছু পাওয়ার এখনও বাকি রয়েছে। নিউ ইয়র্কের অভিজাত ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে ফলের রসে চুমুক দিতে দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে এ কথা বলে স্মিতহাস্য মনমোহন সিংহ বুঝিয়ে দিলেন নভেম্বরে ভোটের আগেই ভারত এই 'বেরাদরি'-কে যতটা সম্ভব কাজে লাগিয়ে নিতে চায়।

মনমোহন নয়াদিল্লি ছাড়ার আগে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জে এন দীক্ষিত সতর্কতার সঙ্গে বলেছিলেন, আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কে ভারত কোনও নাটকীয় মোড় আশা করে না। নির্মোহ মন নিয়েই সফরে যাচ্ছেন মনমোহন। আজ সেই মনমোহনই বললেন, "ক্ষমতায় আসা ইস্তকই ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতিতে আন্তরিক দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন বুশ। এবং আজ দু'দেশের সম্পর্ক নজিরবিহীনভাবে মধুর।"

ভোটের মুখে প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যে নিউ ইয়র্কে বুশ থাকছেন মাত্র দু'দিন, এবং বিশ্বের বহু নেতাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। ভারতীয় কূটনীতিকদের দাবি, এর মধ্যেও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে তিনি যে আলাদা করে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ও তাঁর জন্য সময় দিয়েছেন। শুধু সময় দেওয়াই নয়, বুশ মনমোহনকে জিজ্ঞেস করেছেন, হোয়াইট হাউস বা ওভাল অফিসে তিনি গিয়েছেন কি না। যাননি, শুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বুশের আশ্বাস, পুনর্নির্বাচিত হলেই মনমোহনকে ওভাল অফিসে আমন্ত্রণ জানাবেন তিনি। এ সব কিছু থেকেই স্পষ্ট, আমেরিকা ভারতকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে। এই গুরুত্বটাকেই কাজে লাগাতে চাইছে ভারত। কেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে পটপরিবর্তন হোক বা না হোক, প্রথম মাস ছয়েক লেগে যায় নতুন প্রশাসনের আড় ভাঙতে। আর পট-পরিবর্তন হলে নতুন সরকারের কর্মসূচিতে দক্ষিণ এশিয়ার চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে পশ্চিম এশিয়া। সুতরাং যা আদায় করার, তা করতে হবে চটজলদি।

এই পরিকল্পনা মাথায় রেখেই সম্ভবত প্রাতরাশ বৈঠকে আজ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ যথার্থ ভাবেই বুশের মন বোঝার চেষ্টা করেছেন। কার্যত উহ্য রেখেছেন সেই সব প্রসঙ্গ, যাতে সুর কাটতে পারে। তাই ভারত-মার্কিন সম্পর্ক এবং তার সাফল্য ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে ইচ্ছে করেই এই আলোচনাকে পাকিস্তান-কেন্দ্রিক করে তোলা হয়নি। কারণ, ভারত জানে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার লড়াইয়ে শরিক হিসাবে ওয়াশিংটনের কাছে পাকিস্তানের ভূমিকাও অপরিহার্য। পাশাপাশি মনমোহন আজ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদের ব্যাপারেও নির্দিষ্ট করে মার্কিন-সমর্থন চাননি। যদিও তাঁর এই সফরের অন্যতম প্রধান বিষয় এটিই। মার্কিনরা সম্ভবত এখনও এ ব্যাপারে ভারতকে খোলাখুলি সমর্থন করতে প্রস্তুত নয়, তা বুঝেই ভারতও সৌজন্যের খাতিরে আমেরিকাকে চাপ দিতে চায়নি।

দুই শীর্ষ নেতাই একমত হয়েছেন যে, তাঁদের দুই দেশের সাম্প্রতিক সামরিক সমঝোতার ফলে সন্ত্রাসবাদ ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার মতো আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার পথ খুলে গিয়েছে। বিজেপি জোট সরকারের কৃতকর্মের থেকে মনমোহন সরকারের কাজ আলাদা করে চেনানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহযোগীরা এই সম্পর্কের নতুন একটা শিরোনামও তৈরি করেছেন— 'সহযোগিতা ও আস্থার অংশীদারি'। এক ঘন্টার বৈঠকের পরে যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষা-সহযোগিতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। তাতে রয়েছে ভারতকে মার্কিন অস্ত্র বিক্রির প্রসঙ্গও।

প্রাতরাশের টেবিলে স্বভাবনম্র মনমোহন অবশ্য তাঁর দৃঢ় মনোভাবটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বুশকে তিনি বুঝিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি-প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ বটে, কিন্তু সীমান্তপারের সন্ত্রাস বন্ধ করতে পাকিস্তান যে অঙ্গীকার করেছিল, তা পালন করতেই হবে। মনমোহন বলেছেন, শান্তি প্রক্রিয়ায় সরকারের সঙ্গে ভারতের জনসাধারণও যাতে সামিল হয়, তার জন্য পাকিস্তানকেও কথা রাখতে হবে। ভারতীয় কূটনীতিকদের আশা, প্রেসিডেন্ট বুশ এই বার্তা জেনারেল মুশারফের কাছে পৌঁছে দেবেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে যোগ দিতে

এর পর চারের পাতায়

চান মনমোহন

প্রথম পাতার পর

মুশারফও এই মুহূর্তে নিউ ইয়র্কে আগামী কালই তিনি বুশের সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকেও বসবেন। বুশ ও আজ মনমোহনকে বলেছেন, পৃথিবী র যে কোনও জায়গায় যে কোনও রক ম সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিক না কেন, তার মোকাবিলা করতেই হবে। বৈঠকের পরে ভারতের বিদেশসচিব শ্যাম সারন এক বিবৃতিতে জানান, "আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেছি।"

বুশ এবং মনমোহন বাণিজ্যিক বিষয়ে সহযোগিতা গড়ে তুলতেও একমত হয়েছেন। বিশেষ করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা বৈঠকের জটিল চুক্তিগুলির বিষয়ে এই সহযোগিতা জরুরি বলে তাঁরা মনে করেন। তবে বাম মিত্রদের কথা মনে রেখে মনমোহন বলেছেন, অর্থনৈতিক সংস্কার আরও ব্যাপ্ত করতে তাঁর সরকার যেমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তেমনই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমাজের বঞ্চিত শ্রে ণির প্রয়োজনের দিকে নজর দিতে। এ ই সুযোগে মার্কিন অর্থনীতিতে ভারতীয় আমেরিকানদের ভূমিকারও প্রশংসা করেন প্রেসিডেন্ট বুশ।

22 SEP 2004

ANADABAZAR PATRIKA

পরমাণু গবেষণা ক্ষেত্রে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উঠল

সীমা সিরোহি ● ওয়াশিংটন

১৮ সেপ্টেম্বর: ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের বৈঠকের মাত্র কয়েক দিন আগেই ভারতে পরমাণু গবেষণা সংক্রান্ত রফতানির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল মার্কিন প্রশাসন। ছ'বছর আগে পোখরানে পরমাণু পরীক্ষার পরেই ভারতের উপরে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল মার্কিন প্রশাসন।

এই চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই এন ডি এ সরকারের আমলে শুরু হওয়া ভারত ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 'কৌশলগত সমঝোতার পরবর্তী পদক্ষেপ' (নেক্সট স্টেপস ইন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ বা এন এস এস পি) শীর্ষক আলোচনার প্রথম ধাপের আলোচনাও শেষ হয়েছে। ভারত ও আমেরিকার পক্ষ থেকে এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এন এস এস পি-র আওতায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে দু'টি রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক দিক থেকে উপকৃত হবে। পাশাপাশি, সারা বিশ্ব এবং আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ভারত ও আমেরিকার পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বিদেশসচিব শ্যাম সারন ও মার্কিন বাণিজ্য দফতরের আন্ডার-সেক্রেটারি কেনেথ জাস্টার। মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে এই চুক্তিকে 'ঐতিহাসিক' বলে বর্ণনা করে শ্যাম বলেন, "বুশ ও মনমোহনের বৈঠকের ঠিক আগেই এ রকম একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত।" উল্লেখ্য, এই চুক্তির ফলে মার্কিন মুলুক থেকে অসামরিক পরমাণু গবেষণা ক্ষেত্রে আমদানির উপরে আর কোনও বাধা থাকল না। ১৯৯৮ সালে পরমাণু পরীক্ষার পরে ইসরো মার্কিন প্রশাসনের 'কালো তালিকা'য় চলে গিয়েছিল। এই চুক্তির সঙ্গেই তা ফিরিয়ে নেওয়া হল। অবশ্য এর বদলে ভবিষ্যতে পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধে ভারতের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়েও মার্কিন প্রশাসনকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এন এস এস পি-র দ্বিতীয় ধাপে পরমাণু বিদ্যুৎ গবেষণার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে মার্কিন প্রশাসনের তরফে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিষয়ক কিছু অত্যাধুনিক যন্ত্র ভারতে রফতানি করা যাবে বলে দু'দেশের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকেই আশাপ্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম ধাপের এই আলোচনায় দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সেখানে ভারতের বিদেশসচিব গত জুন-জুলাই মাসে ভারতে সীমান্ত সন্ত্রাস বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এমনকী, সাম্প্রতিক ভারত-পাক দুই দেশের বিদেশসচিবদের বৈঠকের বিষয়সূচি নিয়েও আলোচনা হয়।

পরে শ্যাম বলেন, "৬ জানুয়ারি পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ বলেছিলেন যে পাকিস্তানের ভূখণ্ডকে তিনি কোনও অবস্থাতেই সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করতে দেবেন না। আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সেই আশ্বাস থেকে সরে এসেছে।"

এ প্রসঙ্গে মার্কিন নীতিরও সমালোচনা করেন শ্যাম। তাঁর মতে, পাকিস্তান থেকে আল কায়দা ও তালিবান জঙ্গিদের তাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে মার্কিন প্রশাসন ক্রমাগত চাপ দিলেও কাশ্মীরে সন্ত্রাস বন্ধের বিষয়টি নিয়ে তারা নীরব রয়েছে।

এর সঙ্গে সঙ্গেই শ্যাম অবশ্য মনে করিয়ে দেন, এই সমস্যা অবশ্য ভারত নিজেই সমাধান করবে। এ বিষয়ে কোনও দেশকেই তারা মধ্যস্থ হিসাবে চায় না। মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ইরাকের পুনর্গঠনে ভারতের সাহায্য পাওয়ার আশায় সে দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে বিদেশসচিবকে জানানো হয়। বিদেশসচিব জানিয়েছেন, ইরাক পুনর্গঠনে ভারত স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে সর্বতো ভাবে প্রস্তুত।

19 SEP 2003

US lifts curbs on hi-tech exports

India foresees 'liberal & predictable' licensing regime

S. Rajagopalan
Washington, September 18

THE US has agreed to ease export controls on equipment for India's civilian nuclear and space facilities following New Delhi's express commitment to address all American concerns on proliferation.

The landmark agreement, clinched here on Friday, clears the decks for what New Delhi regards as a "far more liberal and predictable" licensing regime on the issue of high-technology transfers for civilian space and nuclear programmes. The agreement also sets the stage for a productive meeting between Prime Minister Manmohan Singh and President George W. Bush in New York next week.

A joint statement said that Indian steps to address proliferation concerns "have enabled the US to make modifications to its export licensing policies that will foster cooperation in commercial space programmes and permit certain exports to power plants". The modifications include the removal of Indian Space Research Organisation (ISRO) headquarters from the US Department of Commerce's Entity List that bars trade dealings. There was no official word yet about the other Indian establishments on the list.

The statement spoke of "major progress" leading to the successful conclusion of phase one of the *Next Steps in Strategic Partnership* initiative announced by Bush and former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee last January. It also stated the two countries would have a joint implementation group as they press forward on strategic partnership. "Implementation of the NSSP will lead to significant economic benefits for both countries and improve regional and global security," the statement noted.

Foreign Secretary Shyam Saran, who led the Indian side, termed it a landmark agreement that "opens the doors for much, much more expanded interaction" on high-technology transfers in space and nuclear fields. Pressed for specifics, he said details would become clear once administrative procedures are gone through and notifications issued.

While phase one focused on space cooperation, the next phase will deal with the nuclear side, Saran indicated. He stressed that NSSP was "a process" and "not a single event". In addition to civilian nuclear, space and high-technology trade issues, the two countries have agreed to expand dialogue on missile defence.

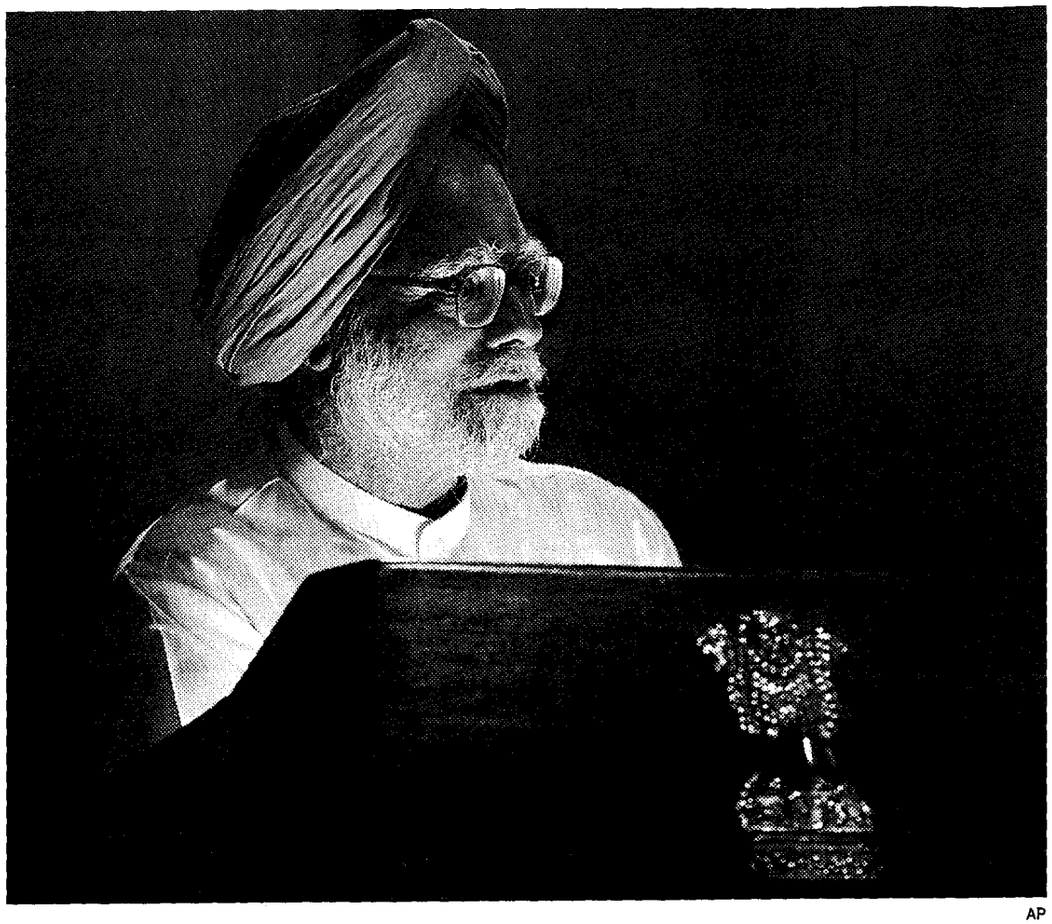

AP

Prime Minister Manmohan Singh speaks at the National Advisory Council's website launch in New Delhi on Saturday.

Apart from talks with under secretary of commerce Ken Juster over NSSP, Saran held parleys with under secretary of state Marc Grossman under the umbrella of "regular foreign office consultations". He met deputy national security adviser Steve Hadley, under secretary of defence Doglas Feith, under secretary for global affairs Paula Dobrianksy and Senate Foreign Affairs Committee chief Richard Lugar.

Indo-UK pact on strategy

Seeking to give a major thrust to their multifaceted ties, India and Britain will sign a joint declaration outlining future strategy to combat key global challenges like terrorism after substantive talks between Prime Minister Manmohan Singh and his British counterpart Tony Blair in London on Monday. The declaration would also dwell on ways to tackle problems of illegal immigration and conflict resolution and provide for enhanced cooperation in science and technology, official sources said. The two sides are also expected to announce constitution of a joint economic and trade panel at the ministerial level.

Singh travels to London tomorrow on his first-ever visit outside Asia after assuming office as Prime Minister. After a day's visit, he will proceed to New York to attend the UN General Assembly (UNGA) session. He will address the UNGA session on September 23. Ahead of it, he will have his first meeting with Bush over breakfast on September 21. He will also meet leaders of Afghanistan, Japan, Germany and Brazil on the margins of the UN session. Britain, which planned to have a "strategic relation with India over the next decade", would reiterate its support to India's candidature for a permanent seat in the Security Council and would continue to work with India to achieve this, the sources said.

Singh will be holding talks with British PM Tony Blair on a range of regional and international issues including future strategy by the two countries on combating terrorism, conflict resolution and dealing with other pressing issues.

A new India-UK finance and economic dialogue, a structured dialogue on climatic change and a viable returns agreement on illegal immigrants will form the basis of the fresh understanding, according to a senior British official. They are also expected to address issues affecting the South Asian region, including Pakistan and Afghanistan, besides the Iraq and West Asia issues.

George W. Bush and Pervez Musharraf

Pervez media blitzkrieg

Under pressure from certain quarters to shed his army uniform, Pakistani President Pervez Musharraf will reach New York on Sunday to launch a media blitzkrieg to create a favourable opinion for his proposal to continue as President and army chief.

He has a busy schedule, which includes interviews to the mainstream US media, bilateral meetings and interaction with US legislators. The General is likely to meet Bush on Wednesday and Manmohan Singh a day later. He'll address a meeting of expatriate Pakistanis in Washington.

Significantly, the thrust of his current New York visit appears to be not much on his first meeting with Singh or to queer the pitch over Kashmir as in the past, but more on an apparent decision to continue as Chief of Army disregarding his public commitment last year and a quid pro quo deal with Islamist alliance Muttahida Majlis Amal (MMA) to ratify his constitutional reforms. MMA has said it will not support any resolution encouraging the President to retain his uniform after December 31.

AFP, Islamabad

19 SEP 2004

THE HINDUSTAN TIMES

US eases nuke export curbs

INDO-ASIAN NEWS SERVICE

WASHINGTON, Sept. 18. — In a major step towards sealing their growing "strategic partnership", the United States has agreed to ease export controls on equipment for India's nuclear power plants and for its civilian space programme.

The development comes ahead of the meeting on 21 September between Prime Minister Dr Manmohan Singh and US President George W. Bush in New York.

This follows an agreement between the two countries on what is called the Next Steps in Strategic Partnership initiative, which also envisages easing of export licensing policies to expand bilateral cooperation in commercial space programmes undertaken by the Indian Space Research Organisation.

An indication to this effect was given in a joint statement issued at the end of the two-day talks yesterday between the under-secretary of state for political affairs Mr Marc Grossman and visiting Indian foreign secretary Shyam Saran.

It says these efforts have enabled the USA to make modifications to their export licensing policies that will foster cooperation in commercial space programmes and permit certain exports to power plants at safeguarded nuclear facilities. The statement talks of "implementation of measures to address proliferation concerns and ensure compliance with US export controls".

These export controls were part of the sanctions slapped by the US on India in protest against its 1998 nuclear tests.

The joint statement, released yesterday night at a press conference addressed by Mr Saran, says: "The progress announced today is only the first phase in this important effort, which is a significant part of transforming our strategic relationship.

"Implementation of the NSSP will lead to significant economic benefits for both countries and improve regional and global security."

The two countries agreed in January to expand cooperation in three specific areas: civilian nuclear activities, civilian space programmes, and high-technology trade. The two also agreed to expand their dialogue on missile defence. These areas of cooperation are designed to progress through a series of reciprocal steps that build on each other.

Since then, the statement points out, the two governments have worked closely together to conclude phase one of the NSSP. This has included implementation of measures to address proliferation concerns and ensure compliance with US export controls.

These modifications, including removing the ISRO from the Department of Commerce Entity List, are fully consistent with US non-proliferation laws, obligations, and objectives.

It says the USA and India will continue to move forward under the NSSP and have a joint implementation group for this purpose.

THE STATESMAN 19 SEP 2004

For America, it's still one standard for US security and a different one for India's

Self-surfing USA

BY K. SUBRAHMANYAM

DID YOU SAY DETERRENCE?: Strobe Talbott and Jaswant Singh, January 1999

IN 1998-99, when Jaswant Singh and US Deputy Secretary of State Strobe Talbott engaged in a dialogue of a number of rounds on the nuclear issue in the aftermath of Shakti tests, there were strident demands from sections of the BJP as well as opposition parties that there should be greater transparency about the ongoing discussions. There were even charges against the Indian side that it was yielding to US pressure. Now Talbott, in his very readable book *Engaging India*, has come out with a full account of the dialogue. It turns out that the Indian side did not yield to US pressure but firmly defended the country's security interests as defined by Delhi.

Jaswant Singh emerges from the account as a kind of hero for the sophisticated manner in which he softly stonewalled the American demands and yet developed and maintained a very warm friendship with Talbott. The book also reveals that in 1994, when the US proposed a conference of five nuclear powers, Japan and Germany, Pakistan and India to discuss the proliferation issue India demanded that the list should include North Korea, Iran and Libya. While Talbott admits that this demand was justified, he has no comment to offer on why and how the Indians were able to focus attention on the three countries with which Pakistan was at that time engaged in clandestine proliferation activity and what the US intelligence was informed at that time on that proliferation. The conference was never held.

While he mentions China as one of the helpers of Pakistan's nuclear weapons programme, the continuing Chinese help to Islamabad's weaponisation, Beijing's association with A.Q. Khan's activities (illustrated by the Chinese weapon drawings in Libya) and the supply of ring magnets to Pakistani centrifuges — all of which indicated that Pakistani arsenal was only an extension of the Chinese arsenal — do not find mention.

He recommends India should adopt the international standard of export controls. But the international standards as practised by Britain, France, Germany and Switzerland were to permit Khan and the Pakistani military establishment to indulge in black-market sale of West European nuclear equipment and technology and for the West to look the other way. Is that what he wants India to do?

Talbott mentions his being involved in efforts to persuade Russia to permit changes in the anti-ballistic missile treaty to allow the US to construct a missile defence against a future North Korean missile threat. But the transfer of North Korean missiles to Pakistan, and Islamabad firing Ghauri missile in April 1998, did not appear to amount in Washington's view a sufficient challenge to Indian security to warrant Delhi carrying out nuclear tests.

In other words, there is one standard for US security and a different one for the Indian security. He has hinted at his scepticism about US authorities accepting the Pakistani claim that their military was not involved in Khan's proliferation activities. But he has no comment to offer on how India should safeguard its security, placed between proliferating China and Pakistan in an axis with a totally permissive non-proliferation regime which looked away as China, Britain, France, Germany and Switzerland combined with Khan in establishing an international nuclear Walmart.

Talbott pressed for an Indian nuclear doctrine when it was well-known that no other nuclear power has published a doctrine. When the National Security Advisory Board came up with its doctrine of no-first use, minimum credible deterrence, absolute civilian control on the weapons and commitment to disarmament, in a leap of imagination Talbott and his advisors concluded that India was about to build an arsenal, a replica of the US deterrent which at its height exceeded 30,000 warheads because the document mentioned strategic triad.

Sea-based and mobile delivery systems are less vulnerable to an adversary's strike in a no-first use situation and the size of a survivable arsenal is directly proportional to its vulnerability. A submarine fitted with a cruise missile is not beyond India's capability in the next decade. The doctrine, meant as a long-term guideline, took into account this possibility and included the sea-based systems to keep the size of the deterrent to the lowest minimum possible.

Only a highly prejudiced perspective could have interpreted this as an attempt to build an arsenal equalling that of Britain, France and China. Unfortunately, Jaswant Singh did not explain the logic of the Indian doctrine to the Americans. That is not surprising since no Indian politician had anything to do with its formulation, nor did they attempt to understand it.

Talbott continues to maintain that India should not be allowed to get into the nuclear club as a legitimate member since that would wreck the present NPT. At the same time, he cannot imagine a solution to the challenge posed by Indian and Pakistani tests beyond asking these two countries to exercise restraint and sign the CTBT. There is a logical solution — to declare the first use of nuclear weapon, a crime against humanity punishable by all nuclear weapon powers under UN authority. It is because the US and other western nuclear weapon powers want to retain their right to use of nuclear weapons first that other nations find them a currency power.

US permissiveness in respect of Pakistani proliferation with Chinese help in the Eighties and the West European and Chinese black-marketing in nuclear weapon technology with the help of A.Q. Khan and Pakistani military compelled India to have a minimum credible deterrent with the pledge of no-first use.

Bill Clinton is quoted asserting that India did not need nuclear weapons as it did not face any threat. If India, placed between a hostile China and a Pakistan sworn to bleed India through a thousand cuts, did not face a security problem, what security problem justifies US waging war thousands of miles away maintaining the largest nuclear arsenal and seeking withdrawal from the anti-ballistic missile treaty?

Talbott, in spite of his empathetic approach to India, continues to be a prisoner of the traditional nuclear cult of the Cold War era. It is no surprise that he could not make any headway against Jaswant Singh and his team.

THE HIND... TIMES ... 2004

মার্কিন পরমাণু, ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি পাচ্ছে ভারত

সীমা সিরোহি ● ওয়াশিংটন

১৫ সেপ্টেম্বর: সব কিছু ঠিকঠাক চললে আর কিছু দিনের মধ্যেই পরমাণু ও ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত অত্যাধুনিক মার্কিন প্রযুক্তি পেতে চলেছে ভারত। দীর্ঘ টালবাহানার পরে এই প্রযুক্তির 'অপব্যবহার' বা তা অন্য কোনও দেশকে বিক্রি না-করার শর্ত মানতে রাজি হয়েছে ভারত। পারস্পরিক সহমতের ভিত্তিতে দেশের পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে পর্যবেক্ষণ চালাতে দিতেও নয়াদিল্লি রাজি। বুশ প্রশাসন আগেই জানিয়েছিল, ভারত সরকারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আশ্বাস পাওয়ার পরেই পরমাণু ও ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করা হবে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ইসরো) উপর থেকে নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেবে তারা।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের আমেরিকা সফরের ঠিক আগে প্রযুক্তি হস্তান্তর নিয়ে অচলাবস্থা কাটল। মার্কিন সরকারি সূত্রের খবর, কৌশলগত সমঝোতা নিয়ে আলোচনার সবচেয়ে জটিল পর্বটাই পেরিয়ে আসা গিয়েছে। মনমোহনের সফরের সময়ই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ঘোষণা হতে পারে।

এই সমঝোতার কৃতিত্বটা আদৌ কংগ্রেস সরকারের নয়। প্রায় এক বছর আগে অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলেই কথা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। তার পরেই আলোচনায় ভারত ঢিলে দেওয়ায় সমঝোতার ঘোষণা হতে গিয়েও হয়নি। ভারতের তরফে পিছিয়ে আসার কোনও কারণ না-দেখানো হলেও লোকসভার ভোট, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা, আর পুরনো সংশয়কেই এর কারণ বলে মনে করে বুশ প্রশাসন। ক্ষমতায় আসার পরে সমঝোতা প্রক্রিয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে কংগ্রেস। আমেরিকার কাছ থেকে আরও সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করছিলেন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ। ভারতের এই মনোভাবে এতটাই বিরক্ত হয়েছিল আমেরিকা যে, একটা সময় বিষয়টি নিয়ে আর এগোনো হবে না বলেই ঠিক করে ফেলেছিল তারা। শেষে মত পাল্টে আমেরিকার শর্তে রাজি হয়েছে নয়াদিল্লি। সমঝোতার ফলে স্বীকৃত পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রবেশের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ভারত। এবং সেটা ইসলামাবাদ ও বেজিংয়ের আপত্তি সত্ত্বেও।

ANADABAZAR PATRIKA

16 SEP 2004

India, U.S. close to deal on high-technology transfers

By C. Raja Mohan

NEW DELHI, SEPT. 14. In what could be a major diplomatic triumph for the Congress-led coalition, the Government is close to clinching a deal with the United States on the liberalisation of high-technology transfers to India.

Senior officials from both sides who have been working hard to resolve the outstanding differences in recent days are expected to deliver on the deal by the time the Prime Minister, Manmohan Singh, and the U.S. President, George W. Bush, hold their first meeting next week on the margins of the United Nations General Assembly.

Consolidation of ties

The agreement would mark the further consolidation of Indo-U.S. relations as well as the first substantive breach in the high-technology blockade that India had to confront for three decades.

In his talks this week in Washington, the Foreign Secretary, Shyam Saran, is expected to tie up the loose ends in the bilateral agreement on advanced technology transfers and non-proliferation.

As a result, cooperation in the area of civilian uses of space technology is expected to get a big boost. The flow of so-called "dual-use" technologies that could be used for military and civilian purposes is also expected to accelerate.

This is the first significant movement in the "Next Steps in Strategic Partnership" (NSSP) between the two countries that was announced last January by the then Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee, and Mr. Bush.

Glitches

While the two leaders settled the broad framework, the negotiations on finalising the first phase of the NSSP ran into a number of glitches. Resistance from the non-proliferation bureaucracy in Washington had been part of the problem.

Within weeks after taking charge, the Manmohan Singh Government embarked on some intense engagement with the Bush Administration and is now all set to finalise the deal.

All doubts expressed about the future of bilateral relations following the recent change of Government in New Delhi are now likely to be set at rest.

The NSSP was conceived as a framework to reconcile, in a phased manner, India's interest in high-technology transfers and U.S. concerns on non-proliferation. In every phase, both sides are expected to take matching steps.

NEWS ANALYSIS

Under the first phase, the U.S. agrees to loosen controls over space and dual use technologies while India tightens its regulations on the transfer of sensitive items to third parties.

The second phase of the NSSP negotiations could see some tougher issues on the table and Dr. Singh would want a strong political commitment from Mr. Bush to accelerate the process with greater vigour, if he does come through the polls in November.

A major milestone

The conclusion of the first phase of the NSSP marks a major milestone in the Indian effort over the last three decades to break out of the isolation from international high-technology commerce after the first nuclear test in May 1974.

As a series of sanctions buffeted India after Pokharan I, Indira Gandhi, and later, Rajiv Gandhi, explored a way out. The 1984 Indo-U.S. Memorandum of Understanding was a product of their intense efforts.

A dead letter

But the renewed international concerns on proliferation after the first Gulf War of 1991 made the 1984 MoU a dead letter. After the 1998 tests, the talks between the External Affairs Minister, Jaswant Singh, and the U.S. Deputy Secretary of State, Strobe Talbott, attempted to break the deadlock.

But the Clinton Administration was not willing to loosen its grip on high-technology trade. Nor was India willing to accept the non-proliferation benchmarks set by it.

The advent of the Bush Administration in 2001 saw a more favourable climate for the resolution of Indo-U.S. nuclear differences.

In his meeting with Mr. Vajpayee in November 2001, Mr. Bush promised a new look at technology controls against India. The then National Security Adviser, Brajesh Mishra, and his American counterpart, Condoleezza Rice, tried to hammer out an agreement.

But what came out was a general statement of intent to cooperate that was issued by Mr. Vajpayee and Mr. Bush in January 2004.

While an agreement on the details eluded the Vajpayee regime, the Congress Government seized the moment to clinch the deal.

The breakthrough on accessing the high-technology market in the U.S. will help showcase the first visit to America by Mr. Singh as an important moment in the history of Indo-U.S. relations and a major step towards recasting India's position in the global nuclear order.

THE HINDU

'Engagement between India, U.S. deepening'

By Sridhar Krishnaswami

WASHINGTON, SEPT. 11. The engagement between India and the United States is deepening in the realm of politics, economics and security dialogue, and at the social level involving the Indian diaspora, said the co-chair of the Indo-U.S. Parliamentary Forum (IUPF), B.J. Panda, member of Parliament, belonging to the Biju Janata Dal.

Mr. Panda led a seven-member multi-party delegation of the IUPF, which also included a business delegation under the aegis of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI). The delegation had several interactions with the United States Government, the Congress, think-tanks and with leaders of the Indian-American community here.

"India figures much more onthe radar,and there is more in-depth discussion of India in the United States," Mr. Panda said, reflecting upon the last three years of the formation of the IUPF and the past missions at a press conference.

The discussions with various government entities and those outside the Government were "across the board" — an exchange of views on general areas of bilateral engagement, he said.

At the Pentagon, where the IUPF delegation met the Under Secretary of Defence for Policy Douglas Feith, the Deputy Secretary of Defence, Paul Wolfowitz dropped by. Mr. Panda said that both Mr. Feith and Mr. Wolfowitz apprised the delegation of the defence situation, including the joint exercises that India and the U.S. had conducted and reflected onhow India had beenviewed in the past "and how it has changed." A recurring theme in all the discussions — not just at the Pentagon — was one of "greater partnership with India on all issues."

He said the commonly asked question was whether there would be continuity of policies given the change in the Government in New Delhi. This seemed to be the main interest of the Americans, when earlier it would have been India and Pakistan. On the issue of continuity of policies, Mr. Panda said, "Broadly, there will be."

Mr. Panda saidthe issue of outsourcing also came up. The leader of the IUPF said there is "misconception on both sides" and that American businesses had a better appreciation of what India has to offer.Politicians understand the difference between rhetoric and reality — and the reality is that American people realise open trade is good for them. "Issues such as outsourcing are just a hiccup," Mr. Panda observed.

The president of FICCI, Y.K. Modi, said in the realm of increasing economic interaction, especially in the area of high-tech cooperation, there is work to be done on both sides. The issue of American investments in India was raised, Mr. Modi said, stressing that "more work has to be done by India... we have to sell." Other issues discussed included dumping, GSPs and tariffs. "The United States realises that India is a standalone power," he said.

THE HINDU

THE HINDUSTAN TIMES

Bush resolves to better relations with India

S. Rajagopalan
Washington, September 1

US PRESIDENT George W. Bush says that building an "enhanced, comprehensive relationship" with India will be a high priority for him if elected for a second term this November.

The President has also indicated that he is eyeing an India visit in the event of a re-election.

"Certainly, relations with India and security in the subcontinent will be high priorities during a second term. I very much hope I will have the opportunity to visit India," Bush said in an interview to India Abroad, the ethnic Indian weekly published from New York.

> *"Relations with India and security in the subcontinent will be high priorities during a second term"*

ALL THE PRESIDENT'S PROMISES

He was upbeat on the latest US-India initiative, called "Next Steps in Strategic Partnership (NSSP)", and said it would "enhance our civil nuclear, space and high-technology cooperation as India's export control and nonproliferation regimes are strengthened".

Bush said he looked forward to working with Prime Minister Manmohan Singh, whom he will be meeting on the sidelines of the United Nation's General Assembly session later this month.

The US President, who had irked many in India by granting Pakistan the "major non-Nato ally" (MNNA) status a few months ago, rejected the view that the new status would lead to an infusion of sophisticated weapons into Pakistan.

"Our relationship with India exists on its own merits, and is independent of our relationship with Pakistan. This is good for India, Pakistan and the United States," the President said.

> *"Indo-US relationship exists on its own merits, and is independent of our relationship with Pakistan"*

Questioned on Pakistan's continuing bid for a US mediation on the Kashmir issue, Bush was emphatic that Washington would not assume any such role and instead confine itself to urging India and Pakistan to work together as they have done in recent months.

While dismissing Islamabad's periodic calls for a West Asia type of involvement for the United States in Kashmir, Bush pointedly remarked: "Every conflict in the world has its own dynamic. I don't view our involvement in Northern Ireland or the West Asia as a template to be rigidly applied to all other areas of the world."

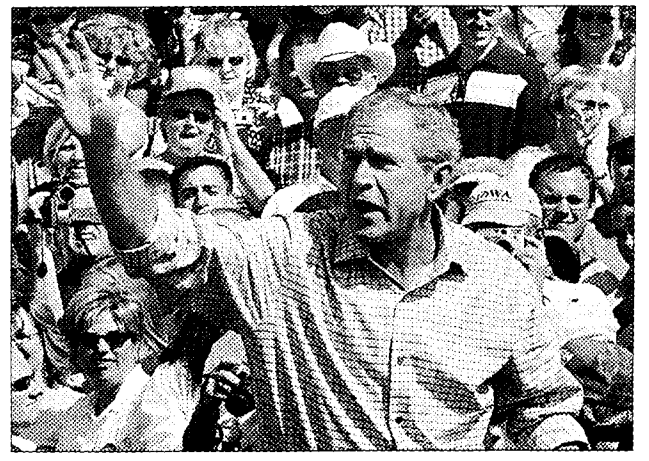

George Bush at a Republican conference in New York

'Historical transformation' of Indo-US ties

Press Trust of India

NEW YORK, Aug. 31. — Describing India as a "growing power", President George W Bush's Republican Party today said Indo-US ties have undergone "historical transformation" under his leadership. In a 93-page manifesto released on the opening day of the Republican Convention here, the party hailed Mr Bush's war on terrorism and vowed to continue his efforts to realign global priorities and push for democracy around the world.

With regard to India, it said: "The USA has undertaken a historic transformation in its bilateral relationship with India... India (is) a growing power with which we have common security interests and a shared fundamental commitment to political freedom and representative Government." The party praised its leader for "dramatically refashioning" US' relationship with Pakistan while waging a war against terrorism, an issue which is dominating Mr Bush's re-election campaign.

"Three years ago, Pakistan was one of the few countries in the world that recognised the Taliban regime," now "Pakistani forces are rounding up terrorists along their nation's western border. Today, because we are working with Pakistani leaders, Pakistan is an ally in the war on terror, and the American people are safer." The party described Taliban as "one of the most backward and brutal regimes of modern history" and said that Afghanistan was now "a world away from the nightmare" of their rule.

The party said US relations with Asia since Mr Bush took office have "never been better," based on alliances with Australia, Japan, South Korea, Thailand and The Philippines. Those alliances were "bolstered" by "strong relationships with friends such as India, Singapore, Indonesia, Taiwan and New Zealand," it said in its manifesto titled 'A Safer World, A More Hopeful America. The party came down heavily on China, warning i against any military moves against Taiwan. "All issues regarding Taiwan's future must be resolved peacefully and must be agreeable to the people of Taiwan." "If China violates these principles and attacks Taiwan, then the USA will respond appropriately," it warned.

The Republicans also gave a no-nonsense warning to North Korea, part of Mr Bush's "axis of evil" and accused by Washington of operating a nuclear weapons programme in violation of a 1994 agreement.

THE STATESMAN 1 SEP 2004

The Economic Times

Armitage Does The Needful, Recognises Need To Educate US Airport Staff

US sorry about George body search

Our Political Bureau
NEW DELHI 14 JULY

SEEKING to put an end to the controversy over George Fernandes' body search while entering US, the Bush administration on Wednesday apologised to the former Union defence minister, even while denying that he had been "strip-searched."

One of the first things that US deputy secretary of state, Richard Armitage did on reaching New Delhi was to call up Mr Fernandes and personally tender an apology for the unwarranted lapse. "On the way in the car here, I had the opportunity to telephone my old friend George Fernandes and told him I had heard about the problem he had. I was horrified about it and I personally apologised to him," Mr Armitage said after he met leader of Opposition L.K. Advani.

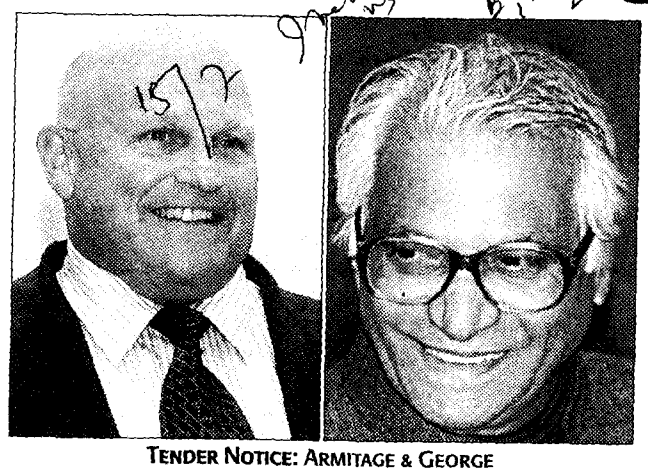

TENDER NOTICE: ARMITAGE & GEORGE

Later at a press conference, Mr Armitage hoped that such an incident never happened. While contending that the heightened security beef-up after 9/11 was amongst the reasons.

He said the only way such incidents could be avoided was by educating "our own people manning the customs and immigration desks at US airports."

Mr Fernandes, who has described the experience at Washington's Dulles Airport as an "ordeal," on Wednesday said he had not been "strip-searched" but only asked to remove his coat, socks and shoes for the security check. The issue became a controversy after it got a mention in a book by the former US secretary of state, Strobe Talbott.

According to former deputy secretary of state Mr Fernandes was strip-searched twice in Dulles Airport in the US capital area when he was defence minister, once while on an official visit to Washington and another time en route to Brazil.

'Kerry will continue good ties with India'

By Sridhar Krishnaswami

WASHINGTON, JULY 14. If John Kerry becomes the U.S. President, the country's good relations with India, initiated by the former President, Bill Clinton, will continue, said the Permanent Chair of the Democratic National Convention, Governor Bill Richardson.

Mr. Richardson, a senior party leader who was at one time looked upon as a vice-presidential candidate, said that the soon to be Democratic nominee, Senator Kerry, was an internationalist. On outsourcing, Mr. Kerry had only stressed the need for having a policy of giving tax incentives to American companies for research and development.

"Senator Kerry voted for the free trade agreements, voted for free trade with China. He is an internationalist... What Senator Kerry is saying on outsourcing is that it's important that America has a policy where we give tax incentives for our companies that do research and development," Mr. Richardson, Governor of New Mexico, said.

"We recognise that outsource [outsourcing] is a reality but at the same time we want to keep our jobs and industries more at home here too," he said, making the point that India should welcome Mr. Kerry as America's president. "The Democratic Party has had a long tradition of ties with the sub-continent, with South Asia, especially India. And it was Clinton... that really opened up the American-Indian relationship. We'll continue that," Mr. Richardson said. The Permanent Chair of the National Convention was reminded that Mr. Kerry had called the chief executive officers of companies that outsourced as "Benedict Arnold CEOs," a reference to a "traitor" in some quarters during the revolutionary war. This had sparked widespread criticism in business quarters as this was seen as upping the ante for political reasons. Mr. Richardson said Mr. Kerry's reference was to the Enron CEO and others who misused stocks and other funds.

After the Wisconsin primary victory in February, Mr. Kerry had this to say on outsourcing: "We will repeal the tax loopholes and benefits that reward Benedict Arnold CEOs and companies for shipping American jobs overseas. Instead, we will provide new incentives for good companies that create and keep good jobs here in America."

THE HINDU

No request for Indian troops: Armitage

By Amit Baruah

NEW DELHI, JULY 14. The United States Deputy Secretary of State, Richard Armitage, said today that he had made no request that India send troops to Iraq during meetings with the Prime Minister, Manmohan Singh, the Defence Minister, Pranab Mukherjee, the External Affairs Minister, Natwar Singh, and other senior officials.

Addressing a press conference here, Mr. Armitage said, without being specific, on Iraq: "The Government of India has indicated there are ways by which they might be helpful ... there might be some training opportunities here in India."

Briefing the press on Mr. Armitage's meetings, the External Affairs Ministry spokesman said separately that the two sides exchanged their perceptions and assessments on Iraq.

Welcoming the transfer of power as a first step towards full sovereignty, India stated its concerns about the sovereignty, independence and territorial integrity of Iraq.

India, the spokesman said, reiterated its willingness to reconstruct Iraq in line with the views of the people and Parliament of India. New Delhi wanted the early restoration of security, stability and the way of life of the Iraqi people.

Asked if the Government had raised the issue of the vigorous body searches that the then Defence Minister, George Fernandes, was subjected to in 2002 and 2003, he said the "issue" had already been addressed by Mr. Armitage.

For his part, Mr. Armitage said he had expressed his "sincere apologies" to Mr. Fernandes during a telephone conversation with the former Defence Minister this morning.

Asked what steps the U.S. would take to ensure that such incidents did not recur, Mr. Armitage said, "There are things that we can and should do." There was a need to educate the American personnel involved in customs and immigration work.

Mr. Armitage said he had no knowledge of the incidents involving Mr. Fernandes earlier. Asked if a protest had been lodged by India earlier, the U.S. official said he had no knowledge of it.

While stating that he would accept whatever the former Indian Ambassador to the U.S., Lalit Mansingh, had said on the issue, Mr. Armitage added that had there been a Government of India protest, he would have heard about it.

On whether there was any difference of approach between the previous and present Governments in India, he said: "I must say that there seems to be no difference between the Opposition and the Government in power on the desirability of enhanced India-U.S. relations."

"We have absolute confidence that the U.S.-India relationship will grow in all its aspects," Mr. Armitage said. Foreign policy itself was not a major area of disagreement between the Opposition and the United Progressive Alliance.

On whether Pakistan had dismantled the infrastructure of terrorism on its soil, he said all of it had not been dismantled. Referring to infiltration, he said "any level" of infiltration was too much.

The point, he said, was not to have any infiltration at all. Asked what he thought of Pakistani actions against the Al-Qaeda and Taliban terrorists on its border with Afghanistan, the U.S. official said the Pakistani friends were engaged in "full force" in the battle against the Al-Qaeda.

The whole question of Pakistan and the Taliban was more complicated, he said, adding that they wanted the Pakistanis to be "more muscular" on this issue.

Denying that the U.S. was getting increasingly isolated in Iraq, Mr. Armitage said the Iraqi people had accepted the new "government" with alacrity. In his view, Iraqis today were not fighting Americans, but other Iraqis.

THE HINDU

15 JUL 2004

'Strip-searched' George gets an apology

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, July 14: US deputy secretary of state Richard Armitage today apologised to former defence minister George Fernandes, who was "strip-searched" by American airport security staff twice, but said he was not aware of any complaint lodged by Delhi with Washington.

The humiliation the former minister faced — once in early 2002 at Dulles airport when he was on an official visit to the US and again in mid-2003 when he was on his way to Brazil — was kept a secret by the BJP-led National Democratic Alliance government.

Neither Fernandes nor any other member of the NDA ever spoke about it although the former minister has claimed that he did complain to American authorities. The incidents came to light recently when Armitage's predecessor, Strobe Talbott, published a book in which he spoke about how Fernandes was twice "strip-searched" by security officials at US airports.

The former defence minister has said he will never visit the US again. But he made his stand public only after excerpts from Talbott's book were widely quoted in the media.

"On the way in the car here, I had the opportunity to telephone my old friend George Fernandes and told him I had heard about the problem he had. I was horrified about it and I personally apologised to him," Armitage said this morning after meeting L.K. Advani. But he was quick to point out that Fernandes was subjected to a body-search, not a "strip-search".

Later, the former minister confirmed that Armitage expressed his "profound apology" but did not say if it would overturn his decision not to visit the US again. Giving his version of the incidents, Fernandes said he was asked to remove his coat, shoes and socks, which he did. "Then I was asked to spread my arms and then raise them," he said. "After that, *khel khatam ho gaya* (the game was over)."

Armitage made it clear he had not expressed "regret" but "apologised" to Fernandes and hoped that this would help change his stand of not visiting the US. "George is a dear friend of mine and a cherished friend of the US," the deputy secretary of state added.

The issue was raised in Lok Sabha today by the RJD and the Left who blamed the previous government for failing to take up the issue at the proper level with the US administration.

But the present government does not seem keen to revive the issue. Foreign ministry spokesperson Navtej Sarna stonewalled all questions with a one-liner that Armitage had already spoken about the incident and he had nothing more to say.

Officials said in private that the Centre is not interested in opening a front with the US over Fernandes' humiliation since he had himself kept quiet.

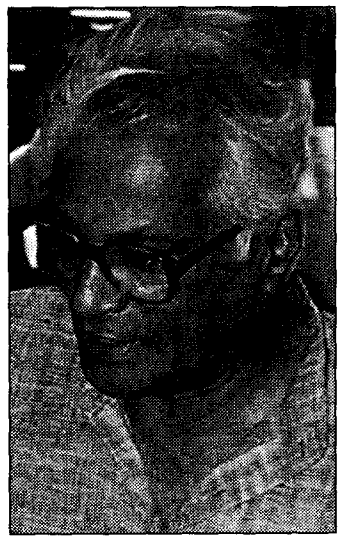

Fernandes

U.S. keen on continuing close military ties with India

By Sandeep Dikshit

NEW DELHI, JUNE 1. Expressing its readiness to continue forging close military ties with India in missile defence, defence-related technology and combined military exercises, the United States has said that it would wait for the new Government to finalise its policy in these areas.

"It is premature to be pressing a Government that has only been a few days in office on a major and complex issue as missile defence. Let them settle down a bit and then we will talk," said senior Pentagon official, Douglas Feith, at the end of the first day of high-level Indo-U.S. talks on military cooperation. The U.S. has taken the same position on the future of combined military exercises involving the three services. Maintaining that the ongoing Defence Policy Group (DPG) meeting did discuss holding joint military exercises in future as well, Mr. Feith said, "it is a matter for the Indian Government to decide which exercise to do".

The main focus of the first-ever military policy discussion with the United Progressive Alliance Government was to get the new leadership acquainted with the work done in the past in improving bilateral military cooperation. Mr. Feith described his meeting with the Defence Minister, Pranab Mukherjee, as "cordial".

With a new dispensation in office, the U.S. indicated that the coming interaction in Berlin and California on missile defence could be on hold. Cooperation in this area was discussed only in "general terms", he said, adding that "there are a number of connections underway and India has been invited by the U.S. to participate in certain programmes. We hope they will continue." At the same time the U.S. Under Secretary for Defence Policy said that "India would make its own decisions...We will be happy to talk and be as helpful as we can. The idea that there are serious missile threats was discussed and how different countries decide to deal with that threat. It is an important national decision but the U.S. would be happy to work on that project."

The senior U.S. official defended the previous lot of combined military exercises, some held in locations regarded by the Indian military as sensitive, and said the feedback indicated that they were "mutually beneficial."

He rebutted suggestions that the Indo-U.S. defence ties were cosmetic in nature and did not extend to hi-tech areas. "That is not our perception. We have done some significant defence trade with important technologies. The initiative announced in January is moving forward in cooperation on hi-tech and missile defence. It is an important way of taking the good work and advancing substantially." Both sides have over the years developed "important relationships" involving strategic cooperation on a large number of issues.

"Defence is an important component in strategic relationship and we have constantly exchanged ideas and solved problems in this area," he added.

Mr. Feith also did not subscribe to the impression of a slow-down in bilateral ties in key areas.

THE HINDU

2 JUN 2001

THE HINDU

India blips again on UN radar for Iraq

K.P. NAYAR

New York, May 31: The Bush administration plans to draw India into discussions on getting involved in Iraq as soon as the new government in New Delhi settles down in office, according to American sources at the UN.

Contrary to the popular perception in New Delhi that the Congress-led, Left-backed government of Manmohan Singh has come to office with a hands-off policy on Iraq, hopes are high here at the UN that India will not stay out of Iraq in the post-June 30 phase when Washington is promising to hand back sovereignty to Iraqis.

Both UN secretary general Kofi Annan and his special envoy on Iraq, Lakhdar Brahimi, are keen beyond anything they have said in public that India should become involved in Iraq after June 30, when a government picked by Brahimi will take over the powers of the Coalition Provisional Authority in Baghdad, sources at the UN told **The Telegraph**.

They are confident that in the coming months, external affairs minister K. Natwar Singh and national security adviser J.N. Dixit, faced with the realities of diplomatic realpolitik, will find themselves trying to convince the Left parties in favour of Indian involvement in Iraq instead of following their pre-election script of being hands off on that country.

The Indian permanent representative to the UN, Vijay Nambiar, whose exhaustive briefing here in September on the pros and cons of an Indian army role in Iraq was decisive in persuading former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee to say "No" to President George W. Bush, has been engaged by Annan and Brahimi in recent weeks on an Indian role in Iraq.

To the envy of other ambassadors to the UN, Brahimi's talks with Nambiar have been brutally frank and spectacularly free on the future of Iraq because the two men share a personal friendship, which spans two decades.

When Nambiar was India's ambassador in Algiers in the 1980s, Brahimi was diplomatic adviser to the Algerian President. Later when Nambiar was Indian high commissioner in Pakistan, Brahimi was appointed head of the UN Assistance Mission in Afghanistan.

Brahimi usually travelled through Islamabad to Kabul and met Nambiar, a former Indian ambassador to Afghanistan, to compare notes every time he went to Kabul.

Unfortunately, Nambiar retired today. With the new dispensation in South Block unable to decide on suggestions that he should get an eleventh-hour extension, New Delhi has lost a valuable link with key decision-makers at the UN on Iraq at a crucial time in that country's transition.

According to sources privy to the Brahimi's views, the change in government has placed India in a much better position to play a role in Iraq.

Arab diplomats at the UN are understood to have told the special envoy that many governments in West Asia have a history of proximity to the Congress and the Left.

They would welcome any Indian participation in Iraq's road back to normality.

The last US request for Indian troops for Iraq was made on April 7, by General Richard Myers, the chairman of the joint chiefs of staff, who went to the residence of the then Indian ambassador in Washington, Lalit Mansingh, on a particularly bad day for US forces battling insurgents all across central Iraq.

Mansingh got out of the quagmire of US pressure by pointing out to the General that India was in the middle of an election campaign.

Since then, the Bush administration has been humbled by the Abu Ghraib prison abuse scandal. Robert Blackwill, former ambassador to India and the national security council official dealing with Iraq, acknowledged to a delegation from India a few weeks ago that New Delhi's decision not to send troops to Iraq had proved to be wise.

Therefore, while the Bush administration may well coordinate the details of an Indian role in Iraq in future, the formal request and subsequent pressure on the new government on this issue may well come from the UN or the so-called sovereign government in Iraq and not directly from Washington.

India, U.S. relations will continue to grow: Powell

NEW DELHI, MAY 30. The United States Secretary of State, Colin Powell, has said that New Delhi and Washington wished to build on the solid foundation that has been developed in recent years.

In an interview to NDTV on Saturday, Gen. Powell said that as two greatest democracies, India and the United States "should be natural allies and we are."

Referring to the conversation the U.S. President, George W. Bush, had with the Prime Minister, Manmohan Singh, and his own talks with the External Affairs Minister, K. Natwar Singh, he said: "Clearly, we wish to build on the solid foundation that has been developed in recent years and we are pleased that our agenda will move forward."

Touching on the strategic partnership and cooperation in other areas, he said: "I am quite confident that the relationship will continue to grow."

Asked if the U.S. would make a fresh request to India to send troops to Iraq, he said: "If there is a formal request, it will not be coming from the U.S., it will be coming from the new sovereign government of Iraq" that will be in place in July. — PTI

THE HINDU 31 MA 2004

Sonia govt may not last: Wisner

ANI
WASHINGTON, MAY 17

EVEN as the stage is set for Congress president Sonia Gandhi to take over as prime minister, former US ambassador to India Frank Wisner said she may not remain in power for long.

The *Daily Times* quoted Wisner as saying on Sunday that the Sonia-led government might not remain in power for long. "It will be a hard-to-manage coalition and you may be back in a general election, then you will have a period of uncertainty, which will affect ...the Pakistan peace account, the reforms account, all governance issues in India," Wisner said.

He added that the victory margin was so "thin" that a reversal in the future was not inconceivable. "I would argue that, given the structure of the coalition put together at the moment, the thinness of the election could very well result in another general election in a year's time. As the mid-1990s show, you could go through a series of general elections," Wisner added.

Praising A.B. Vajpayee's peace initiatives, Wisner said: "Vajpayee felt very strongly. He felt it was an opening that would happen only once in a lifetime. Before the end of his political life, he wanted to make real progress on the Pakistan front."

INDIAN EXPRESS 18 MY 200

India Caucus launched in U.S.

By Sridhar Krishnaswami

WASHINGTON, APRIL 29. The Democratic Senator from New York, Hillary Rodham Clinton, has called for a new beginning on defining an anti-proliferation agenda and held out the hope that India and the United States could be among the leaders in this task.

Ms. Clinton made the remarks on Thursday at the formal launch of the Senate India Caucus, of which she is the co-chair.

The Caucus, which is bipartisan, has attracted 32 members in the 100-strong Senate.

Ms. Clinton stressed that India and the U.S. would have to lead into the new century of cooperation to prevent the proliferation of nuclear weapons. In this it was "imperative and urgent" that one should include not only India but also "our friends" in Pakistan and Israel and any other nations "to prevent rogue states like North Korea from not only obtaining nuclear weaponry but also in having the potential to intimidate others and use those weapons."

Senator John Cornyn, the Republican co-chair of the first-ever Senate Caucus dedicated to relations between India and the U.S., remarked that one of its objectives was to understand India better and discuss a number of issues such as political, security, trade and investments, including outsourcing.

"We have some disagreements. We also have the need for better understanding," the Republican lawmaker from Texas said and added that India and the U.S. had "nothing to fear from one another. We have great potential."

THE HINDU 3 APR 2004

Strategic ties with India important to U.S.: Boucher

By Sridhar Krishnaswami

WASHINGTON, APRIL 23. The United States State Department has said that the strategic partnership with India is important to Washington and it will continue to work "very hard" with India in taking that forward.

The State Department spokesman, Richard Boucher, declined comment on a statement made by India's outgoing Ambassador, Lalit Mansingh, that the U.S. not sharing with India the decision to grant Major Non-NATO Ally status to Pakistan was a breach of trust between Washington and New Delhi.

"We have always made clear our relations with India and relations with Pakistan. Both need to move forward; that we're very committed to moving forward with each of these relationships and that we did so through the Secretary's (Colin Powell) visit. We do so every day by the work we do together and that the strategic partnership between India and the United States is a very important one to us and we continue to work very hard with the Indians in moving that forward," he said.

Meanwhile, at the Centre for Advanced Study of India at the University of Pennsylvania, the Assistant Secretary of State for South Asia, Christina Rocca, has stressed that South Asia has risen to the "top" of the U.S. foreign policy agenda over the last three years — not just because of anti-terrorism and nuclear non-proliferation but also of the administration's desire to encourage the spread of democracy.

On India, Ms. Rocca maintained that the U.S. saw a great promise for a partnership that offered "enormous benefits" to both countries and that the challenge was to fulfil that potential.

"The U.S.-India political relationship is rapidly maturing and is probably better than it has ever been since 1947 ... Politicians in India and the United States have discovered what you academics have known instinctively for years: that the world's two largest democracies have always had more that ties us together than pulls us apart," Ms. Rocca said. The leaders of India and the U.S. had announced the "next steps" in implementing the "shared vision" that will see increased cooperation in civilian nuclear activities, civilian space programmes and high-tech trade, besides expanding the dialogue on strategic stability that would include missile defence, she added.

Another area of improvement in the bilateral relationship was in the realm of economic and commercial relations. "We are India's largest trading partners but our bilateral trade remains far below what it could be. Improving that situation is one of our primary objectives with India." The U.S. Ambassador in New Delhi, David Mulford, is "working hard to overcome more quickly the barriers that still stand in the way of a significantly bigger, freer and more productive trade relationship between our two countries," she said.

THE H... 24 APR 2004

Indo-US talks on proliferation

New Delhi: The next round of dialogue on proliferation between India and the United States will take place in Washington later this week with senior officials from the two sides set to explore the possibility of Indian participation in the US-led Proliferation Security Initiative (PSI).

The PSI, which forms the bedrock of President Bush's muscular approach to the threat of the spread of weapons of mass destruction, envisages the interdiction of international shipping on the high seas by 'coalition' navies acting under overall US command and control.

During his visit to New Delhi earlier this month, US secretary of state Colin Powell invited India to join the PSI, which currently has 14 members. The Indian side is understood to have a large number of questions about how the PSI will work in practice.

THE TIMES OF INDIA 30 MAR 2004

Delhi cool to US ally status reports

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The external affairs ministry has sought to pour cold water on the idea that India was interested in the US granting it a status similar to 'major non-Nato ally' Pakistan. "I have seen remarks ascribed to the White House spokesman," MEA spokesperson Navtej Sarna said Tuesday in reply to a question about India's attitude to the US offer of "the same possibility of similar cooperation". "In response to that, I can say that we have not given any consideration to that kind of relationship with the United States," he said.

Asked about media reports of US secretary of state Colin Powell apologising to external affairs minister Yashwant Sinha for not intimating India in advance about the grant of MNNA status to Pakistan, Sarna said, "We have seen the report in one of the newspapers today. It is not an accurate characterisation of the conversation that took place between the minister and secretary Powell."

Sarna said Powell had been trying to reach Sinha since March 19 and only got through on March 21 because the minister was busy with the election campaign. "Secretary Powell referred to the way in which the US announcement about designating Pakistan a major non-Nato ally had emerged and said that their intention had not been to spring a surprise on India," Sarna said.

Communication Gap

Earlier in the day, US ambassador David Mulford sought to allay Indian apprehensions about Pakistan's MNNA status, saying Washington had acted in order to facilitate cooperation in the fight against terrorism. Powell "has indicated that this decision will facilitate cooperation between the US and Pakistan in the war against terrorism. This is also an objective that India shares," Mulford said while addressing a CII meeting here.

"The US will continue to build strong bilateral relationships with India and Pakistan. Each of these relationships stands on its own merits," he added. A similar line was taken by State Department on Monday when asked about Pakistan's MNNA status. "This decision underscored the importance of Pakistan's role in the war against international terrorism, particularly in the continuing fight against the Al Qaida and the Taliban," spokesman Richard Boucher said.

▶ Related reports on Page 14

THE TIMES OF INDIA 24 MAR 2001

US gives top priority to strategic ties with India

New Delhi
20 MARCH

WITH India taking exception to the US decision to designate Pakistan as a non-NATO ally, Washington on Sarurday said its strategic relationship with New Delhi continues to be the top priority. The Indo-US strategic relationship was the central focus of secretary of state Colin Powell's visit to New Delhi last week and continues to be the top priority," an American Embassy spokesperson said.

The spokesperson was responding to questions on Indian government's reaction, expressing disappointment over Mr Powell not sharing with it the US decision which he announced in Islamabad on Thursday, two days after his talks with Indian leadership here. New Delhi has also held that the US move has "significant implications" for Indo-US relations.

POWELL: POWER POLITICS

The US announcement on Pakistan would strengthen defence cooperation between th two countries and lift restrictior on weapon sales to Islamabac Government circles here que tioned the move by Washingto disregarding global concer about the nuclear proliferatio row involving top Pakistani sc entist Abdul Qadeer Khan. It als coincided with Pakistan launcl ing a fresh offensive against su pected al-Qaeda and Taliban mi itants in tribal areas nea Afghanistan border.

The designation means tha Pakistan will join an exclusive clut of nations, including Argentina, Australia, Bahrain, Egypt, Israel, Japan, Kuwait, New Zealand, South Korea, Thailand and the Philippines, which are given preferential treatment by the US in the areas of foreign aid and defence cooperation. —PTI

The Economic Times 21 MAR 2004

Pak status frays Indo-US ties

STATESMAN NEWS SERVICE

NEW DELHI, March 20. — India reacted to the US decision to designate Pakistan as a major non-Nato ally with a veiled threat today, saying the decision "has significant implications for India-US relations," even as external affairs minister Mr Yashwant Sinha said in Ranchi that he would take the nation into confidence in future talks with the USA.

Though it took 72 hours for India to react to what was clearly a diplomatic snub, it was more the form than the content of the American decision that piqued New Delhi. The US Secretary of State chose not to inform India of his government's impending decision on Pakistan, though he sought to visit the Indian Capital first.

While some officials said the US decision would "ultimately prove beneficial" to India — their reasons are that the US will have more direct leverage to control the Pakistan establishment's sponsorship of terrorism and even prevent the Islamisation of Pakistani military — the fact that designating Pakistan a major non-Nato ally brackets it in the same category as Israel and Japan, is being acknowledged as a diplomatic setback.

Taken by surprise over Gen. Colin Powell's announcement in Islamabad on Thursday, MEA spokesman Mr Navtej Sarna said Gen. Powell "was in India just two days before this statement was made in Islamabad. While he was in India, there was much emphasis on India-US strategic partnership. It's disappointing... he did not share with us this decision of the United States government." In an apparent damage control move, the US embassy spokesman said here today: "The US-India strategic relationship was the central focus of Secretary Powell's visit to New Delhi last week and continues to be the top priority".

THE STATESMAN 21 MAR 20

● NEW STATUS FOR PAKISTAN

India disappointed over non-sharing of information by Powell

By Amit Baruah

NEW DELHI, MARCH 20. It is "disappointing" that the United States Secretary of State, Colin Powell, did not share his Government's decision to designate Pakistan as a major non-NATO ally (MNNA) during a recent visit to New Delhi, India said today.

The External Affairs Ministry statement came a full 48 hours after Gen. Powell had announced in Islamabad that the MNNA (major non-North Atlantic Treaty Organisation ally) status would soon be accorded to Pakistan, and after critical statements by the Opposition parties here.

"We have seen the statement made in Islamabad by the U.S. Secretary of State on March 18 on a prospective notification to the U.S. Congress to designate Pakistan as a major non-NATO ally for the purposes of military-to-military relations," the Ministry spokesman said in a statement.

"The Secretary of State was in India just two days before this statement was made in Islamabad. While he was in India, there was much emphasis on India-U.S. strategic partnership. It is disappointing that he did not share with us this decision of the United States Government."

The statement added: "We are studying the details of this decision, which has significant implications for India-U.S. relations. We are in touch with the U.S. Government in this regard."

India's formal response also came after the remarks by the U.S. State Department's deputy spokesman that an announcement of the kind made by Gen. Powell was not something that Washington cared to "advertise beforehand."

New Delhi's statement referred to the fact that while there had been much emphasis on the India-U.S. "strategic partnership," Gen. Powell did not reveal his hand about what the Bush administration was going to do vis-à-vis Pakistan.

The first indication that a change in U.S. attitude towards Pakistan was in the works came during Gen. Powell's remarks to presspersons accompanying him from Washington to New Delhi that no decision had been taken about the sale of F-16 aircraft to Pakistan.

According to analysts, Gen. Powell's stronger-than-usual comments on nuclear proliferation from Pakistan and that he would speak to the Pakistani President, Pervez Musharraf, on the need to wind up terrorist camps were measured remarks, and, perhaps, intended to soften the opposition in New Delhi to the MNNA announcement that was to follow.

Of course, the General's remarks in New Delhi on the need for Islamabad to take further steps against the nuclear proliferation network operating from Pakistan also served as a pressure-building tactic on the Pakistani leadership.

THE HINDU 21 MAR 2001

পাকিস্তানে গিয়ে পাওয়েল এমন বলবেন ভারত ভাবতে পারেনি

সীমা সিরোহি ● ওয়াশিংটন

সীমা সিরোহি, ওয়াশিংটন, ১৮ মার্চ—পাকিস্তানকে নেটো-র বাইরে মার্কিন মিত্রগোষ্ঠীর সদস্য করার জন্য আমেরিকা উদ্যোগী হওয়ায় ভারত বিস্মিত। মার্কিন মিত্রতালিকায় পাকিস্তানের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেওয়ার এই স্বীকৃতি যে মার্কিন বিদেশসচিব কলিন পাওয়েল তাঁর ইসলামাবাদ সফরে গিয়ে ঘোষণা করবেন, তার কোনও আগাম ইঙ্গিতই সম্ভবত বুশ প্রশাসন নয়াদিল্লিকে দেয়নি। পাওয়েলের ঘোষণার প্রতিক্রিয়া জানতে গিয়েই বোঝা গিয়েছে, ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ললিতমান সিংহ স্পষ্টতই আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্ধকারে ছিলেন। তিনি বলেন, "পাকিস্তানের মতো আমরা কখনই আমেরিকার সঙ্গে সামরিক মিত্রতা গড়তে চাইনি। পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকা যে সম্পর্কই গড়ে তুলুক না কেন, ভারত-মার্কিন সম্পর্ক লঘু করা চলবে না।"

পাকিস্তানের এই 'পদোন্নতি'র কথা ভারতকে আগাম জানানো হয়েছিল কি না, জানতে চাইলে এক মার্কিন মুখপাত্র কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তিনি শুধু আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলেন, "আমেরিকা ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে সম্পর্ক গড়ছে। ফলে, দুই দেশের ক্ষেত্রে একই ধরণের সম্পর্ক আশা করা অনুচিত।" তিনি আরও জানান, পাকিস্তানের এই নতুন মর্যাদার সুবাদে আমেরিকা তাকে যে সব মারিক অস্ত্রশস্ত্র দেবে, সেগুলি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ার কাজে লাগবে। ভারতের সঙ্গে আমেরিকা যে সামরিক সহযোগিতার বোঝাপড়া গড়ে তুলছে, তার সঙ্গে এর কোনও তুলনা হয় না। নেটো-র বাইরে মিত্রগোষ্ঠীভুক্ত করার ব্যাপারে তিনি বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করতে রাজি হননি। পাওয়েলের প্রস্তাবের পরে এখন পাকিস্তানকে নেটো-বহির্ভূত মিত্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে প্রেসিডেন্ট বুশকে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে এই মর্মে সুপারিশ করতে হবে। মার্কিন বিদেশ দফতরের আশা, মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন সহজেই পাওয়া যাবে। সরকারিসূত্রের ইঙ্গিত, বিদেশদফতর মাত্র কদিন আগে পাকিস্তানকে নিয়ে এই প্রস্তাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে। এমনকি, হোয়াইট হাউসকেও এ নিয়ে জানানো হয়নি।

ভারতকে এ ভাবে অস্বস্তিতে ফেলার সঙ্গেই আমেরিকা কেন পাকিস্তানকে 'পুরস্কার দেওয়ার' জন্য এই সময়টাই বেছে নিল, তা নিয়ে পর্যবেক্ষকরা প্রশ্ন তুলছেন। তাঁদের বক্তব্য, যে সময় দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে সম্প্রীতি বেড়ে চলেছে, তখনই এই ঘোষণা ছন্দপতন ঘটাতে পারে। কারণ, এতে পাকিস্তানের প্রতি আমেরিকার অতীত পক্ষপাতিত্বের কথা ভারতের মনে আসতে বাধ্য। মাত্র কিছুদিন আগেই পাক পরমাণু বিজ্ঞানী আবদুল কাদির খানের ল্যাবরেটরি থেকে পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রকরণ বাইরে পাচারের কথা জানাজানির পরেও পাকিস্তানকে আমেরিকা যে ভাবে মদত দিয়ে চলেছে, তা এমনিতেই ভারতীয় মহলে সমালোচনার বিষয়, পাওয়েলের ঘোষণা তাকেই আরও উস্কে দেবে।

এ দিকে, নয়াদিল্লি থেকে জয়ন্ত ঘোষাল জানাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এ নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে। ভারতীয় কূটনৈতিক মহলের সূত্রে অবশ্য দাবি করা হচ্ছে, ইসলামাবাদ যাওয়ার আগে পাওয়েল এ ব্যাপারে নয়াদিল্লিকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও যেহেতু বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর, তাই নয়াদিল্লি চটজলদি কোনও মন্তব্য করে ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরতে চাইছে না। বিশেষ করে এ নিয়ে বেফাঁস কথা বলে পাকিস্তানের সঙ্গে এখনই সম্পর্কে কোনও ছায়া ফেলতেও অনাগ্রহী ভারত।

পাওয়েলের প্যাঁচে ভোটের মুখে বিজেপি বেকায়দায়

প্রথম পাতার পর

জন্য আমেরিকা পাকিস্তানে লাদেনকে ধরার অভিযানকে তীব্র করতে তৎপর। এর জন্য পাকিস্তানের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। মুশারফ এই পরিস্থিতির সুযোগে নিজেদের অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়ে নিচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগেই দিল্লিতে এক সংবাদগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পরভেজ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে কাশ্মীর নিয়ে হঠাৎ কট্টর মনোভাব প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানটি চলার সময়ে সেখানে বিদেশমন্ত্রকের অনেক শীর্ষ অফিসার -সহ হাজির ছিলেন বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব অরুণ সিংহও ছিলেন।

পরভেজের বক্তৃতা শুনে সবাই হতবাক এবং ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু তার পরেও বিদেশমন্ত্রক একটা নমো নমো করে বিবৃতি দিয়ে কাজ সেরেছিল। কিন্তু ভোটের সময়ে কোনওভাবেই বাজপেয়ী সরকার নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে যুদ্ধং দেহি ভাব দেখাতে চাইছে না। অথচ আর এস এস তথা সংঘ পরিবারের কাছে এটিই সবচেয়ে প্রিয় বিষয়।

পাওয়েলের ঘোষণার পরে বামেরা সরকারের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। সি পি এম পলিটব্যুরোর বক্তব্য, বাজপেয়ী সরকার এতদিন বলে আসছে আমেরিকার সঙ্গে ভারত বর্তমানে কৌশলগত সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। মার্কিন সরকার যখন পাকিস্তানকে ইজরায়েল বা জাপানের সমতুল্য দেশ হিসাবে নেটো-বহির্ভূত মিত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে, তখন ভারতের এই তথাকথিত 'সুসম্পর্কে'র ব্যাখ্যা দিক বিজেপি সরকার।

ANADABAZAR PATRIKA

1 MAR 2004

Powell focuses on economic issues

Statesman News Service

NEW DELHI, March 16. — While nothing "dramatic" was expected from the visit of the American secretary of state, it was clear that in election year in the USA, the issue of business process outsourcing would top General Colin Powell's agenda. And bilateral economic matters, "as they ought" said Mr Powell, constituted the bulk of the delegation level talks between the two countries today, with the visiting dignitary saying that "our people need to be educated" on the outsourcing issue.

Outsourcing, leading to the loss of American jobs, has become an emotive issue back home, but the US secretary of state conceded that with outsourcing "a global reality", the two governments would remain "intensely engaged" on the issue, but there was "no quid pro quo here," he said in a brief interaction with the media after an hour of talks with the Indian delegation, headed by external affairs minister Mr Yashwant Sinha.

The next steps in the strategic partnership, announced by US President Mr George W Bush and the Indian Prime Minister, Mr Atal Behari Vajpayee, in January, involving the "quartet" issues (cooperation in civilian space, civilian nuclear and missile defence, and high technology trade) were also discussed. Mr Sinha indicated that a "clear road map" could emerge on milestones at the end of talks due among officials of the two countries next month.

Turning to regional matters, Mr Powell said the US would engage the Pakistan president, General Pervez Musharraf, to ensure that nuclear proliferation and the clandestine nuclear export network led by Abdul Qadeer Khan is put to an end. The secretary of state stressed that Washington would not be satisfied until the entire network was gone. Responding to a question, he also said Washington had taken no decision to sell sophisticated F-16 warplanes to Islamabad.

The visiting secretary of state said he would also take up the issue of cross-border infiltration across the line of control with General Musharraf when he meets him, and urge upon him the need for a permanent, not merely seasonal, end to the problem. Noting that infiltration into Jammu and Kashmir had reduced significantly, Mr Powell said he would ask General Musharraf to dismantle terrorist camps in Pakistan. "Cross-border activity has come down significantly... We are closely watching the situation. I will be talking to General Musharraf on dismantling of terrorist camps," Gen Powell said.

Powell-Sonia meet: Gen Colin Powell met the leader of Opposition, Mrs Sonia Gandhi, today. During the meeting in which senior party leaders like Dr Manmohan Singh and Mr Natwar Singh were also present, Mrs Gandhi reportedly expressed concerns about the reported clandestine nuclear technology supply by Pakistan, its impact in Afghanistan and in some Arab nations in the context of the security concerns of India. The recent train blast in Madrid and its possible international impact also figured in the talks.

Mr Jaswant Singh with Gen. Colin Powell outside North Block on Tuesday. — PTI

China welcomes US move

BEIJING, March 16. — China today welcomed a "constructive" role by the USA in South Asia that would usher-in peace and stability in the region. "We welcome the USA to strengthen its bilateral relations with South Asian countries," Chinese foreign ministry spokesman Mr Liu Jianchao said whilecommenting onGen. Powell's visit to India, Pakistan and Afghanistan. "We also hope that the USA can play a constructive role in the maintenance of peace and stability in the region," the spokesman added. — PTI

THE STATESMAN 17 MAR 2004

US cure for BPO job losses

Powell expects more trade opportunities from India

Vishal Thapar
New Delhi, March 16

THE US on Tuesday made it clear to India that it expects to be allowed more trade opportunities to "offset the loss of jobs" because of business process outsourcing (BPO) to Indian firms.

Cross-border terrorism and nuclear proliferation were the other issues which figured prominently in the talks US secretary of state Colin Powell had with the Indian leadership.

While welcoming the decline in cross-border activities in Jammu and Kashmir, Powell said the ceasefire has to be permanent and last beyond the winter.

But the focus of the talks was economics. While acknowledging the inevitability of outsourcing, Powell expressed a "desire on the part of the US to see greater opportunity in India".

Among a host of economic issues, Powell pitched for "easing bureaucratic obstacles to enter the Indian market," speeding up of reforms and relaxing foreign direct investment norms.

But at a joint press conference with his Indian counterpart Yashwant Sinha, Powell insisted that this did not amount to a quid pro quo for not pulling the plug on outsourcing.

"For minimising dislocation (due to loss of American jobs), we seek more opportunity for US business... so that we can create new jobs... and offset losses," he said.

Powell reasoned that the US would focus on services which only the US can provide. "We believe that reform and openness will benefit both," he said, while acknowledging that the US too needs to do a "better job of educating its people" on the "reality" of outsourcing.

Sinha said that care was being taken to ensure that BPO did not create a problem in the relationship between the two countries. "We have agreed to remain engaged and not allow this to create any misunderstanding," he said, while stressing that India was liberalising on its own terms and not due to any pressure.

Turning to the issue of nuclear proliferation by Pakistan, Powell said the US was "pleased" by A.Q. Khan's confessions which had helped "break up" the network in nuclear blackmarketing.

But much more work needed to be done to do away with the residual network, he said, expressing "confidence" in President Musharraf's "determination" to assist in the task.

Besides holding delegation-level talks with Sinha, Powell held meetings with national security adviser Brajesh Mishra and finance minister Jaswant Sinha. He also called on Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and Congress president Sonia Gandhi.

Powell wish list

Outsourcing: Wants more trade openings in India to 'offset loss of jobs'; speedier reforms; relaxed FDI norms

Terror: Decline in cross-border terror good, but ceasefire has to be permanent

N-proliferation: Pleased by Khan's confessions that helped break up blackmarketing network; expresses confidence in Musharraf's determination to help

THE HINDUSTAN TIMES 17 MAR 2004

Go PSI-fi, Powell tells India

By Siddharth Varadarajan/TNN

New Delhi: The US wants India to join its controversial Proliferation Security Initiative (PSI) and will presently begin official level discussions on how the Indian Navy and Air Force can contribute to the American-led non-proliferation coalition established to stop "suspect" shipping on the high seas.

In the first high-level acknowledgement of official contacts on the issue, US Secretary of State Colin Powell told reporters here on Tuesday that he and external affairs minister Yashwant Sinha had "a good discussion on this". "We would like to see India participate in the PSI", Powell said. "We decided that we would have our staffs engage on this with respect to understanding the interdiction principles associated with the PSI and how India might contribute to it. So, we are going to increase the dialogue with respect to possible Indian participation."

Sinha added that officials from the two countries would discuss the PSI in greater depth "with a view to finding out how India could engage in this full process". So far, 11 nations have joined the PSI, announced by President George W. Bush last year and now elevated to the centrestage of an ambitious—and aggressive—non-proliferation policy unveiled by Washington last month.

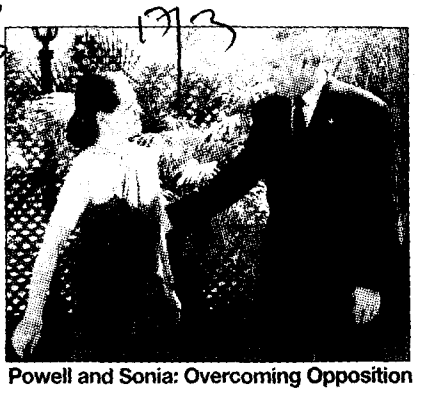

Powell and Sonia: Overcoming Opposition

▶ India to tread carefully, Page 5

THE TIMES OF INDIA 17 MAY 2004

India to raise n-proliferation, outsourcing issues with Powell

By Our Diplomatic Correspondent

NEW DELHI, MARCH 15. India's concerns about nuclear proliferation from Pakistan and the American position on business process outsourcing will be taken up during the talks the U.S. Secretary of State, Colin Powell, will have with his interlocutors here on Tuesday.

Gen. Powell will find that the Government does not view the controversy over outsourcing as a "bilateral issue" and is unwilling to link outsourcing with the further opening up of the Indian economy.

The U.S. Secretary of State, however, appears to have a contrary view on outsourcing. In his remarks made three days ago, Gen. Powell said: "The American people will find it less difficult to accept outsourcing if India helps generate more American jobs by supporting trade liberalisation in the World Trade Organisation and further opening its markets to U.S. exports."

According to official sources, India did not believe there was a bilateral component to the outsourcing issue. It was up to the U.S. industry to deal with the question, the sources said.

On nuclear smuggling from Pakistan, they stressed that India's concerns about such proliferation were not new. New Delhi wanted to satisfy itself that such smuggling had ended and would not be repeated in future.

The Secretary of State will meet the Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee, the Congress president, Sonia Gandhi, the External Affairs Minister, Yashwant Sinha, the Finance Minister, Jaswant Singh, the National Security Adviser, Brajesh Mishra, on Tuesday.

The U.S. Secretary of State, Colin Powell, on his arrival in New Delhi on Monday. — Photo: Shanker Chakravarty

Sources said today that nothing dramatic was expected from Gen. Powell's visit, but reflected the continuing contacts between India and the U.S. at different levels. The External Affairs Minister, Yashwant Sinha, met Gen. Powell in Washington less than two months ago.

The Secretary of State, who last visited India in July 2002 in the midst of tensions with Pakistan, will also travel to Kabul and Islamabad during the course of his visit to South Asia.

India, the sources said, was aware that the U.S. had concerns about export controls. New Delhi, however, was pursuing this issue on its own and not to meet anyone else's standards.

The sources said that India had not been asked or approached by the U.S. to embrace the Proliferation Security Initiative (PSI), whose main objective was to interdict the smuggling of weapons of mass destruction or their components.

India, they said, was aware of the reports in the public domain relating to the PSI. New Delhi was, however, not about to ask the U.S. to join this new Washington-led initiative, at whose "core" are 11 Western nations.

THE HINDU 16 MAR 2004

'India has no right to flay outsourcing ban'

Press Trust of India

WASHINGTON, March 10. — While conceding that the issue of outsourcing was "complex", the USA has said India had no right to complain about the proposed legislation in Congress and some state legislatures prohibiting the trend as it was the most "closed" economies in the world.

"The Indians," the US Trade Representative, Mr Robert Zoellick, told the Senate Finance Committee yesterday, "have absolutely no right to complain because they don't belong to the government procurement code" in the World Trade Organization, which sets obligations for making procurement deals transparent.

"...Frankly, they are not that liberal on the services side," he alleged, adding India, which is attracting some of the outsourced US jobs, is maintaining "one of the most closed economies in the world."

The services sector, he said, offers increasing opportunities for developed and developing countries to work together for mutual benefit and demanded that more competitive developing countries such as India, China and Brazil open their markets in order to sustain support for open markets in the US and elsewhere.

"If countries around the world that are emerging economic powers want to get the benefits of the system they are going to have to contribute to the system." Zoellick said bluntly that he would rather negotiate agreements that open trade in two directions than simply give one-way preferential ntry to the US market.

The White House Press secretary, Mr Scott McClellan, said earlier that while President George W Bush is against economic isolationism and for free trade, he also wants "fair trade."

Analysts point out that the phrase "fair trade" is an ambiguous phrase which can be used either to promote free trade or to block it.

Mr Zoellick in his testimony reflected that view. Arguing the case for "fair trade," Mr Zoellick said "ninety-five per cent of the world's customers live outside our borders, and we need to open those markets for our manufacturers, our farmers and ranchers, and our service companies."

Meanwhile, the US Democratic Senator, Mr Dianne Feinstein has called for a Treasury investigation of the outsourcing practices of American Banks, the Pasadena Star News reports.

Backlash likely to end after US elections: Shourie

NEW DELHI, March 10. — India today hoped that the backlash over outsourcing would taper off after the Presidential elections in the US in November this year, as it would cease to be a hot issue after the hustings. "With elections in the US, there is a race to make an issue of outsourcing. The direction will change after November," the IT and communications minister, Mr Arun Shourie, said after Indo-French Joint Working Group meeting on IT and Telecom here. Mr Shourie said India should position its services in such a manner that US firms realise the benefits of outsourcing services to the country. — PTI

THE STATESMAN

ভারতের পক্ষে সুসংবাদ নয়

দৃশ্যমান যাহা, তাহার ঢের বেশি যে দৃশ্যের অন্তরালে থাকে, সেই কথা অভিনব কিছু নহে। আবার ইহাও সত্য যে দৃশ্যমানকে দেখিয়া প্রায়শই তাহার অন্তরালকে স্মরণ করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মহারণে বিরোধী ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী স্থির হইবার পর দৃশ্যের অন্তরালবর্তী কিছু বিষয়ই এই মুহূর্তে স্মর্তব্য। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবলিউ বুশের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ডেমোক্র্যাট শিবির হইতে জন এডওয়ার্ডসকে বিপুল ব্যবধানে পশ্চাতে ঠেলিয়া উঠিয়া আসিয়াছেন জন এফ কেরি। প্রাথমিক নির্বাচনে দশটি রাজ্যের নয়টিতেই জয়লাভ করিয়া নয়া 'জে এফ কে' যে ভাবে এডওয়ার্ডসকে পর্যুদস্ত করিলেন, তাহার তাৎপর্য ডেমোক্র্যাট শিবিরে সীমিত নহে। যে ভাবে জনতার সমর্থনের ঢেউ কেরির পক্ষে নামিয়াছে, তাহার একটি বৃহত্তর তাৎপর্য আছে। ইহাই ইঙ্গিত দেয় যে জর্জ বুশের সমর্থনের ভিত্তিভূমিতে ক্রমাগতই টোল পড়িতেছে। তাহার কারণগুলি অজ্ঞাত নহে। একে তো ইরাক-কাণ্ড লইয়া বুশ দিশাহারা। কী করিবেন, কী করিলে ভাল হয়, দৃশ্যতই তিনি যে খুব ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন তাহা নহে। ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র না-মেলায় তাঁহার যুদ্ধ-পর্বটি আরও নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি অর্থনীতির সমস্যা মিটিয়াও মিটিতেছে না। আয়বৃদ্ধির হার মুখ তুলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব লইয়া এখনও অনিশ্চয়তা প্রবল। আর, আয়বৃদ্ধি যে হারে ঘটিতেছে, কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি তাহার নখের যোগ্য নহে। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে আউটসোর্সিং— দেশের চাকুরি বাহিরে পলায়নের দুর্দৈব। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবলিউ বুশ এই কর্ম-চালানের ব্যাপারে একটি যুক্তিসঙ্গত অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল, মুক্ত অর্থনীতিতে শিল্পপতিরা যে ভাবে অধিক মুনাফা লাভের কথা ভাবিবেন, সেই ভাবেই কাজ [illegible] বাণিজ্যের যুক্তিতে সার্থক, কিন্তু বাস্তব রাজনীতির ময়দানে যুক্তির দাম কম। শিল্পক্ষেত্রে অধিক মুনাফা হইবে এবং তাহার ফলে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে দেশের অর্থনীতির উপকার হইবে, এই সব ব্যাপারে ভোটদাতারা বিশেষ ভাবিত নহেন। তাঁহারা এই মুহূর্তের চাকুরি লইয়া চিন্তিত এবং সেই চাকুরি যদি অন্য দেশে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মীদের [illegible]। সুতরাং জর্জ বুশের [illegible] যায়।

আর সেই জন্যই অস্বস্তির কারণ এই দেশেও। সাধারণত ভারতে রাজনৈতিক রূপে ঠিক, পরিভাষায় 'পলিটিক্যালি কারেক্ট' থাকিবার হাতে-গরম পন্থা হইল 'যুদ্ধবাজ' জর্জ বুশের বিরোধিতা। কিন্তু সত্য ইহাই যে, জর্জ বুশ বিজনেস আউটসোর্সিং ঠেকাইতে আদাজল খাইয়া নামেন নাই। আমেরিকা 'আউটসোর্সিং'-এর বিরুদ্ধে সরব হইলে ভারতের সমূহ ক্ষতি। আউটসোর্সিং বন্ধ হইলে তথ্যপ্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বড় মাপের আঘাত আসিবে। এবং ডেমোক্র্যাট দল এই বিষয়ে রিপাবলিকানদের তুলনায় বেশি 'জঙ্গি'। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কেরি বলিয়াই দিয়াছেন, দেশপ্রেমকে ফের চালকের আসনে বসাইবার সময় আসিয়াছে। অস্যার্থ, তিনি দেশের কাজ যথাসম্ভব দেশের ভিতরেই রাখিতে আগ্রহী। মার্কিন নাগরিকের চাকুরি বেমালুম সুদূর ভারতে চালান হইয়া যাইতেছে, এই মর্মে আতঙ্ক এমনই ছড়াইয়াছে যে কেরি তাহাকেই পারানির কড়ি হিসাবে বাছিয়া ফেলিয়াছেন। অসম্ভব কোনও প্রতিশ্রুতি দিব না, কেরির তরফে এই ধরনের 'আশ্বাস' সত্ত্বেও ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র যে শঙ্কিত আগ্রহে নভেম্বরের মার্কিন নির্বাচনের দিকে তাকাইয়া থাকিবে, তাহা নিশ্চিত।

পাশাপাশি ইহাও মনে রাখা উচিত যে ডেমোক্র্যাটগণ কিন্তু পরমাণু প্রসার রোধ চুক্তির ব্যাপারে রিপাবলিকানদের তুলনায় অনেক বেশি কড়া। ডেমোক্র্যাট উইলিয়ম জেফারসন ক্লিন্টনের ভারত সফর এবং তজ্জনিত কারণে দুই দেশের সম্পর্কে নূতন মাত্রা আসিলেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ডেমোক্র্যাটগণ ভারতের পরমাণু অস্ত্রসজ্জা লইয়া যে মনোভাব গ্রহণ করেন, তাহা নয়াদিল্লির পক্ষে বিশেষ সুখকর নহে। কেরিও সাফ জানাইয়া দিয়াছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে স্থায়ী সদস্যপদের ক্ষেত্রে ভারত জোরালো দাবিদার বটে, কিন্তু সর্বাগ্রে দিল্লিকে পরমাণু প্রসার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে হইবে। সুতরাং নয়াদিল্লি সঙ্গত কারণেই কেরিকে লইয়া উদ্বেগে। বিশেষজ্ঞেরা বলিবেন, যে দলই ক্ষমতায় আসুক, মার্কিন বিদেশ নীতি কখনওই তাহাতে আমূল বদলাইয়া যায় না। যে হেতু এই মুহূর্তে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক যথেষ্ট স্থিতিশীল, ভারত এমনকী আমেরিকার মহড়া-সঙ্গীও বটে, তাই হোয়াইট হাউসে যদি ডেমোক্র্যাট জন কেরিই আসেন, তাহাতে বিশেষ কোনও গোলমাল হইবে না। ইহাও বলা হইতেছে যে কেরি যতই আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন, শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসিলে শিল্পপতিদের মত বিনা তিনি আউটসোর্সিং ঠেকাইতে পারিবেন না। এই সবই সত্য, কিন্তু অঙ্ক শেষ অবধি মিলিলেও তাহা মেলানো যে কঠিনতর হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কম।

ANADABAZAR PATRIKA 5 MAR 2004

THE TELEGRAPH

4 MAR 2004

Kerry carries worry for India

K.P. NAYAR

Washington, March 3: A close fight for the White House in November between George W. Bush and John Kerry will mean that after three years of unexpected comfort levels in relations with the US, India faces considerable diplomatic challenges in the months ahead.

Nearly two months before Kerry was virtually anointed as the challenger to Bush yesterday, the Massachusetts Senator got into hot waters when he referred to Sikhs as terrorists and was forced to apologise in the face of an uproar by Indian Americans.

The *faux pas* was not untypical of Democrats. A quarter century ago, President Jimmy Carter, unaware that the microphone was on at a civic reception during his visit to New Delhi, told his secretary of state as thousands of people listened in amazement that he would write a tough letter to Indians on the nuclear issue when he got back to Washington.

More recently, Senator Hillary Clinton cracked a poor joke about Mahatma Gandhi, apologised for it and then made amends by attending Indian ambassador Lalit Mansingh's Republic Day reception on January 27. Republican leaders like Bush and Ronald Reagan, on the other hand, are only guilty of ignorance. Bush, the candidate in 2000, could not name India's Prime Minister and did not know who General Pervez Musharraf was. They are usually less harmful for countries like India.

Part of the popular enthusiasm for Kerry in the unfolding presidential campaign stems from his promise to stop outsourcing American jobs to India and other countries.

If his expedient campaign bite is to be tempered into harmless — even if louder — barks in the event of a victory for Democrats in November, New Delhi has to start coordinating efforts to prevent a backlash from outsourcing.

Yesterday when victories in party primaries in 10 states and rival John Edwards' decision to withdraw from the race all but crowned Kerry as the presidential nominee of the Democrats, it also became clear that outsourcing would be an explosive poll issue.

In Florida, the fight over export of American jobs spilled over into the streets when a group of protesters chanting "stop outsourcing" trespassed into Walt Disney property to attack those attending a conference on outsourcing.

An agenda for action by India is falling into place. Some 200 trade bodies, which want to continue outsourcing, such as the US Chamber of Commerce, the Business Roundtable, the American Bankers Association, the National Association of Manufacturers and the Information Technology Association of America, have got together to create a Coalition for Economic Growth and American Jobs.

India will have to lean on this coalition in the coming months also in order to ensure that H1-B visas for Indian information technology professionals continue to be available. Those who oppose the import of Indian professionals have a major voice among Democrats, whose pleas Kerry will find hard to ignore.

Kerry is already on record asking India to sign the nuclear non-proliferation treaty (NPT). His endorsement of India's claim to a permanent seat in the US Security Council is also conditional and half-hearted.

"While I think that in may ways India would be a good candidate, there is one notable problem. India is not a party to the NPT. All the nuclear powers on the Council not only directly shape the NPT, but also are parties that abide by it. This may be the most serious issue with respect to India's candidacy and one that must be addressed by India."

And yet, Kerry is no non-proliferation zealot. Two days after India's second round of nuclear tests in 1998, the US Senate's Select Committee on Intelligence called CIA director George Tenet to testify on what many Senator's thought was America's intelligence failure in not knowing about the tests in advance.

Kerry was pragmatic that day. "India has broken into the nuclear age," he acknowledged. "Unless tremendous restraint is practiced, so will Pakistan... People should stop finger pointing. We need to look at our own level of involvement in weapon sales."

All of which means the Indian embassy here, its lobbyists, the Indian ambassador-at-large B.K. Agnihotri with his political contacts across the board and the Indian American community have their task of putting New Delhi's outlook across to Kerry.

Senator John Kerry and his wife Teresa embrace after the victory in Washington, DC. (AFP)

মার্কিন নির্বাচনে ভারত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট (ও কংগ্রেসের) নির্বাচনের প্রচারে মার্কিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত হইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। মার্কিন অর্থনীতির বৃদ্ধির হার বাড়িয়াছে, কিন্তু বেকারসমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অতীতেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মার্কিন অর্থনীতিতে চাকুরির অবলুপ্তি ঘটিয়াছে এবং নূতন চাকুরি সৃষ্ট হইয়াছে অন্যান্য ক্ষেত্রে। বিশ্বায়ন ও প্রতিযোগিতার ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। অতীতে শিল্পের 'ব্লু কলার' অর্থাৎ কায়িক শ্রমের চাকুরি স্থানান্তরিত হইয়াছে পূর্ব এশিয়ায় ও চিনে। কিন্তু তাহার পাশাপাশি পরিষেবায় 'হোয়াইট কলার' অর্থাৎ জ্ঞাননিবিড় চাকুরি সৃষ্ট হইতেছিল, সুতরাং চাকুরি স্থানান্তরের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিবাদ উঠে নাই। এখন কিন্তু হোয়াইট কলার চাকুরি অন্য দেশে, বিশেষত ভারতে চলিয়া যাইতেছে, ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু চাকুরির অবলুপ্তি ঘটিতেছে। ফলে, সে দেশের দুই রাজনৈতিক দলই ভারতকে আক্রমণের জন্য চিহ্নিত করিয়াছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ গ্রেগরি মানকিউ প্রেসিডেন্ট বুশের অর্থনৈতিক উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রধান। তিনি মার্কিন কংগ্রেসকে বলিয়াছেন, চাকুরির স্থানান্তর লইয়া মাথা খারাপ করিবার কোনও কারণ নাই, বাণিজ্যের নিয়মানুসারে কিছু ক্ষেত্রে চাকুরির অবলুপ্তি ঘটে, অন্য ক্ষেত্রে নূতন চাকুরি সৃষ্ট হয়। এই প্রক্রিয়ায় দ্রব্য ও পরিষেবার মূল্য হ্রাস পায়, লাভবান হয় উপভোক্তা। এবং যে সব নূতন চাকুরি সৃষ্ট হয়, অবলুপ্ত চাকুরির তুলনায় তাহার মূল্য অধিক। ইহা অর্থনীতির স্বাভাবিক যুক্তি। কিন্তু মানকিউয়ের প্রতিবেদনের ফলে আমেরিকায় শোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। ডেমক্র্যাট দলের তরফে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়নের দৌড়ে অগ্রণী জন কেরি অগ্নিশর্মা হইয়াছেন। রিপাবলিকান দলও অতি সত্বর বলিয়াছে যে, মানকিউয়ের অভিমত একান্ত ভাবেই তাঁহার ব্যক্তিগত মত।

সম্ভবত এই প্রথম মার্কিন নির্বাচনে ভারত এই ধরনের গুরুত্ব পাইয়াছে। এ ক্ষেত্রে দুই ধরনের ঘটনার মধ্যে তারতম্য করা প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত পুরাতন ঘটনা হইল, ভারতের সফটওয়্যার কর্মীরা আমেরিকায় যাত্রা করিয়া তথায় পরিষেবা প্রদান করিয়া থাকেন। আমেরিকা বাৎসরিক ৬৫,০০০ এইচ-১বি ভিসা প্রদান করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ইহা ন্যূনতম অঙ্গীকার। তথ্য-প্রযুক্তির স্বর্ণযুগ চলাকালীন এইচ-১বি ভিসার প্রকৃত সংখ্যা ৩ লক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে লাভবান হইয়াছিল প্রধানত ভারত, কারণ প্রদত্ত ভিসার মধ্যে প্রায় ৪৫ শতাংশ ভারত করায়ত্ত করিয়াছিল। ভারতে শ্রমের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। সেই শ্রম আমেরিকায় ব্যবহৃত হইলেও অপেক্ষাকৃত কম মাহিনায় কাজ করিতে প্রস্তুত। সেই কারণেই মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানির স্বার্থে ৬৫,০০০-এর ন্যূনতম অঙ্গীকার ৩ লক্ষে পরিবর্তিত হইয়াছিল। সে দেশে মন্দার দরুন সংখ্যাটি পুনরায় ৬৫,০০০ হইয়াছে। অনুযোগ করিবার অবকাশ নাই। মন্দা অতিক্রান্ত হইলে পুনরায় চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। এইচ-১বি ভিসার উপর স্বাভাবিক কড়াকড়ি ছাড়া অরোপিত হইয়াছে নিরাপত্তাজনিত কড়াকড়ি। সুতরাং অনেক কোম্পানিই অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য এল-১ ভিসার পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কখনও কখনও এল-১এর অপব্যবহারও ঘটিয়াছে। এইচ-১বি ব্যতীত এল-১ ভিসার উপরও তাই আসিয়াছে কড়াকড়ি। ভবিষ্যতে ছাত্র-ভিসার উপরও কড়াকড়ি অসম্ভব নহে।

ভিসার কড়াকড়ি হইলে, স্বল্পমূল্য ভারতীয় শ্রম ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদেশি কোম্পানি তাহাদের কাজ ভারতে স্থানান্তরিত করিবে। তাহাই ঘটিতেছে। নিত্য দৃশ্যমান কল সেন্টার বা বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং ছাড়া নানাবিধ ব্যবস্থাপনাজনিত পরিষেবাও আউটসোর্সিং মারফত ভারতে স্থানান্তরিত হইতেছে। এই আউটসোর্সিং মার্কিন সেনেটে অংশত বেআইনি ঘোষিত হইয়াছে। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, এই ধরনের আইন শুধুমাত্র সরকারি চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মোট আউটসোর্সিং-এর মাত্র ৫ শতাংশ হইতেছে সরকারি চুক্তি। আইনত ভারত ইহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতে কাজ রফতানি বন্ধ করিয়া দেওয়ার মার্কিন উদ্যোগ যে মূলত সংরক্ষণধর্মী এবং মুক্ত বাণিজ্যের আদর্শ ও নীতির পরিপন্থী, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মার্কিন নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এমন সংরক্ষণের চেষ্টা বাড়িবার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু ইহার ফলে লোকসান বহন করিবে মার্কিন কোম্পানি। নির্বাচনের পর ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে মন্দা অতিক্রান্ত হইলে এই সব কোম্পানির চাপেই মার্কিন সরকার পুনর্বিবেচনা করিবে। অর্থাৎ মার্কিন কোম্পানিই ভারতের হইয়া লড়িবে। আমাদের অত্যধিক মাথাব্যথার প্রয়োজন নাই।

ANANDABAZAR PATRIKA 1 MAR 2004

RSS criticises US attack on Indian democracy

Our Political Bureau
NEW DELHI 27 FEBRUARY

TAKING strong exception to the US State Department report criticising Indian democracy and alleging that the BJP government was not providing proper security and justice to the minorities, the RSS on Friday asked the Centre to lodge strong protests with the United States for infringing on the sovereignty of the country.

Condemning the tendency of the US to behave like a "globocop", the RSS termed its report as a direct interference in the internal matters of India.

"It will be a sad day for India if it were to seek lessons on democracy, communal harmony, social justice from a country which is run by a person who assumed Presidency despite losing public vote, who promises to support Christian missionary activities through official funds to please fundamentalists in that country, who comes from a democracy that was made to hang precariously for one month because of its inability to decide who actually won," RSS spokesperson Ram Madhav said.

"Mr Bush comes from a nation that harasses its own minorities like Iskcon, Osho; that runs amok over countries like Iraq with notorious preachers like Billy Graham in toe to save souls."

Terming the report "as an insult to the democratic people of our country", Mr Madhav said it deserves nothing but contempt "for its arrogance and high-handed attitude towards India."

Taking strong objection to the propaganda unleashed against it by a South Asia watch group — Awaaz — of misusing the funds received from abroad, Mr Madhav threatened action against the watch group for levelling wild and false allegations.

"The whole report by Awaaz smacks of a sinister conspiracy to defame Hindu organisations," he said. Condemning the malicious propaganda unleashed by persons and organisations "hitherto unknown" against the RSS and organisations connected with it, like the Seva Bharati, he said: "The scandalous report betrays a conspicuous anti-Hindu bias leading us to question the motives of, and men behind, this unknown group".

The RSS leader said Seva Bharati was an organisation registered with the government in different states and guided by Indian laws and every single penny received by it from within or outside India is judiciously spent on the causes for which it has been collected.

"The report in question is full of distortions and untruths, often bordering on mischief," he said.

Stating that the Seva Bharati constructed 62 schools in the first phase in quake-hit areas in Gujarat, Mr Madhav said 57 schools were handed over to the state government and the rest are run by registered private trusts. Refuting the allegations that the money received from abroad was spent for anti-Muslim activities, the RSS leader, Mr Ram Madhav reminded that one of its relief camps in Bhuj area was conducted from a masjid in Hajipur village.

The Economic Times 28 FEB 2004

Get friendly, Mr Zoellick

It's time India and the US conducted a bilateral dialogue on trade strategy

IT is a pity that even though Robert Zoellick, the trade representative of the United States, has a funny moustache he seems to lack a sense of humour. At least his New Delhi audiences have never had the opportunity of seeing Zoellick relaxed and willing to concede an argument or two. Zoellick's impatience with Indian hectoring on trade liberalisation is understandable. He thinks we are being hypocritical on the business process outsourcing (BPO) issue. If India will not open its markets more to imports, why should the US do so, he wants to know. This is age old Republican Party "reciprocitarianism" that trade guru Jagdish Bhagwati rubbished long ago because it goes against the grain of the very liberal trade theory that Zoellick so favours.

The problem is that the World Trade Organisation is built on the logic of tit-for-tat trade diplomacy based on the principle of you giving something in exchange for what you wish to take. But that is why India wants the issue of the cross-border movement of people taken up in all seriousness at the World Trade Organisation (WTO). Zoellick's carping about India not being a signatory to the plurilateral agreement on government procurement is not all that relevant since India has shown its willingness to get on board this agreement in the WTO. The issue is simple: What's in it for India? A little give on outsourcing, can go a long way on the take the US wants on trade in goods and services.

In all its complaints about the trade deficit vis-a-vis India, the US must realise that India has increased its share of world imports in recent years and it is importing more from a wider range of countries. The recent appreciation of the rupee can only further help increase demand for imports. If US exports to India are not rising, it is not because India is any more protectionist towards the US but because the US could be losing its competitive edge. Moreover, there are still controls in place that disable hi-tech exports to India from the US. So rather than fret, fume and complain, US policy makers must sit down with their Indian counterparts and understand what is staying the government's hand. If the world's most powerful country turns to trade protectionism to protect jobs, what is a developing economy like India — with millions in structural unemployment and poverty — to do? Clearly, a bilateral dialogue on trade policy within a wider framework of the bilateral strategic relationship is called for. The US can easily be a partner in India's progress rather than be portrayed as a hurdle. If Zoellick tones down his rhetoric and spares some time to listen, he may come across as a more friendly interlocutor.

18 FEB 2004

US non-tariff curbs on IT opposed

Business Standard

NEW DELHI, Feb. 16. — India today said that its software and software services industry was facing non-tariff barriers such as taxes, visa problems and legislations in the US already, despite the sector's huge contribution to the US economy. A top government official said India will take up these issues with the relevant authorities in the US government very soon.

"The software industry is paying $300 million in social security taxes in the US which is likely to rise to $ 1 billion by 2008. In Japan, the 20 per cent withholding tax on onsite and offshore services make the Indian industry uncompetitive", S L Lakshminarayan, additional secretary, information technology department, said today at seminar organised by Assocham.

He also said that the government hopes to have a more meaningful dialogue with the US after the elections were concluded in both the countries.

Acknowledging the need for sustained efforts to overcome non-tariff barriers like moves to ban outsourcing, he said government was providing support to the industry in its effort to fight outsourcing backlash.

17 FEB 2004

THE STATESMAN 17 FEB 2004

THE STATESMAN

17 FEB 2003

Jaitley hits out at US double standard

SNS & Agencies

NEW DELHI, Feb. 16. – While the US Trade Representative, Mr Robert Zoellick, attempted today to justify his government's ban on the outsourcing of government jobs, saying India needed to open up its services and agriculture and trade liberalisation was a "two-way street", the Indian government hit out at the double standards being applied by the American government.

Mr Zoellick, however, said progress was possible in carrying the negotiations forward despite the issue of outsourcing becoming an emotive issue in the forthcoming elections in both India and the United States. He acknowledged that New Delhi had legitimate "sensitivities" and concerns on food security and livelihood of its farmers.

The commerce minister, Mr Arun Jaitley, conveyed the government's concerns over the ban on outsourcing from here, hitting out at the US's virtual double standards on trade liberalisation. "It is strange that on the one hand, people are talking about opening of markets and, on the other hand, banning Business Process Outsourcing. Our agriculture is fragile as it is not subsidised, like in the US," Mr Jaitley said after an hour-long meeting with Mr Zoellick. A large percentage of the population was dependent on agriculture for their livelihood, and the government had to look after their welfare, he said.

But Mr Zoellick told a news conference that "trade is a two-way street." It "should be win-win," he said. "We have to see how can we create additional jobs on both sides." This could be done, he said, if India opened up both its services and agriculture sectors, which would strengthen the American government's hands and permit it to lift the ban on outsourcing. India, he said, was not a signatory to a government procurement treaty which also dealt with outsourcing. Mr Zoellick said India needed to open up services like telecom and finance for the US to reciprocate on outsourcing. Later, speaking at an awards function of the National Productivity Council, Mr Jaitley said India had been successful in getting outsourced business from abroad, including countries like the US, because of its competitive edge and by virtue of being a low cost economy.

A large number of Fortune 500 companies have shifted their R&D centres to India because they realise they would get the best of scientific minds at much lesser cost in India than in their own countries, he said.

India's best allies in the US and Europe, Mr Jaitley said, were their domestic industry. "The American industry got up and asked, 'how can you compel us to buy these services from within the US if we get them cheaper across the border?'" he said. American industry, he said, had argued that costlier domestic services would make them non-competitive, so it was in their interest that they buy services from where it is the cheapest.

Another report on page 9

Talbott blames India for Pak's nuke proliferation

By Siddharth Varadarajan
TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: This will probably raise eyebrows here but the Clinton administration's point man for India, following the 1998 nuclear tests, believes New Delhi's failure to follow US advice on export controls robbed Washington of the "leverage" it needed to crack down on Pakistan's nuclear proliferation activities.

Strobe Talbott

Against the backdrop of Abdul Qadeer Khan's confessions on Wednesday night, Strobe Talbott, former deputy secretary of state, told 'The Times of India' that the US had all along been "very aware that Pakistan was a major problem on proliferation on the supply and demand side". "We made loads of representations to Nawaz Sharif and then Musharraf on Khan. We knew the problem was there... We knew where the Ghauri came from, where all the magical equipment at Kahuta came from."

Describing the contents of his lengthy dialogue with Jaswant Singh, who was external affairs minister at the time, Mr Talbott said, "One of the reasons we pushed export control benchmarks with India was not because we were worried India would proliferate. We wanted Pakistan to tighten up. You know the perverse dynamics of the subcontinent: you do Pokhran, they do Chaghai. So we thought there could be a benign version too. India signs the CTBT and agrees to export controls; and then Pakistan follows."

Mr Talbott strenuously denied that the Clinton administration had been complacent about the threat posed by Pakistan's proliferation. "Four years later, a lot of new information has come out. But no one, who was involved in the Clinton administration's policies at the time, is surprised. We certainly knew about Khan's links to North Korea, his trips elsewhere. This was no surprise and what we were looking for was leverage. India could have given us the leverage if it had moved on the export control benchmarks. But it didn't. Finally, 9/11 gave the US leverage by bringing a regime change right on Pakistan's western borders. I think Pakistan has begun to do the right thing on proliferation now."

The US, he said, began its dialogue with India with a compromise, but India was "not in a compromising mood". "We had four proposals, all of which were reasonable. We weren't saying untest. put the genie back in the bottle. We dealt with the hand that lay before us... All we asked was that India sign the CTBT move forward on the fissile material cut off treaty, translate its stated policy o minimum deterrence into an appropri ate deployment posture and raise its ex port controls to world-class standards."

Mr Talbott said he was glad there was finally some movement on expor controls. "I have a feeling that lurking below the surface of last month's Vajpayee-Bush statement on high technology is the spirit of the fourth benchmark we were pushing with India. India should be more eligible for high technology US products as it becomes more transparent and international regime-friendly in export controls."

THE TIMES OF INDIA 7 FEB 2004

কথায় এক, কাজে অন্য

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল ভারতে আজ রফতানি (বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বি পি ও) ঠেকাইতে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি আমেরিকার একটি বিপুল অংশ যে ভাবে আদাজল খাইয়া নামিয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হইতেই পারে, ক্ষুদ্রাকার ডেভিডকে রুখিতে দৈত্যাকৃতি গলিয়াথের চিন্তার সীমা নাই। এই ব্যাপারে আমেরিকায় বহু দিন ধরিয়া নানা মহলে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছিল। সে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আইনসভায় কাজ রফতানি বন্ধ করিবার জন্য বিল আনা হইতেছিল। অবশেষে কেন্দ্রীয় অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডেরাল) স্তরে সেনেটেও এই উদ্দেশ্যে একটি বিল পাশ হইয়াছে। সেনেটে পাশ হওয়া বিলটি এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের অপেক্ষায়। রিপাবলিকান জর্জ ডবলিউ বুশ নীতিগত ভাবে এই জাতীয় নিষেধাজ্ঞার বিরোধী। ইতিপূর্বে তাঁহার দল জানাইয়াছে, মুক্ত বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে কোনও প্রতিষ্ঠানই মুনাফা বৃদ্ধির নিয়ম মানিয়া শস্তা শ্রমের দিকে ঝুঁকিবে, তাই 'বি পি ও' লইয়া আপত্তির কোনও যুক্তি নাই। কিন্তু আমেরিকায় বর্ষশেষে নির্বাচন। এবং বিরোধী ডেমোক্র্যাটগণ 'বি পি ও'-র বিরুদ্ধে ক্রমাগতই হুঙ্কার ছুড়িতেছে। ভারতের মতো দেশে কাজ রফতানি হইবার ফলে আমেরিকার যে যুব কর্মপ্রার্থী বা উদ্বৃত্ত কর্মী বিপন্ন এবং ক্ষুব্ধ, এই হুঙ্কার তাঁহাদের হৃদয়ে অনুরণন তুলিতেছে। এমন ক্ষোভ-জাগানো রাজনীতি ভোটের বাজারে ফলপ্রসূ হইয়া থাকে, যেমন ভারতে, তেমনই মার্কিন দেশেও। অতএব ভোট-বাজারের দিকে তাকাইয়া প্রেসিডেন্ট বুশ যদি এই মুহূর্তে মুক্ত বাজারের নীতি ভুলিয়া যান, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। যদিও আপাতত কেবলমাত্র সরকারি স্তরে 'বি পি ও' ঠেকাইবার উদ্যোগ লওয়া হইতেছে এবং এই স্তরে ভারতে কর্ম-চালানের পরিমাণ মোট বি পি ও-র মাত্রই দুই হইতে তিন শতাংশ, তবে ভবিষ্যতে যে বেসরকারি ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসৃত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে! তৎসহ, ভারতে 'বি পি ও' ঠেকাইতে ব্রিটেন এবং ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশেও তৎপরতা শুরু হইয়াছে। সুতরাং, ভারতের জন্য চিন্তার অবকাশ থাকিয়াই যায়।

তবে গলিয়াথের এই অতি-সতর্কতায় কিন্তু ডেভিডের জন্য যথেষ্ট আশার কারণও রহিয়া যায়। মুক্ত অর্থনীতির সুবিধা লইয়া ভারত যে খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাজের বাজারেও ত্রাহি ত্রাহি রব তুলিয়া দিয়াছে, তাহাতে তথাকথিত এই পিছাইয়া-পড়া দেশটির সাফল্যই প্রকাশিত। মেধাসম্পদ এবং তারুণ্যের জোরে যে বিবিধ অসাধ্য সাধন করা যায়, এমনকী মার্কিনভূমি হইতে তথ্যপ্রযুক্তির সংশ্লিষ্ট কাজও সে দেশের জনতার নাগাল এড়াইয়া সাগরপারে টানিয়া আনা যায়, তাহাই এই ঘটনাক্রমের নিহিত তাৎপর্য। বিশ্বায়ন মানে যে শুধুই পুঁজির বিশ্বায়ন নহে, শ্রমেরও বিশ্বায়ন, এবং সেই নিয়ম মানিয়া বিশ্বায়নের বাজারে পুঁজি একাধারে যোগ্য এবং স্বল্প মূল্যের শ্রমকেই বাছিয়া লইবে, তাহাও স্পষ্ট। মূলত ভারত এবং এই ধরনের আরও কয়েকটি দেশে বি পি ও-র ফলে আমেরিকা গত পাঁচ বছরে প্রায় পাঁচশত কোটি ডলার লাভ করিয়াছে। ফলে, দেশের অভ্যন্তরে বিবিধ ক্ষোভ-বিক্ষোভ সত্ত্বেও, মার্কিন কোম্পানিগুলি বি পি ও ব্যবহারে অটল। ইঙ্গিত মিলিয়াছে, দেশের বাণিজ্য মহলের চাপে আমেরিকা এ ক্ষেত্রে ব্যাপক সংরক্ষণের রাস্তা হইতে পিছাইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ মার্কিন অর্থনীতির স্বার্থই আপাতত মার্কিন রাজনৈতিক লবির বিরুদ্ধে ভারতের ভরসা।

সাম্প্রতিক এই বি পি ও-বিতর্কে অবশ্য আরও একটি সত্য স্পষ্ট হইয়া যায়। সত্যটি ইহাই যে মুক্ত অর্থনীতি এখনও পর্যন্ত অনেকাংশেই স্লোগান-সর্বস্ব অবস্থাতেই বন্দি, ইহার যথার্থ বাস্তবায়ন এখনও সেই ভাবে দেখা যায় নাই। যখনই মুক্ত অর্থনীতির প্রয়োগ কোথাও কোনও কায়েমি স্বার্থে আঘাত হানে, তখন বাণিজ্যের যুক্তি মুক্তির কথা বলিলেও ভোট কুড়াইবার শস্তা জনপ্রিয়তা লাভের উদ্দেশ্যে তাহার বিরোধী মহল সক্রিয় হইয়া উঠে। ভারতে এমন ঘটনা একাধিক বার ঘটিয়াছে। আমেরিকাও ব্যতিক্রম নহে। সত্য হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে বি পি ও-র জন্য অন্য দেশের কর্মীকে প্রতি ডলার পারিশ্রমিক হইতে মার্কিন অর্থনীতি সামগ্রিক ভাবে নিশ্চিতমতো লাভবান হয়। মুশকিল হইল, সেই লাভের ছোঁয়া জনতার চক্ষুগ্রাহ্য দৃশ্যমান কোনও স্তরে আসে না, ফলে দেশের কর্ম বিদেশে চালানের ব্যাপারটিই চক্ষুর সামনে আসে বলিয়া জনরোষ পুঞ্জীভূত হয়। তবে মুক্ত অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল করিব, আবার নিজের স্বার্থে তৎসংক্রান্ত বোধবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়া সংরক্ষণের রাস্তা বাছিয়া লইব, এমন দ্বিচারিতা কোনও ভাবেই বাঞ্ছনীয় নহে। ভয়ের কারণ ইহাই যে ইতিপূর্বে আমেরিকা বিভিন্ন সময়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন দ্বিমুখী পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। বি পি ও নিষেধের প্রশ্নেও কি 'মুক্ত অর্থনীতির রাজধানী'তে আবার সেই অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি হইবে?

ANADABAZAR PATRIKA 30 JAN 2004

Govt moves to lob BPO bomb back at the US

India Inc Slams [illegible]

By Priya Ranjan Dash
TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The spirit of Bush-BJP bhai bhai may be in for a bit of a jolt. The US Senate legislation banning outsouring of federal government contracts is being seen by Indian government and business as Washington's attempt to appease domestic lobbies at the cost of multilateralism.

In response, New Delhi will take up with the US administration the issue of "free and fair trade" arising out of the Senate bill banning outsourcing of federal government contracts. India Inc, which was totally taken off guard by the passage of the Senate bill on Friday, reacted angrily and and linked it with this year's presidential election.

"We are asking for a copy of the bill. We will go though the bill and then take it up with the US administration", commerce and industry minister Arun Jaitley said. "The bill is a surprise", Mr Jaitley said, recalling his meeting with US trade representative Robert Zoellick last June in which the USTR had termed as "bad policy" attempts then being made by some state legislatures to ban outsourcing of government contracts to countries such as India.

"The actual volume of business that we do with regard to outsourcing of US government contracts is not very much", Mr Jaitley said. "But it sends out a wrong signal at a time when India and the US are working with others to lower trade barriers and to establish fair rules", he said.

Indian industry decried the Senate action as unwarranted and against the spirit of "free trade". IT minister Arun Shourie too, in a statement from Davos, said: "I feel this will worsen the prospects of multilateral negotiations on trade".

"The direct effect would be little but Indian IT companies must learn some lessons from such moves", Mr Shourie said advising them to diversify into other markets such as Germany and move up in the value-chain.

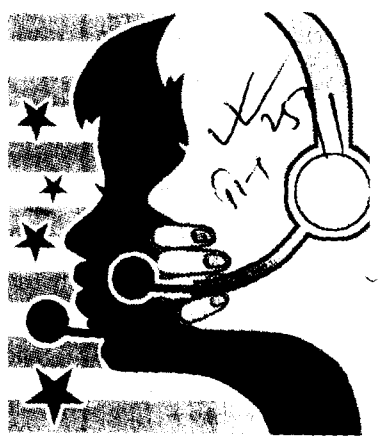

CII president Anand Mahindra termed the Senate action "unfortunate" and said "although normally such provisions are not changed, perhaps the US President would reconsider this before signing the bill".

Software industry association Nasscom president Kiran Karnik said: "We are dismayed. Such a legislation is not in keeping with the increasing globalisation of trade which benefits all countries and is contrary to the spirit of free trade espoused by the US."

THE TIMES OF INDIA 25 JAN 2004

THE HINDUSTAN TIMES

23 JAN 2004

Bush broke protocol to foster closer ties with India

PTI

US President George W. Bush with Foreign Minister Yashwant Sinha during their meeting in the White House on Tuesday.

Saurabh Shukla
New Delhi, January 22

IN A clear indication that US President George W. Bush's personal commitment was there to put the Indo-US ties on the fast-track, Bush moved away from protocol to have a 25-minute 'bilateral' meeting with External Affairs Minister Yashwant Sinha.

Viewed in the backdrop of a protocol-conscious US foreign policy, Bush's gesture signals a beginning of a mature relationship between the two partners.

Diplomatic sources say the meeting is significant since it was the first time that an Indian Foreign Minister was accorded a scheduled meeting at the Oval Office, than a 'drop in', as in the past when Bush used to drop by during a meeting with his National Security Adviser Condolleeza Rice. Sinha later went back to the White House to have a separate meeting with Rice.

Besides the bilateral meeting, about which the Indians were told just a day in advance, the important factor is that Bush met the Indian minister on a day he was busy preparing for his State of the Union Address scheduled for late on Tuesday, which is the most important address for the US President.

"These are obvious signs that prove that the US considers India an important strategic partner and President Bush wanted to demonstrate his own commitment by receiving the Indian Foreign Minister in the Oval office", remarked a diplomatic source.

Sources say that, at the meeting, Bush not only underscored that he deeply valued the partnership with India, but stressed that India and the US should work more closely on Afghanistan.

He is also believed to have told Sinha that, with the Indo-US agreement on high-tech commerce, space and civilian nuclear cooperation and on national missile defence, the two partners had much more to look forward to. Bush also praised India's peace initiative with Pakistan, and hoped India would also strengthen its export control regime.

He also had a word of praise for Vajpayee, describing him as a 'good man'. Bush insisted that he wanted to spend more time with the Indian minister despite his busy schedule.

During the meeting, when Secretary of State Colin Powell reminded Bush during his meeting with Sinha that he was getting late for another appointment, Bush smiled and said, "Let's have some coffee", and continued his conversation with Sinha over coffee.

India, U.S. discuss cooperation in space, n-programmes

HD-11 2811

By Sridhar Krishnaswami

WASHINGTON, JAN. 22. The External Affairs Minister, Yashwant Sinha, wound up his three-day official visit to the United States by holding discussions with law makers in the Senate and the House of Representatives on a range of issues, including the recent developments in the subcontinent against the backdrop of the SAARC summit in Islamabad, the present state and future directions of India-U.S. relations.

At the meeting with members of the House International Relations Committee, Mr. Sinha and the legislators are said to have discussed bilateral trade, commercial relations, outsourcing, developments in Iraq, the war on terror and the fight against HIV/AIDS.

Mr. Sinha briefed them about the developments at the SAARC Summit and India-Pakistan relations. He met members of the Congressional Caucus on India and Indian-Americans.

Ed Royce, a senior member in the House International Relations Committee, said in a statement: "Most of our discussion focussed on the announcement of increased cooperation in space, high technology and nuclear programmes. This latest agreement between the U.S. and India shows that the interests of the world's two populous democracies are increasingly converging. We both agreed that this is very promising — a huge opportunity for India and the U.S."

At the Senate Foreign Relations Committee, Mr. Sinha is said to have been warmly welcomed by the Chairman of the Committee, Senator Richard Lugar, a highly respected Republican.

Mr. Lugar, according to a press advisory put out by the Indian embassy, "expressed his appreciation for the economic progress that India has achieved in recent months and welcomed the initiatives that India had taken in rebuilding relations with Pakistan".

THE HINDU JAN 2004

India, US to hasten hi-tech pace

Sinha allays State Department official's fear of a long delay

S. Rajagopalan
Washington, January 21

INDIA AND the US will soon begin discussions for the speedy implementation of the recent agreement to expand bilateral cooperation on civilian nuclear and space programmes and high-technology trade.

The ground for quick follow-up action, something on which India has been keen for long, was laid at a meeting that External Affairs Minister Yashwant Sinha had with President George W. Bush at the Oval Office on Tuesday. Sinha, who then discussed the issue in greater detail with Secretary of State Colin Powell and National Security Adviser Condoleezza Rice, later told reporters there was "seriousness and keenness to take this initiative forward".

Powell, for his part, assured that the United States would move "promptly and aggressively" once the Indian side takes a look at the ideas that have been put forth for moving into phase one of the "glide path".

"We have strategic conversations taking place at a variety of levels", Powell said at a stake-out along with Sinha after their luncheon meeting. Sinha expressed satisfaction with the assurance on quick implementation, which seemed to contrast with a senior State Department official's grim indications last week that it may take months, if not years, for the new agreement to play out.

The minister spoke of the extraordinary warmth that characterised his meetings here.

He thanked Bush for the special gesture in receiving him at the Oval Office on a day that he was preoccupied with his State of the Union Address. This, in his view, attested to the high priority the US is now according India as a strategic partner.

While briefing Indian journalists at the end of a packed day, Sinha said Bush "repeatedly praised" Prime Minister Atal Bihari Vajpayee for his statesmanship in pressing ahead with the Indo-Pak peace process and agreeing to resume the composite dialogue. Earlier, at the State Department, Powell excitedly recalled the progress India and Pakistan had made in recent times.

The last time he and Sinha had met in Washington was 18 months ago — a time when Indo-Pak conflict loomed large.

"Today, we're able to talk about the success that the Indians and the Pakistanis achieved recently in Islamabad", he said.

"We're very pleased at these developments, as you might imagine, and we're also very pleased at the improvement in the US-Indian bilateral relationship, as evidenced in so many ways", Powell said, adding, "There's no area of dialogue we're not pursuing, and pursuing in a very, very profitable way".

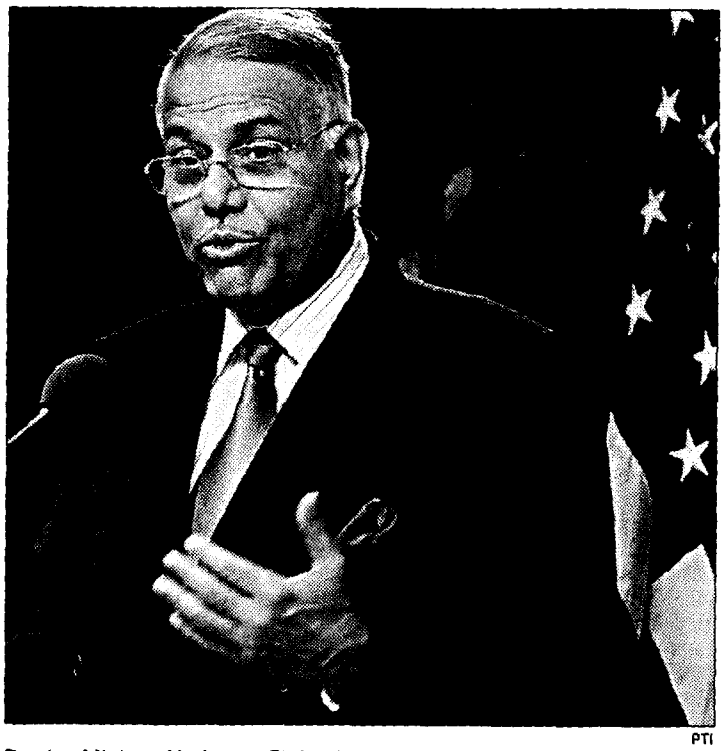

PTI

Foreign Minister Yashwant Sinha delivers a lecture at the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington on Tuesday.

Centre, Hurriyat hold cards close to their chest

Jay Raina and Anil Anand
New Delhi, January 21

AS THE stage is readied for Thursday's Centre-Hurriyat talks, both sides are keeping their negotiating cards close to their chests, lest the hype rob the show of its real import: to start talking. Conscious of the difficulty of a breakthrough, the two sides are keen to ensure dialogue.

The five-member Hurriyat team chaired by chairman Moulvi Abbas Ansari is already in the Capital for Thursday's meeting with Deputy Prime Minister L.K. Advani.

All day long, the conglomerate was in a huddle to finalise strategy.

The overriding view in the Hurriyat is against raking up any contentious issues, including their travel to Pakistan for talks with militant leaders. In their perception, going to Islamabad at a time when the two countries are preparing for a composite dialogue, will not serve any purpose.

Going by the Hurriyat's pronouncements, the five-member group is expected to press for a unilateral ceasefire in the Valley to buttress the peace prevailing along the LoC.

However, sources said the Centre may ask the Hurriyat leaders to first use their influence to ensure a positive response from the indigenous militant groups especially the Hizb-ul-Mujahideen ahead of a formal ceasefire announcement.

However, there is a strong likelihood of the Kashmiri separatist leaders raising issues such as withdrawal of security forces from civilian areas, release of political detainees and return of expatriate Kashmiri leaders for a broad-based dialogue in future.

THE HINDUSTAN TIMES 22 JAN 2004

Sinha's US visit to focus on export control

Nilova Roy Chaudhury in New Delhi

Jan. 18. — When foreign minister Mr Yashwant Sinha visits Washington between 19 and 21 January, one of the key US concerns he'll have to address is how soon the government can put in place a formal export control regime, with an effective enforcement mechanism to back it up.

Once the concerns are met, the "strategic partnership" vision outlined earlier this week simultaneously by Mr George W Bush and Mr Atal Behari Vajpayee is likely to take off.

There are "limitless possibilities" in terms of cooperation in space (including collaboration for the US President's 'manned Mars mission') and missile defence, including collaboration in the nuclear missile defence (Star Wars) programme and even acquisition of sensitive missiles such as the Patriot and Arrow systems, American congressman Mr Mark Kirk said. Mr Kirk, a member of the House appropriations committee, spoke to the media after a series of meetings with senior officials from the ministries of defence, space and external affairs.

New Delhi claims it has a tight set of export controls in place to prevent proliferation of sensitive technologies from falling into the hands of third parties, but has agreed to further tighten its regulatory and enforcement mechanism.

The framework agreement for expanding cooperation in the "quartet" issues — civilian nuclear activities, civilian space programmes, high-technology trade (in items with dual use possibilities) and missile defence — has moved the entire issue from being a policy one to a commercial one, with the earlier regime of "presumption of denial" of a high-technology licence being replaced by a "presumption of acceptance", an official said.

According to senior US officials, in 2002, when the Bush administration lifted the sanctions it had imposed on India after the 1998 Pokharan nuclear tests, high-technology exports from the USA to India were worth around $38 million, barely one per cent of total US exports to this country. Since then, over 84 per cent of all licensing decisions made by the US commerce department were approvals of Indian applications. Less than half per cent of licences (around 280) sought were turned down, under secretary Mr Ken Juster had said in November 2003.

During his visit, also the first by a senior Indian functionary since the Saarc summit ended and India and Pakistan agreed to resume a composite dialogue process, Mr Sinha will meet US secretary of state Gen. Colin Powell, national security adviser Dr Condoleezza Rice, members of the Senate Foreign Relations Committee and the House Appropriations Committee and outline details of the bilateral Indo-US dialogue architecture.

He is also scheduled to make a keynote address to the Woodrow Wilson Centre on a 'Vision for South Asia after Saarc'.

THE STATESMAN 19 JAN 2004

বন্ধু ও সহযোগীর জন্য

ইন্দো-মার্কিন সম্পর্ক অনেকখানি বন্ধুর পথ অগ্রসর হইয়া আসিল। পাঁচ বছর আগে পোখরান-পরবর্তী হিমশীতলতার কথা এখনও স্মৃতি হইতে মেলায় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সে সময়ে ভারতের উপর বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তাহার পর আন্তর্জাতিক পটভূমিতে ঘটিতে থাকে অভাবনীয় ঘটনাসকল এবং বিশ্ব-রাজনীতির সেই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের ফলে ইন্দো-মার্কিন শীতলতা ক্রমে কাটিতে থাকে। সন্ত্রাস-বিরোধী স্থিতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে ভারত বস্তুত দক্ষিণ এশিয়ায় এক অতীব জরুরি সম্ভাব্য সহকারী, সেই সত্য অনুধাবন করিতে আমেরিকার বিলম্ব হয় নাই। তবে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবলিউ বুশের সাম্প্রতিক ঘোষণা সেই সম্পর্ক-কক্ষপথেও এক নূতন মোড় আনিল। একটি বহু-প্রতীক্ষিত চুক্তি শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হইতে চলিয়াছে, যে চুক্তি অনুযায়ী অসামরিক প্রযুক্তি, উচ্চ-প্রযুক্তিনির্ভর বাণিজ্য, মহাকাশ গবেষণা ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপিত হইবে। 'গ্লাইড পাথ' নামক এই কৌশলগত চুক্তির কথা ঘোষিত হইল বুশের মেক্সিকো সফরকালীন। তাঁহার ঐকান্তিক আশা যে এই চুক্তির ফলে ইন্দো-মার্কিন সম্পর্ক, ভারত-পাক সম্পর্ক এবং সামগ্রিক এশিয়ার পরিস্থিতি নানা ভাবে উপকৃত হইবে। আমেরিকা ও ভারত অতঃপর 'বন্ধু ও সহযোগী' রাষ্ট্র হিসাবে কাজ করিবে, বুশ প্রকাশ্যেই এমন আশা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মুহূর্তে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির পাশাপাশি ইন্দো-মার্কিন নৈকট্যও আর একটি বিশেষ আশাপ্রদ সংবাদ হইয়া উঠিল। লক্ষণীয়, ভারতের সঙ্গে চুক্তির কথা ঘোষণার পরেই পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকা সমচরিত্রের বোঝাপড়ায় যাইবার তোড়জোড়ে ব্যস্ত। দৃশ্যত, ইহা ভারত-পাক উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীকেই হাতে রাখিবার পরিচিত মার্কিন কৌশল, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা লইয়া অতিমাত্রায় চিন্তিত হইবার কারণ নয়াদিল্লির নাই। কারণ, পাকিস্তানের সঙ্গে যতই চুক্তি সাধিত হউক, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও গোষ্ঠীর সঙ্গে পাকিস্তানের গোপন আদানপ্রদানের নিরিখে পাক-মার্কিন সম্পর্ক আর আগের মতো স্বচ্ছ নাই। দুই দেশের কর্তৃপক্ষই উত্তমরূপে সচেতন যে তাঁহাদের পূর্বের হার্দ্য সম্পর্কে এই মুহূর্তে নিভৃত চিড়, এখন প্রতি পলে পাকিস্তানকে চোখে চোখে রাখিতেছেন বুশ ও তাঁহার সঙ্গীরা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট মহাপরাক্রমে একের পর এক দেশকে শনাক্ত করিয়া চলিতেছেন তাঁহার নিশ্চিত বা সম্ভাব্য শত্রু হিসাবে। ইরাক, ইরান, উত্তর কোরিয়া তো মার্কিন রোষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেই, আবার পাকিস্তানের মতো পূর্বমিত্র দেশও মার্কিন সন্দেহজালে অল্পবিস্তর জড়াইয়াছে। এই বিশ্ব-প্রেক্ষিতে বহু-প্রতীক্ষিত 'গ্লাইড পাথ' বা প্রযুক্তি চুক্তি ভারতকে এক ভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মানে উন্নীত করিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বুশের ঘোষণার সহিত একই সময়ে গোয়ায় মিলিত হইতেছে ইন্দো-মার্কিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফোরাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কী ভাবে সন্ত্রাসদমনের হাতিয়ার করিয়া তোলা যায়, সেই সন্ধানে। অর্থাৎ সহযোগিতার ঘোষণার প্রকৃত বাস্তবায়নও দুয়ারের নিকটেই, এখন কেবল সুযোগের সদ্ব্যবহারের অপেক্ষা। এই নবলব্ধ সুযোগ ও সম্মানসূত্র ধরিয়া এশিয়ায় তথা সমগ্র বিশ্বে ভারত অদূর ভবিষ্যতে নিজেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে কি না, তাহা অবশ্য একটি লক্ষ টাকার প্রশ্ন।

তবে সর্বশক্তিমানের বন্ধু হইবার ঝামেলা কম নয়। আদানপ্রদানের ধরনটি প্রথম হইতেই সমচরিত্রের না হইলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব। প্রথমত, প্রারম্ভিক স্তরের ঘোষণাতেই স্পষ্ট করিয়া দেওয়া আছে যে, আমেরিকার বন্ধু ও সহযোগী হইবার খাতিরে ভারতকেও নিশ্চিত করিতে হইবে যাহাতে কোনও গোপন প্রযুক্তি কোনও ভাবে ফাঁস না হইয়া যায়। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে দুই দেশ একই সঙ্গে কাজ করিতে পারিবে ঠিকই, কিন্তু রকেট তৈরিতে বা ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ায় সাহায্যকারী কোনও প্রযুক্তি আমেরিকা ভারতকে দিবে না তাহার সম্ভাব্য অপব্যবহারের কথা স্মরণে রাখিয়া। পরমাণু অস্ত্র আরও শক্তিশালী হওয়া যায়, এমন কোনও তথ্যও ভারতকে দেওয়া হইবে না। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক এই ঘোষণার ফলে যে মার্কিন পক্ষ আসলেই ভারতীয় পারমাণবিক ক্ষেত্রের এত দিনের অগ্রগতিকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখিতে শুরু করিয়াছে, এমনও ভাবার কারণ নাই। মার্কিন প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ কর্তা ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তাটি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন। আমেরিকার অন্তর্গত কট্টর পরমাণু-বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে খুশি করিবার জন্যই এই সতর্কতা, কিন্তু এতদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে ভারতের রাষ্ট্রীয় পরমাণু নীতি আমেরিকাকে সত্বরই আবার অখুশি করিতে পারে। আমেরিকার সঙ্গে প্রযুক্তির আদানপ্রদান ও নিজ প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়নের পাশাপাশি ভারত বিষয়ে আমেরিকার গভীর-প্রোথিত অশান্তি কন্টকটুকু সামলানো বড় কাজ বইকী।

ANADABAZAR PATRIKA 16 JAN 2004

Tech tango

Delhi and Washington get closer

With President Bush and Prime Minister Vajpayee announcing an agreement on high technology trade, relations between Washington and Delhi have at last reached a mature stage. Throughout the 1990s Washington viewed Delhi through the prism of non-proliferation, and the nadir came when Washington slapped tough sanctions after the Pokhran nuclear tests in 1998. But milder sanctions had been in place for the last four decades, since Washington first suspected that Delhi might have nuclear ambitions, and they have been a persistent irritant in ties between the two countries. The new agreement makes possible technology cooperation and trade in such previously no-go areas as civilian nuclear plants, space programmes and other dual-use high-technology items. Coming at a time when Washington is looking hard at technology imports by Iran and North Korea the agreement is, in effect, an implicit endorsement of India's status as a nuclear power, the quid pro quo being that Delhi play its role in preventing the proliferation of sensitive technologies. One cannot expect an explicit endorsement at this stage as Washington's non-proliferation lobby is too strong; official recognition as a nuclear power has not been extended even to Washington's closest ally, Tel Aviv. But the agreement does move beyond the terms of the doctrine of "equidistance" that had bedevilled ties between Delhi and Washington, according to which any move towards strategic co-operation with Delhi had to be balanced with a similar step taken towards Islamabad.

The agreement will be mutually beneficial as US corporations are looking to technology cooperation with India as a means of boosting their own competitiveness, and the sanctions had acted as a dampener on technology exchanges. India, on the other hand, will gain access to technology it requires, which ought to boost its high technology and defence sectors. It can, for example, improve safety of the nuclear power plants it is constructing, reducing the possibility of a Chernobyl occurring on Indian soil. Overall, the contribution of the agreement may be that instead of a presumption of Indian guilt whenever questions of US technology export come up, the presumption now would be that exports to India are automatically approved unless specific indications otherwise are received.

THE STATESMAN 16 JAN 2004

IMPLICATIONS OF A PARTNERSHIP

THE USE OF the term "Next Steps in Strategic Partnership" to describe the envisaged expansion of cooperation between India and the United States in several vital areas seems designed to create the impression that the two countries have resolved differences that had blocked a more fruitful relationship. The two countries declared an intent to cooperate in the spheres of non-military nuclear activities and civilian space programmes, to resume trade in high technology products, and to initiate a dialogue on missile defence. However, if attendant circumstances are considered, it would appear that optimism is not warranted. First of all, the partnership will not begin to function until India strengthens the legislative framework and the enforcement mechanism to prevent the "misuse" or re-export of high technology items. While the U.S. can, and does, impose sanctions on Indian companies or entities that violate the terms of agreements on trade in such items, it wants India to carry the main burden of policing this commerce. It was hardly a coincidence that American officials made references to the re-export of sensitive technology from India to Iraq almost at the same time the "Next Steps" were being announced in New Delhi and Washington. As realistically envisaged by the Americans, the establishment of a strict monitoring mechanism will not be accomplished in the near future.

While India might need to import sophisticated tools for enhancing the safety of its nuclear reactors, sourcing from the U.S. can create further problems. Washington maintains controls on exports under the Non-Proliferation Act of 1978. The controls cover the export of commodities or technology or software that could be of significance for nuclear explosive purposes or indeed all unsafeguarded nuclear activities. Indian policy has consistently refused to accept the discriminatory global nuclear bargain, including the demand for full-scope safeguards on the nuclear programme. New Delhi might have to face the difficult decision to throw open unsafeguarded facilities if it wants to reap the benefits of the partnership. The Indian nuclear programme might come under fresh pressure. There is nothing controversial about the cooperation envisaged in the civilian space programme. One advantage for India might be a general lowering of the price of key components for the space programme as U.S. companies compete with their European counterparts as a source of supply. However, the Indian Space Research Organisation might not want to disturb the stable and fruitful relationship it has with European companies. India and the U.S. propose only to initiate a dialogue on missile defences at this stage. This proposal might have been tagged on to the partnership programme as a way of thanking the Vajpayee Government for the alacrity with which it greeted the Bush administration's National Missile Defence venture. The initiation of the dialogue could have an impact on the cooperative endeavours that India is exploring with Israel and Russia in the missile field.

While the intent to begin the enhanced partnership was announced on Tuesday, the text is known to have been finalised in December. The Vajpayee Government, which requested the delay, probably wanted to time the announcement as close to the elections as possible. It is not very clear whether the improved partnership will take into its ambit the Proliferation Security Initiative under which signatory countries try to interdict on the high seas vessels believed to be conveying components of a weapons of mass destruction programme. India will not gain much from the new partnership if it gets entangled in procedures that will alienate it from countries that are its, but might not be America's, friends.

THE HINDU 15 JAN 2004

Dual-use Terminology

Indo-US hi-tech 'agreement' only a pat on Atal's back

Despite the January fog in Delhi, the sun seems to be shining on Atalji. Hardly had he come home to a hero's welcome from an 'historic' meet in Islamabad than another 'historic' step was taken in the sphere of Indo-US partnership which entailed transfer of crucial technology to us. The joint 'agreement' — more a joint announcement, actually — was high on hype but low on facts. From a summit in Mexico, strangely enough, George Bush called it an "important milestone", which would "deepen the ties of commerce and friendship between our two nations and increase stability in Asia and beyond". In response, Vajpayee said, "the vision of Indo-US strategic partnership... is now becoming a reality". However, a US state department official cast a dampener on the euphoria in Delhi and made it plain that it might be years before any technology transfer took place. Dual-use technology (usable for military as well as civilian purposes) has long been denied to India, causing it enormous hardship in various fields, from satellite launches to the development of supercomputers. The Indo-US agreement is by no means an 'Open Sesame' for the transfer of such technology — though New Delhi might like to portray otherwise. The devil, as they say, lies in the details.

And the preliminary details as spelt out by the US include guarantees from India that it would enact "laws and regulations to combat proliferation of WMD". Considering that unlike Pakistan, India has no record of nuclear proliferation, this is apt to strike international observers as a rather unnecessary condition-precedent for technology transfer. To be sure, it is in India's own interest to have Parliament enact legislation in this regard so as to plug possible private avenues for nuclear transfer. However, when Washington commands New Delhi to do so, what follows from it is an Indo-Pak nuclear equation, which is disingenuous, especially in the context of recent revelations on Pakistani proliferation. Clearly, the difference in tone and tenor between India and the US is best explained in terms of their respective domestic politics. For Atalji, the 'agreement' is another occasion to win plaudits for his international statesmanship (never mind the fine print). For president Bush, it is one more delicate balancing act: The agreement, a pat on the back for Atal for having met Musharraf in Islamabad (we have Colin Powell's word for it), and the proliferation caveat, a way to ensure the US is not seen to be making invidious distinctions between India and Pakistan.

THE TIMES OF INDIA 15 JAN 2004

TWO SIDES TO COOPERATE IN HI-TECH SECTORS

New chapter in ties with USA

Statesman News Service

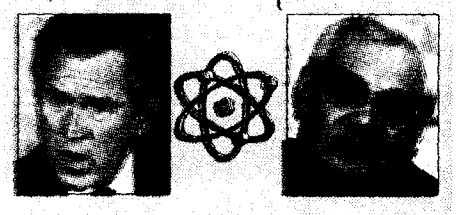

Cooperation in these areas will deepen the ties of commerce and friendship between our two nations, and will increase stability in Asia and beyond

NEW DELHI, Jan. 13.— Ending decades of distrust in key high-technology areas, the Prime Minister and US President have announced that the two countries have endorsed their strategic partnership with enhanced cooperation in vital civilian nuclear activities, civilian space programs and high-technology trade.

In a statement released simultaneously on the margins of the Summit of the Americas in Monterrey, and in New Delhi, Mr George W Bush and Mr Mr Atal Behari Vajpayee agreed "to expand" their "dialogue on missile defence", concluding an agreement on the contentious, so-called 'quartet of issues'. "Cooperation in these areas will deepen the ties of commerce and friendship between our two nations, and will increase stability in Asia and beyond," the statement said.

The agreement envisages enhanced cooperation with India in non-military nuclear activities, civilian space programmes and high-technology trade and an expansion of the bilateral dialogue on missile defence, the 'quartet' of issues which is a major area of contention between the scientific communities of both countries.

Announced a week before foreign minister Mr Yashwant Sinha visits Washington (from 19 January), the agreement is "significant", officials said, because it deals with issues that have been seen as the core of strategic cooperation. The non-inclusion of high-technology exchanges had kept a vital ("core") area of bilateral cooperation "out of the loop", even before the second Pokharan tests.

The two countries will take "a series of reciprocal steps", including expanded engagement on nuclear regulatory and safety issues, missile defence, and seek ways to enhance cooperation in peaceful uses of space technology, the statement said.

On high-technology, the two sides will tighten restrictions aimed at curbing the spread of WMD. The two leaders called the expanded cooperation "an important milestone in transforming the relationship between the USA and India. That relationship is based increasingly on common values and common interests." "

India will, perforce, have to enact or tighten its export control laws to ensure that its firms do not transfer sensitive technology to suspect nations, groups or individuals.

Situation has changed: PM

In Ahmedabad, Mr Vajpayee today said the US President's decision to go for cooperation with India in strategic sectors was yet another manifestation of the international community's trust in India as a responsible nuclear power. "After the Pokhran blast... those who had dropped an atom bomb on Japan were angry with us... Now, the situation has changed," the Prime Minister said.

THE STATESMAN 14 JAN 2004

Bush and Atal in high-tech embrace

George W. Bush at a news conference in Monterrey, Mexico. (AFP)

K.P. NAYAR

Washington, Jan. 13: With Washington's non-proliferation noose tightening around Pakistan, North Korea, Iran and Libya, President George W. Bush stepped in personally yesterday to make an exception in India's case.

Citing the imperative of increasing "stability in Asia and beyond", Bush took the unusual step of announcing while travelling abroad that he and Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had agreed to broaden their dialogue on missile defence.

"The US and India agree to expand cooperation in three specific areas: civilian nuclear activities, civilian space programmes and high-technology trade," Bush said in a statement issued in Mexico, where he was attending the Summit of the Americas.

He said: "In November 2001, Prime Minister Vajpayee and I committed our countries to a strategic partnership. Since then, our two countries have strengthened bilateral cooperation significantly in several areas. Today, we announce the next steps in implementing our shared vision."

In less than an hour after the statement, a senior state department offi cial cautioned here that Bush's announcement did not amount to "diminishing (US) concerns about India's nuclear weapons r missile programmes".

He said the administration was not seeking changes in US domestic laws on non-proliferation or moving away from America's international obligations.

The official's caution is aimed at defusing potential dissent from several constituencies here and abroad. The US has a strong non-proliferation lobby.

At forums like the International Atomic Energy Agency and the Nuclear Suppliers' Group, where Washington has been doggedly pursuing a hard line on North Korea and Iran, eyebrows will doubtless be raised over the Bush administration's soft line on India.

Israel is the only other country whose proliferation record has been overlooked by successive administrations here.

Pakistan is bound to raise Cain, at least in private dialogue with the Americans. A middle-level state department official, who was present at yesterday's briefing, clarified that Islamabad had been notified in advance of the announcement.

Pakistan is also being offered a dialogue on missile defence, but not on any of the other three topics on which the US is engaging India.

Bush's statement is seen here as an attempt by the White House to gloss over India's opposition to the war in Iraq and Delhi's alliance with other developing countries in the World Trade Organisation.

The statement was hastily issued so that external affairs minister Yashwant Sinha, who arrives here next week, and his US interlocutors could start on a clean slate.

The senior state department official said an Indian delegation, here recently, had insisted that the statement be released quickly.

Bush said: "The vision of US-India strategic partnership that Prime Minister Vajpayee and I share is now becoming a reality."

But he hedged it with the provision that "the proposed cooperation will progress through a series of reciprocal steps that will build on each other. It will include expanded engagement on nuclear regulatory and safety issues and missile defence, ways to enhance cooperation in peaceful uses of space technology and steps to create the appropriate environment for successful high-technology commerce".

It means India will be required to strengthen export control laws, create safeguards against diversion of dual-use goods and technology and prevent onward proliferation.

Once these are done, the licensing for supplying high-technology goods will be easier.

POKHRAN TO PARTNERSHIP

- MAY 1998: After Pokhran II, the US imposes wide-ranging sanctions
- SEPTEMBER 2001: Bush lifts sanctions
- NOVEMBER 2001: Vajpayee and Bush commit to a strategic partnership
- NOVEMBER 2002: A group formed to develop a new stat ement of principles for cooperation in hi h-technology trade. It also addresses ways to increase trade in "dual use" goo ds and technologies
- JANUARY 20 04: Bush announces future steps in the strategic partnership

THE TELEGRAPH

Indo-US council raps Hillary

PRESS TRUST OF INDIA

WASHINGTON, Jan. 10. — The Indian-American Republican Council today asked Senator Hillary Clinton to apologise to the Indo-American community for the "outrageous" comments she reportedly made on Mahatma Gandhi.

"It is simply outrageous that Hillary Clinton used the venerable Mahatma Gandhi to perpetuate racial stereotypes," council co-chairman Mr Sudhakar Shenoy said.

Mrs Clinton had joked that Mahatma Gandhi used to run a gas station in the USA, while speaking at a fund-raiser for Senate candidate Nancy Farmer. She had regretted the comments in the same speech, saying Gandhi was a great leader of the 20th Century.

"Mrs Hillary Clinton said she was just making 'a lame attempt at humour'. This is truly shameful. I assure that the Indian-American community is not laughing. Humour based on racial slurs has no place in public discourse. We call on Hillary Clinton and Nancy Farmer to apologise to Indian Americans," he said.

The comments demonstrate Mrs Clinton doesn't respect our heritage, Mr Shenoy said.

"Bill and Hillary Clinton heap lavish praise to our faces, but behind our backs, they use hurtful racial stereotypes that perpetuate ignorance and cause harm to our community," he said.

THE STATESMAN 11 JAN 2004

Hillary chokes on Gandhi

K.P. NAYAR

Washington, Jan. 7: With presidential and congressional elections in the US only 10 months away, Indian American Republicans cannot help chuckling over a rare faux pas by New York Senator Hillary Rodham Clinton in cracking a poor joke about Mahatma Gandhi.

Speaking at a fund-raiser last weekend for the Democratic Party's Senate candidate in Missouri, Nancy Farmer, the former First Lady joked that Mahatma Gandhi was a guy who "ran a gas station down in St. Louis", the state's best known city.

Hardly had she finished the sentence and the polite, but subdued laughter among her audience subsided, Hillary realised that she had put her foot in her mouth.

She hastily added: "No, Mahatma Gandhi was a great leader of the 20th century." She then used a quote from the Father of the Indian Nation to define Farmer's seemingly hopeless campaign against the formidable incumbent Republican Senator from Missouri, Kit Bond.

"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win," she quoted the Mahatma.

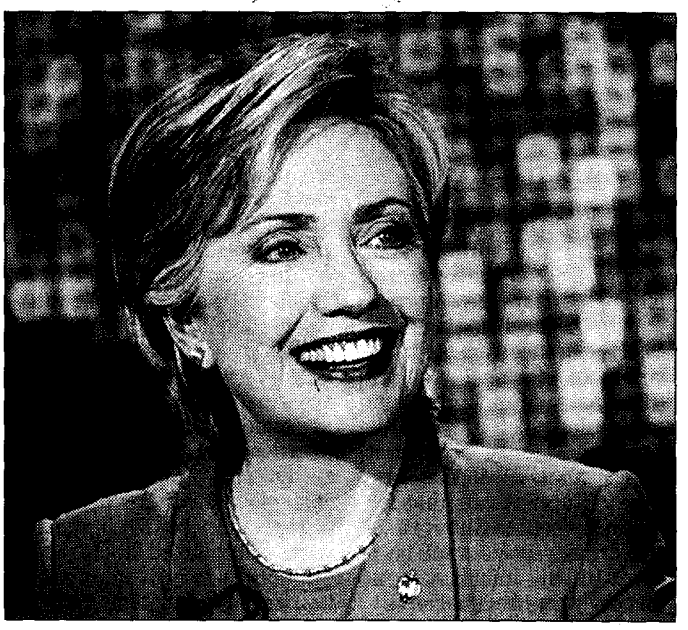

Hillary Clinton: Mind the gaffe

Hillary's joke about Gandhi, however, drew unfavourable comments, not from Indians, but from non-Indian Americans, albeit those representing Indian-American bodies or organisations dedicated to non-violence.

Chris Dumm, a spokesman for the Washington-based Indian American Center for Political Awareness, was quoted in the US media as saying: "It is an off-colour comment, one that is certainly upsetting."

Michelle Naef, administrator of the M.K. Gandhi Institute for Nonviolence, in Memphis, Tennessee, said: "I don't think she was, in any way, trying to demean Mahatma Gandhi. To be generous to her, I would say it was a poor attempt at humour. Perhaps I am overly sensitive, but I find it offensive when people use stereotypes in that way."

The origin of her comment lies in the American stereotype of certain ethnic groups running gas stations.

Hillary followed up the damage control on Monday when she issued a statement saying: "I have admired the work and life of Mahatma Gandhi and have spoken publicly about that many times. I truly regret if a lame attempt at humour suggested otherwise."

Republicans, who have envied former President Bill Clinton's charismatic ability to raise millions in election funds from Indian Americans, are hoping that Hillary's faux pas may slow down the love affair between the Clintons and India and Indian Americans.

Apart from funds, Indian Americans generally tend to vote for Democrats. Hillary is a bete noir for Republicans, who suspect that she has an eye on the presidential nomination of her party in 2008. They are happy to use any stick to beat her with.

For this reason, she carefully practises what she says and does and her indiscreet remark about Gandhi is one of the rare missteps since the former First Lady entered active politics.

THE TELEGRAPH

8 JAN 2004